স্যর ওয়াল্টার স্কট্
আইভ্যানহো

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

আইভ্যানহো

স্যার ওয়াল্টার স্কট

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

IVANHOW
CODE NO. 4-29-117

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
৮·০০ টা.

উপহার

আমার বাবা এতক্ষণ তোমার সাথে ঠাট্টা করছেন। [পৃঃ ৫০

এক

শেরউড বনভূমির এক বৃক্ষশূন্য তৃণাচ্ছাদিত অংশে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে আসছে। চারদিকের বড় বড় ওক্ গাছের ছায়া সে আঁধার আরও নিবিড় করে তুলছে। একধারে ছোট একটি টিলার মত পাহাড়। তার মাথায় ছোট বড় নানা আকারের পাথর এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। এক কালে অসভ্য বনবাসীরা তাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে এগুলি উৎসর্গ করেছিল, এ তারই চিহ্ন।

টিলার কাছে দুটি লোক বসে। একজন একটু বয়স্ক। তার চেহারায় রুক্ষ বন্য ভাব। তার পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্ত সাদাসিধে। গায়ে একটা চামড়ার কোট, গলা থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। কোমরের কাছে চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা। পায়ে স্যাণ্ডাল্, সেও চামড়ার ফিতে দিয়ে আটকানো। পায়ে মোজার বদলে চামড়ার ফিতে জড়ানো। কোমরের দড়ির একদিকে একটা থলে, তার একদিকে একটা শিঙ্গা ঝুলানো। সেই দড়ির সাথে একটা লম্বা দুফলা ধারালো ছুরিও বাঁধা। তার মাথায় টুপি নেই। চুলগুলি উস্কো-খুস্কো, চুলের তুলনায় দাড়ি লম্বা। গলায় একটা পেতলের চাকতি, তাতে খোদাই করে লেখা—"রদার্উডের জমিদার সেড্রিকের ক্রীতদাস গার্থ।" জমিদারের শূয়োর চরানোই তার কাজ।

তার পাশে যে লোকটি বসে আছে তার বয়স প্রায় বছর দশেক কম। তার পোষাক পরিচ্ছদও একই ধরণের, তবে একটু দামী। তা ছাড়া তার মধ্যে একটু ভাঁড়ামির ছোঁয়াচও আছে। তার গায়ে একটি বেগুনী রংএর কোট। তাতে নানা রংএর নানা অদ্ভুত ছবি

তোমার কাছেই ডেকে নাও। শূয়োরগুলিকে আপন মনে চরতে দাও। কারণ দুচার দিনের মধ্যেই ত' এরা নরম্যান্ হয়ে যাবে।"

"তোমার যত উল্টাপাল্টা কথা! শূয়োরের পাল আবার নরম্যান্ হবে কি করে? আমি ত এর মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি কাদের চরাতে নিয়ে এসেছ?"

"কেন, তুমি কি জান না নাকি? যত সব পাজী শূয়োরের পাল।"

"ভাল কথা! এই শূয়োরগুলিরই যখন ছাল ছাড়িয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে টেবিলে রাখা হবে, তখন এদের কি বলা হবে?"

"কেন পর্ক। এ ত সবাই জানে।"

"তা হলেই দেখতে পাচ্ছ, তোমার মত স্যাক্সন্‌দের হেফাজতে এরা যখন চরতে আসে, তখন এরা থাকে শূয়োরের পাল। কিন্তু যখন নরম্যান্ প্রভুদের পেটে যাবার জন্য টেবিলে উঠে, তখন এদের নরম্যান্ নামকরণ হয় পর্ক। একই ভাবে ষাঁড় হয়ে যায় 'বিফ্' সাধারণ বাছুর হয়ে যায়, ভঁ্য। আরে, কারা যেন এদিকেই আসছে না? ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।"

গার্থ কোন রকমে শূয়োরগুলিকে একত্র করে ফ্যাংস্‌এর সাহায্যে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, ওয়াম্বার কথা শুনে বলল, "যে খুশী সে আসুক। তোমার তা নিয়ে মাথা ব্যথা কেন?"

"একবার দেখতে দোষ কি?"

"যাও তবে মরোগে! দেখতে পাচ্ছ না কি রকম সাংঘাতিক ঝড় আসছে! অই শোন বাজের আওয়াজ, অই দেখ বিদ্যুতের চমক! আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেছে, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়বে মনে হচ্ছে। ঝড়ের দাপটে ওক্ গাছের ডালপালা কেমন দুমড়ে দুমড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি সুরু হবার আগে চল, বাড়ী ফেরা যাক্।"

গার্থের কথার যৌক্তিকতা ওয়াম্বা অস্বীকার করতে পারল না।

আঁকা। দুই হাতে দুটি রূপার বালা। গলায় গার্থের মতন একটি পিতলের চাকতি তাতে লেখা,—"রদারউডের জমিদার সেড্রিকের ক্রীতদাস ওয়াম্বা।" তার পায়েও গার্থের মতই একজোড়া স্যাণ্ডাল্। পায়ে এক ধরণের চামড়ার মোজা—তার একটির রং লাল, আর একটির রং হল্‌দে। তার মাথায় একটা টুপি, তার চারদিকে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা। মাথা নড়লেই সেগুলি ঝুম্ ঝুম্ করে বাজতে থাকে। মাথা স্থির করে বসা ওয়াম্বার স্বভাবেই নেই। তাই ঝুম্ ঝুম্ আওয়াজ চব্বিশ ঘণ্টাই লেগে আছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল দেখে গার্থ বার বার জোরে জোরে তার শিঙ্গা ফুঁকতে লাগল, যাতে সে শব্দ শুনে শূয়োরের পাল এসে একস্থানে জড়ো হয়। কিন্তু শিঙ্গা ফুঁকাই সার! শূয়োরের এক পাল তখন মহানন্দে ওক্ ফল খাওয়ায় ব্যস্ত, আর এক পাল পাশের জলায় গা ডুবিয়ে আপন মনে খেলা করছে। গার্থ বিরক্ত হয়ে বলল, "হতভাগাদের যদি একটু আক্কেল থাকে! এত ডাকাডাকি করছি, সেদিকে তাদের হুঁস্ই নেই।" তাই বেগতিক হয়ে তাদের সঙ্গী কুকুর ফ্যাংস্‌কে ডাকতে সুরু করল।

গার্থের ডাক শুনে একটা রোগাপট্‌কা কুকুর শূয়োরগুলিকে তাড়িয়ে আনবার জন্য এদিক ওদিক নেংচাতে লাগল। ফলে শূয়োরগুলি আরও বেশী করে চারদিকে ছোটাছুটি সুরু করল।

গার্থ তখন তার সঙ্গীকে খোসামোদের সুরে বলল, "ভাই ওয়াম্বা! দয়া করে উঠে আমায় একটু সাহায্য করো না। নইলে এতগুলি পাজী শূয়োরকে তাড়িয়ে আনা একার সাধ্য নয়। এদিকে সন্ধ্যারও আর বাকী নেই।"

ওয়াম্বার ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। উল্টে সে বলল, "ভাই গার্থ! আমার পা-দুখানি মোটে চলতে চাইছে না। তারা আমায় বলছে, ওই নোংরা যায়গায় শূয়োর খুঁজতে গেলে আমার কাপড় জামা সব নোংরা হয়ে যাবে। আমি বলি কি, ফ্যাংস্‌কে

তাই সেও গার্থের সাথে বাড়ির দিকেই রওনা হল। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ যতই নিকটে আসতে লাগল, ততই তার ঔৎসুক্যও বাড়তে লাগল। তাই সে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়ল। ফলে অশ্বারোহীরা তাকে সহজেই ধরে ফেলল।

তাঁরা দশজন। তাঁদের মধ্যে দু'জনই গণ্যমান্য। বাকী সব তাঁদের সহচর আর অনুচর। এই দু'জনের মধ্যে একজন উঁচুদরের ধর্মযাজক। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদও বেশ দামী। তাঁর চেহারা খানাও বেশ নাদুস্‌-নুদুস্‌। তিনি যে টাটু ঘোড়ায় চড়ে আসছিলেন, তার সাজ পোষাকও বেশ জমকালো। তার দু'দিকে দুটা রূপার ঘণ্টা। তিনি যেমন অনায়াসে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলেন, তাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, ঘোড়ায় চড়ায় তাঁর বেশ দক্ষতা আছে।

তাঁর সঙ্গীটির বয়স আন্দাজ চল্লিশ। চেহারা ছিপছিপে হলেও বেশ শক্তিশালী, লম্বা গড়ন; হাত পায়ের পেশী বেশ মজবুত। দেখলেই মনে হয় একজন যোদ্ধা। জীবনে অনেক যুদ্ধ করেছেন, আরও অনেক করবেন। তাঁর মাথায় একটা পীত বর্ণের শিরস্ত্রাণ। তাঁকে দেখলেই মনে একটা ভীতির ভাব জাগে।

তাঁর গায়েও তাঁর সঙ্গীর মতই একটা আলখেল্লা। তবে তার রং পীত। এতেই বোঝা যায় তিনি যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত নন। আলখেল্লার ডান কাঁধে সাদা কাপড়ের উপর একটা অদ্ভুত ধরণের ক্রশ আঁকা। এই আলখেল্লার নীচে তাঁর আসল পোষাক— লোহার জালের সার্ট, এই একই জিনিষের দস্তানা। মোজাও তাই। তাঁর কোমরে একটা লম্বা ধারালো তরোয়াল। তাঁর বাহন টাটুঘোড়া নয়, বেশ তেজী ঘোড়া। সেটা অবশ্য ভাড়া করা। তাঁর নিজের ঘোড়া যুদ্ধের সাজে সজ্জিত, তাঁর একজন সঙ্গী তাকে ধরে ধরে নিয়ে আসছে। তার মাথায় ধাতুর আবরণ। তার সাথে লাগানো তীরের মত একটা তীক্ষ্ণ ফলা সামনের দিকে উঁচিয়ে আছে। আর একজন সঙ্গীর হাতে তাঁর বর্শা আর বর্ম।

বর্শার ডগায় একটা নিশান বাঁধা, তাতেও সেই একই ধরণের ক্রশ আঁকা। বর্মটা ত্রিকোণ, একটা পীত রং-এর কাপড়ে ঢাকা।

এই দুই জনের পিছনে দু'জন অনুচর। তাদের গায়ের রং, মাথার টুপি এবং পরণের পোষাক দেখলেই বুঝা যায়, তারা সুদূর প্রাচ্যের লোক।

এই অশ্বারোহীর দল দেখে ওয়াম্বার মত গার্থও কৌতূহলী হয়ে উঠল। ধর্মযাজকটিকে দেখেই সে চিনতে পারল। তিনি হচ্ছেন, জোরভলক্স্ মঠের অধ্যক্ষ। নাম আমির। শিকার এবং ভোজন-বিলাস, এই দুই ব্যাপারেই এ তল্লাটে তাঁর বেশ নাম আছে। গার্থ এবং ওয়াম্বা তাঁকে অভিবাদন জানাতেই তিনি তাঁর মামুলি আশীর্বাদ জানালেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক্।"

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে রাতের মত কোথায় আশ্রয় পাওয়া যাবে, বলতে পার কি ?"

কিন্তু তারা আমিরের সঙ্গীর অদ্ভুত পোষাক এবং তাঁর সহচরদের দেখে এমন অবাক্ হয়েছিল যে, অধ্যক্ষ আমিরের প্রশ্ন তাদের কানেই গেল না।

অধ্যক্ষ আমির আবার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন।

তখন ওয়াম্বা বলল, "আপনারা যদি আরামে থাকতে চান এবং ভাল খাওয়া দাওয়ার প্রত্যাশা করেন, তবে কয়েক মাইল এগিয়ে গেলেই ব্রিক্সওয়ার্থের মঠ পাবেন। সেখানকার অধ্যক্ষ নিশ্চয়ই আপনাদের সসম্মানে আশ্রয় দিবেন। আর যদি ভগবানের নাম-গান এবং উপাসনায় রাতটা কাটাতে চান, তবে এই দিক ধরে এগিয়ে যান। সাধু কপ্‌ম্যান্ হার্ষ্টের আশ্রম পাবেন। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের পেয়ে খুশীই হবেন।"

এর কোনটাই অধ্যক্ষ আমিরের মনঃপূত হল না।

তখন আমিরের সেই যোদ্ধা সঙ্গীটি বললেন, "আমার যতদূর ধারণা, আমরা স্যাক্সন্ জমিদার সেড্রিকের বাড়ির কাছাকাছি

এসে গেছি। তোমরা কি তাঁর বাড়ি যাবার পথটি দেখিয়ে দিতে পার ?"

"সে পথ খুঁজে পাওয়া একটু মস্কিল হবে। তাছাড়া সেড্রিক পরিবারের সবাই সন্ধ্যা হতে না হতেই শুয়ে পড়েন।"—গার্থ এতক্ষণ চুপ করেছিল। এই প্রথম মুখ খুলল।

"এ রকম বাজে কথা বলো না। ঘুমিয়ে পড়লেও আমরা গেলে তাঁরা উঠে পড়বেন, এবং আমাদের সব ব্যবস্থা করবেন। তাঁর কাছে আমরা ত' আর ভিক্ষা মাগতে যাচ্ছি না, তাঁর উপর আমাদের দাবিই আছে।"

গার্থ এ কথা শুনে বলল, "যাঁরা আমার মনিবের আতিথ্য গ্রহণকে অনুগ্রহ মনে না করে, দাবি বলে মনে করেন, তাঁদের আমি কোন ব্যাপারে সাহায্য করা সঙ্গত মনে করি না।"

"বেয়াদব! তোর এত বড় কথা!" এই বলে যোদ্ধাটি তাঁর চাবুক উঁচিয়ে গার্থের দিকে এগিয়ে গেলেন।

মঠাধ্যক্ষ আমির তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "ভাই ব্রায়েন্! ভুলে যাবেন না, এটা প্যালেস্টাইন নয়। সেখানকার কাফেরদের মত এখানে এদের উপর এমন চোখ রাঙানো চলবে না।"

তারপর ওয়াম্বার হাতে একটি টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই স্যাক্সন সেড্রিকের বাড়ির পথ জানো। আর যারা সে ঠিকানা জানতে চায়, তাদের তা' জানানোও তোমার কর্তব্য।"

"ফাদার! সত্যি কথা বলতে কি, আপনার সঙ্গীটি এবং তাঁর মেজাজ দেখে আমার মাথা এমন ঘুরে গেছে যে, আজ রাতে আমিই পথ চিনে আমার মনিবের বাড়ি ফিরে যেতে পারব কিনা, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। আপনাকে আর কি হদিস দেব ?"

"কি যা' তা' বলছ ? ইচ্ছে করলেই পথটা দেখিয়ে দিতে পার।"

"আপনারা তবে এই পথ ধরেই যান। কিছু দূর গিয়ে দেখবেন

একটা ক্রুশ পোঁতা আছে। চারটা পথ সেখানে এসে মিশেছে। আপনারা বাঁ দিকের পথটা ধরে যাবেন। তাহলে আপনারা আপনাদের অভীষ্ট স্থানে পৌঁছতে পারবেন।"

"ধন্যবাদ। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।" এই বলে মঠাধ্যক্ষ আমির তাঁর সঙ্গী ও অনুচর নিয়ে সেদিকে ঘোড়া ছুটালেন।

গার্থ তখন হাসতে হাসতে ওয়াম্বাকে বলল, "এঁরা যদি তোমার কথামত যান, তবে আজ সারা রাতেও রদারউড পৌঁছতে পারবেন না।"

"তা না পারুন, তবে, শেফিল্ড পৌঁছতে পারবেন। সেটাই হবে তাঁদের যোগ্য স্থান।"

যেতে যেতে যোদ্ধাটি আমিরকে বললেন, "এই বেয়াদবগুলির বেয়াদবি শায়েস্তা করতে আপনি বাধা দিলেন কেন?"

আমির বললেন, "টেম্পলার ব্রায়েন! তাতে কি আপনি সেড্রিকের বাড়ির ঠিকানা পেতেন? লাভের মধ্যে শুধু একটা ঝগড়ার সৃষ্টি হত। আপনাকে আগেই বলেছি, রদারউডের জমিদার সেড্রিক ভয়ঙ্কর দাম্ভিক, দুর্ধর্ষ, ঈর্ষাকাতর এবং সহজেই রেগে যান। তাঁর প্রতিবেশী জমিদার বেজিলগু ফ্রন্ট দ্য বুঁদ্ বা ফিলিপ ম্যাল্ভসিনের মত প্রতাপশালী লোকদের সাথে পর্যন্ত বিরোধ বাঁধাতেও তিনি ভয় পান না।"

এখানে বলা দরকার, প্যালেস্টাইনের ধর্মযুদ্ধে যে সব নাইট্ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের বলা হয় টেম্পলার। আর যাঁরা সেখানে যাওয়ার স্মৃতি হিসাবে তাঁদের লাঠির আগায় তালপাতা বেঁধে চলেন, তাঁদের বলা হয় পামার। আর যাঁরা হাসপাতালে আহত যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা করতেন, তাঁদের বলা হয় হস্পিটেলার।

টেম্পলার বললেন, "আপনি সেড্রিকের মেজাজের যে বর্ণনা দিলেন, তাতে তাঁর মন পেতে হলে আমাকে অনেক কিছু সইতে হবে

দেখছি। তবে তাঁর মেয়ে রোয়েনার অপূর্ব তনুশ্রী দেখবার আশায় আমি কোন কষ্টকেই কষ্ট বলে মনে করব না।”

“রোয়েনা সেড্রিকের মেয়ে নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয় মাত্র। আরও উচ্চ বংশে তার জন্ম। তবে সেড্রিক তাকে আপন মেয়ের মতই ভালোবাসেন। আর তার রূপ! সে আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

“আমাদের বাজীর কথা মনে আছে ত?”

“মনে আছে বই কি! আমি যেমনটি বলেছি, রোয়েনা যদি তেমন সুন্দরী না হয়, তবে আমার গলার এই সোনার কলারটি আপনি পাবেন। আর আমার কথা যদি ঠিক হয়, তবে আপনাকে দিতে হবে দশ পিপে ভালো ফরাসী মদ।”

“রোয়েনার সৌন্দর্যের বিচার ত আমিই করব। কাজেই আপনাকে আপনার কলারটি হারাতে হবে।”

“সে যখন হবে, তখন দেখা যাবে। তার আগে আপনি আপনার জিভটি একটু সংযত করুন ত। সেড্রিক মেজাজী লোক। যখন তখনই তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। একবার মেজাজ বিগড়ালে তিনি আমার আপনার কারও খাতিরই রাখবেন না। রাত দুপুরেও তখন আমাদের তাঁর বাড়ি থেকে বের করে দিতে পারেন।”

“আপনার উপদেশ মত একটা রাত আমি নম্র হয়েই থাকব। তবে বাড়ি থেকে বের করে দেবার কথা যা বলছেন, সেটা বড় সহজে হবে না, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।”

“যাক গে, এখন সে আলোচনা নিরর্থক। এই যে, সেই ক্রশ। এবার ত বাঁ' দিকে যেতে হয়।”

“বাঁ' দিকে নয়, ডান দিকে।”

এই নিয়ে দুই জনের মধ্যে তুমুল তর্ক সুরু হয়ে গেল।

এই ফাঁকে ব্রায়েনের নজরে পড়ল, ক্রশটার পাশে যেন একটা লোক ঘুমিয়ে আছে, নয়ত মরে পড়ে আছে। তিনি তাঁর বর্শা-বাহী

অনুচরকে আদেশ করলেন, "হুগো, এই ব্যাটাকে বর্শার ডগা দিয়ে একটা খোঁচা মারো ত!"

খোঁচা খেয়ে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ কোন্ দিশী ভদ্রতা! আমি শুয়ে শুয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় এই উপদ্রব কেন?"

"কিছু মনে করো না। আমরা শুধু জানতে চাইছি, রদারউডের জমিদার সেড্রিকের বাড়ি কোন্ পথে যেতে হবে।"—আমির বললেন।

"আমিও ত সেখানেই যাব। আমাকে একটা ঘোড়া দিলে আমি আপনাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

"বেশ, তোমার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করছি।"

লোকটি তখন ঘোড়ায় চেপে তাঁদের পথ দেখিয়ে চলল। ওয়াম্বা যে পথের কথা বলেছিল, সে তার উল্টো দিকে যেতে সুরু করল। ক্রমে ক্রমে তাঁরা অরণ্য পথে প্রবেশ করলেন, দু' তিনটি ছোট ছোট নালা পার হলেন। তারপর গিয়ে বড় রাস্তায় পড়লেন। সেখানে একটা বড় বাড়ি দেখিয়ে লোকটি বলল, "এই হচ্ছে সেড্রিকের বাড়ি।"

আমির তখন তার পরিচয় জানতে চাইলেন। লোকটি বলল, "আমি একজন পামার। সবে মাত্র পুণ্যভূমি প্যালেস্টাইন থেকে ফিরেছি।"

"যুদ্ধ জেতা না পর্যন্ত সেখানে থাকলে ভাল হ'ত না কি?"

টেম্পলার তাকে বলল।

"নাইট্ মশাই, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, যাঁরা ভগবানের নামে শপথ নিয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাই যখন যুদ্ধক্ষেত্র হতে এত দূরে চলে এসেছেন, তখন আমার মত একজন নিরীহ ব্যক্তির সেখানে থাকলেই বা কি লাভ হত?"

তার এই বক্রোক্তি শুনে টেম্পলারের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ধর্মযাজকই তাঁকে শান্ত করলেন। লোকটিকে বললেন, "তুমি ত এখানকার পথঘাট বেশ ভালো করেই চেনো, দেখছি।"

"আমি যে এখানকারই লোক।"

কথা বলতে বলতে তাঁরা একেবারে সেড্রিকের বাড়ির দোরে এসে দাঁড়ালেন। বাড়িটি তেমন বড় নয়, তবে অনেকটা জায়গা জুড়ে। ভেতরে গোটা কয়েক চত্বর। চারদিক ঘিরে জল ভরতি গভীর পরিখা। পশ্চিম দিকে সদর দরজা। সদর দরজা খুলে পরিখা বরাবর সেতু নামিয়ে দিলে তবে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করা যায়।

ইতিমধ্যে প্রবল বেগে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেছে। তাই টেম্পলার জোরে জোরে তাঁর শিঙ্গাটি বাজাতে সুরু করলেন।

দুই

সেড্রিকের খাবার ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া। অনেক লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে। ঘরে দু'খানা খাবার টেবিল। একখানা বেশ বড়। ঘরটির অর্ধেকের বেশী জুড়ে আছে। ওক্ কাঠের সাধারণ টেবিল। তার উপরে কোন ঢাকনা নেই। আর একখানি টেবিল বড়টির চেয়ে উঁচু। দেখতেও ভাল। তার উপর রঙীন ঢাকনি। টেবিলের এক দিকে দুই খানি চেয়ার ও অন্য চেয়ারের চেয়ে একটু উঁচু। এর একটি সেড্রিকের, অন্যটি রোয়েনার জন্য নির্দিষ্ট। বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগত এলে এই টেবিলেই তাঁদের স্থান দেওয়া হয়।

সেড্রিককে দেখলেই মনে হয়, তাঁর স্বভাবের মধ্যে কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই। যা করবার, সোজাসুজিই করেন। তবে রুক্ষ মেজাজের, সহজেই রেগে যান। তাঁর মাঝামাঝি গড়ন, তবে বৃষ-স্কন্ধ, হাত দুখানিও বেশ লম্বা। শরীরেও বেশ শক্তি রাখেন। যুদ্ধ আর শিকার নিয়েই মেতে থাকতে ভালবাসেন। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে। তাঁর পায়ের কাছে তাঁর প্রিয় কুকুর "বল্‌ডার" শুয়ে লেজ নাড়ছে।

সেড্রিক বেশ একটু চিন্তাকুল। রোয়েনা গির্জায় গেছিলেন। ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজেছেন। এইমাত্র বাড়ি ফিরে ভিজা পোষাক ছাড়ছেন। গার্থ এখনও তার শূয়োরের পাল নিয়ে ফেরেনি। সেড্রিকের প্রিয় ভাঁড় ওয়াম্বারও দেখা নেই। সবচেয়ে বড় কথা সেড্রিকের বেশ ক্ষিধে পেয়েছে, খাবারও সময় হয়েছে। অথচ রোয়েনা না আসা পর্যন্ত খেতে বসতেও পারছেন না। তাই তাঁর মুখে চোখে মাঝে মাঝে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠছে।

মাঝে মাঝে তিনি আপন মনেই বলছেন, "রোয়েনা গির্জায় যাবার আর দিন পেল না! হতভাগা গার্থ না জানি কি দুঃসংবাদ নিয়ে আসে! ওয়াম্বারই বা এত দেরী কেন?"

এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, তাঁর বাড়ির সদর দরজায় কে যেন শিঙ্গা ফুঁকছে।

তিনি একজন ভৃত্যকে আদেশ করলেন, "যাও, দেখে এসো ত' কারা এসেছে।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, জোরভলক্স মঠের অধ্যক্ষ আমির, নাইট্ টেম্পলার ব্রায়েন্ কয়েকজন সহচর নিয়ে দোরগোড়ায় উপস্থিত। পরশু দিন অ্যাল্‌বিতে যে অস্ত্র-চালনা-নৈপুণ্যের প্রতিযোগিতা হবে, যাকে বলা হয় টুর্নামেন্ট, তাঁরা সেই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন। তাই আজ রাতের মত এখানে আশ্রয় চান।

"ফাদার আমির! টেম্পলার ব্রায়েন্!—দু' জনেই নরম্যান্! যাক্, নরম্যান্ই হোক্ আর স্যাক্সন্ই হোক্, অতিথির জন্য রদারউডের দোর সব সময়ই খোলা থাকবে। তাঁরা এখানে থাকতে চান, ভাল কথা। আরও ভাল হত, যদি তাঁরা আরও এগিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও আশ্রয় ভিক্ষা করতেন। যা হোক্, একটা রাতের ব্যাপার! এই নিয়ে খুঁতখুঁত না করাই ভাল।" মনে মনে এই ভেবে সেড্রিক তাঁর একজন কর্মচারীকে আদেশ করলেন, "যাও, তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসো। তাঁদের বলো, আমি নিজেই যেতাম। কিন্তু আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, যার জন্য স্যাক্সন ছাড়া অন্য কাউকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি আমার এই চেয়ার থেকে তিন পায়ের বেশী যেতে পারি না। তাঁরা যেন কিছু মনে না করেন।"

তারপর একজন পরিচারিকাকে বললেন, "রোয়েনাকে বলে এসো, তার আর আজ এখানে টেবিলে বসবার দরকার নেই।

তবে সে যদি নিজের ইচ্ছায় আসতে চায় সে আলাদা কথা।" পরিচারিকাটি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "তিনি এখানে আসার জন্যই তৈরি হচ্ছেন। প্যালেস্টাইনের শেষ খবর শুনবার জন্য তিনি খুব উৎসুক হয়ে আছেন।"

"তোমাকে অত কথা বলতে হবে না। আমি যা বললাম, তুমি গিয়ে রোয়েনাকে তাই বলো। তারপর সে কি করবে, সে বুঝবে।"

পরিচারিকা চলে গেল।

সেড্রিক তখন আপন মনে বলতে লাগলেন, "প্যালেস্টাইন্! প্যালেস্টাইনের খবর! সে খবর শুনবার জন্য কত লোক উৎসুক হয়ে থাকে! আমারও কি ঔৎসুক্য হয় না! না, না, এ কি ভাবছি! যে ছেলে আমার কথার অবাধ্য, সে আর আমার ছেলে নয়! তার খবর জানবার জন্য আমার কি দায় পড়েছে! ধর্মযুদ্ধে আর হাজার হাজার যোদ্ধার যা হবে, তারও তাই হবে!"

মাঝে মাঝে তাঁর কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবলেন! এমন সময় তাঁর কর্মচারীর সাথে অতিথিরা সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

সেড্রিক তাঁর আসন থেকে উঠে তিন পা নীচে নেমে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার যে কেন আর এগিয়ে গিয়ে আপনাদের মত মান্য অতিথিকেও অভ্যর্থনা করার উপায় নেই, তা আমার কর্মচারীর মুখেই শুনে থাকবেন। কাজেই আমায় ক্ষমা করে, আপনারা দয়া করে বসুন।" তাঁর নির্দেশে অতিথি দুইজন তাঁর কাছেই একটু নীচু দুইটি চেয়ারে আসন গ্রহণ করলেন। তিনি তখন টেবিলে খাবার পরিবেশন করার আদেশ দিলেন।

খাওয়া সুরু হবে, এমন সময় হঠাৎ একজন কর্মচারী বলল, "একটু সবুর করুন। লেডি রোয়েনা আসছেন।"

এই কথা শুনে সেড্রিক প্রথমে অবাক হলেন। তারপর

তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এসে তাঁর ডান পাশের চেয়ারে বসালেন। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে রোয়েনাকে সম্মান দেখালেন।

ব্রায়েন চুপি চুপি আমিরকে বললেন, "টুর্নামেন্টে আপনার গলায় সোনার কলার পরার ভাগ্য আমার হবে না দেখছি। বাজী আপনিই জিতবেন।"

"কেমন, সে কথা আমি বলিনি! যাক্, আপনি আপনার উচ্ছ্বাস একটু সংযত করুন। সেড্রিক আপনার দিকেই চেয়ে আছেন।"

ব্রায়েন আমিরের কথায় কানই দিলেন না। তিনি একদৃষ্টে রোয়েনার দিকেই চেয়ে রইলেন।

রোয়েনা তাই দেখে, আস্তে আস্তে তাঁর মুখ ওড়না দিয়ে ঢেকে দিলেন। ব্যাপারটা সেড্রিকেরও নজরে পড়ল। তাই তিনি ব্রায়েনকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই স্যাক্সন্ তরুণী সূর্যের আলোও সইতে পারেন না। কাজেই একজন যোদ্ধার অপলক দৃষ্টির আঘাত সহ্য করা তাঁর পক্ষে সুকঠিন।"

সেড্রিকের এই মৃদু তিরস্কারে টেম্পলার ব্রায়েন লজ্জিত হলেন। বললেন, "আমি আপনার এবং লেডি রোয়েনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আমার দিক থেকে আর এমন বেয়াদবি হবে না।"

মঠাধ্যক্ষ আমির বললেন, "লেডি রোয়েনা আমার বন্ধুর বেয়াদবির উচিত শাস্তিই দিয়াছেন। আমি আশা করব, আগামী টুর্নামেন্টে প্রতিযোগী নাইট্দের প্রতি তিনি এমন নিষ্ঠুর হবেন না।"

উত্তরে সেড্রিক বললেন, "আমরা টুর্নামেন্টে যাব কিনা ঠিক নেই। এসব আমার ভালোও লাগে না। ইংলণ্ড যখন স্বাধীন ছিল, আমাদের সেই পূর্ব পুরুষদের আমলে এ সব ভড়ং ছিলই না।"

"আমরা তবু আশা করব, আপনারা যাবেন। অবশ্য পথঘাটে বিপদ আপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু আমরা, বিশেষ ভাবে স্যর ব্রায়েন সঙ্গে থাকলে ভয়ের কোন আশঙ্কাই থাকবে না।"

সেড্রিক সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, "এ এলাকায় চলাফেরা করতে আমার বাহুবল এবং নিজের লোকজনই যথেষ্ট। বাইরের কারও সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই। তবুও আপনার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ। ফাদার আমির! এবার আমি আপনার স্বাস্থ্য পান করি।"

"আমি পান করি লেডি রোয়েনার। এখানে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর আমি আর কাউকে দেখছি নে।" টেম্পলার ব্রায়েন গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে বললেন।

রোয়েনা খুব মোলায়েম সুরে বললেন, "আপনার এই সৌজন্যের বিনিময়ে আপনাকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই নিষ্কৃতি দেব না। আপনার কাছে আমরা প্যালেস্টাইনের সর্বশেষ সংবাদ শুনতে চাই।"

"বলবার মত সংবাদ বিশেষ কিছুই নেই। শুধু মিশরের সুলতানের সঙ্গে নূতন সন্ধি হয়েছে।"

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ওয়াম্বা হঠাৎ বলে উঠল, "এই বিধর্মীদের সঙ্গে সন্ধির ফলে আর কিছু না হোক্, আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে।"

সেড্রিক তার কথায় বিরক্ত না হয়ে স্মিতহাস্যে বললেন, "তার মানে?"

"মানে খুবই সোজা। এর আগে তিন বার সন্ধি হতে দেখেছি। এক একবার পঞ্চাশ বছরের জন্যে। সেই হিসাবে আমার বয়স অন্ততঃ দেড়শো বছর হওয়ার কথা।"

টেম্পলার ওয়াম্বাকে দেখে চিনতে পারলেন। তাই বললেন, "তুমি যাতে অতদিন বেঁচে না থাকো, সে ব্যবস্থা আমি করব। তবে কোন পথিক যদি তোমার কাছে কোন পথের নির্দেশ চায়, তবে আমাকে আর ফাদার আমিরকে যেমন ভুল নির্দেশ দিয়েছিলে, তা' আর করো না।"

সেড্রিক এ কথা শুনে গর্জে উঠলেন, "হতভাগা! পথিকদের

তুমি ভুল ঠিকানা দিচ্ছ? তোমাকে চাবুক মারা দরকার। তুমি শুধু বদমাস নও, এক নম্বর বোকা!"

"আমি যে বোকা, সে ত সবাই জানে। পথ দেখাতে গিয়ে আমি শুধু ডান বাঁয়ের ভুল করেছি। ডাইনে যেতে না বলে বাঁয়ে যেতে বলেছি সে কি এতই মারাত্মক? আমার মত বোকার কাছে পথের নিশানা চাওয়া কি তার চেয়েও মারাত্মক নয়?"

তার কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

এমন সময় দ্বারী এসে খবর দিল একজন অজ্ঞাত পরিচয় লোক আজ রাতের মত আশ্রয় ও আতিথ্য প্রার্থনা করছে।

"যেই হোক্ তাকে আসতে দাও। আর সব ব্যবস্থা কর।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বারী আগন্তুকের খবর নিয়ে এসে সেড্রিককে ফিসফিস করে বলল, "আগন্তুক একজন ইহুদী। তার নাম আইজাক। ইয়র্ক শহরের বাসিন্দা। তাকে কি আমিই এনে বসাব?"

সেড্রিক উত্তর দিবার আগেই ওয়াম্বা নির্লজ্জের মত বলল, "গার্থের উপর এ কাজের ভার দাও। একজন ইহুদীকে অভ্যর্থনা করার পক্ষে একজন শূয়োর-চরানো রাখালই যথেষ্ট।"

অধ্যক্ষ আমির বললেন, "একজন অবিশ্বাসী ইহুদীকেও এখানে স্থান দেওয়া হবে! হায় মা মেরী!"

"একজন ইহুদী-কুত্তাকে প্রভু যীশুর সমাধি-স্থান উদ্ধার-রত যোদ্ধার সামনে আসতে দেওয়া!"—টেম্পলার ব্রায়েন বললেন।

ওয়াম্বা ব্যঙ্গের সুরে বলল, "দেখা যাচ্ছে নাইট টেম্পলাররা ইহুদীদের গায়ের বাতাসও সইতে পারেন না, অথচ তাদের বাসস্থান প্যালেস্টাইন কেড়ে নিতে তাঁদের আপত্তি নেই।"

সেড্রিক তখন বললেন, "আমার মাননীয় অতিথিবৃন্দ! আপনাদের ভালো লাগুক, আর নাই লাগুক; আমার দোর থেকে কাউকেই বিমুখ করা হবে না। আপনাদের ইচ্ছে না হলে আপনারা ওর সাথে কথা বলবেন না, বা এক টেবিলে খাবেন না।"

এই বলে তিনি আইজাকের জন্য পৃথক টেবিলের ব্যবস্থা করতে বললেন।

গার্থ আইজাককে ঘরে নিয়ে এল। আইজাক নতশিরে অভিবাদন করতে করতে ঘরে ঢুকলেন। দেখা গেল, তিনি দীর্ঘ, ক্ষীণদেহ একজন বৃদ্ধ। তাঁর পরনে ঢিলা আলখেল্লা। তার নীচে লাল রঙের জামা। পায়ে প্রকাণ্ড জুতা। কোমরে একটা বেল্ট, তার একদিকে একটা ছুরি ঝুলানো, অন্যদিকে একটা ছোট চামড়ার কেসে লেখার সাজসরঞ্জাম। মাথায় একটা অদ্ভুত ধরনের হলদে রঙের টুপী।

ঘরে কেউ তাঁকে কোন রকম অভ্যর্থনা জানালেন না। এমন কি তাঁর অভিবাদনের উত্তরে সেড্রিক পর্যন্ত সামান্য একটু মাথা নেড়ে তাঁকে নীচের টেবিলের সব শেষের দিকে বসতে বললেন। কিন্তু সেখানে তাঁকে বসবার জন্য কেউ জায়গা ছেড়ে দিল না।

কোথাও বসবার জায়গা না পেয়ে আইজাক এক কোণে দাঁড়িয়েই রইলেন। তখন একজন প্যালেস্টাইন প্রত্যাগত যোদ্ধা তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁকে বললেন, "আমার কাপড় জামা শুকিয়ে গেছে, আমার খাওয়াও হয়ে গেছে। আপনি এই আগুনের ধারে আমার জায়গায় এসে বসুন।" এই বলে আগুনের মধ্যে কয়েকখানা কাঠ গুঁজে দিয়ে তাঁর জন্য টেবিলের ও পাশ থেকে কিছু খাবার এনে দিলেন। আইজাক তাঁকে ধন্যবাদ জানাবারও সুযোগ পেলেন না। কারণ ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর জায়গায় আইজাককে বসিয়ে হলঘরের আর এক প্রান্তে গিয়ে বসেছেন।

খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর সেড্রিক পানপাত্র হাতে তুলে বললেন, "যে সব বীর যোদ্ধা প্যালেস্টাইনে ধর্মযুদ্ধে জীবনপণ করে লড়ছে, তাঁদের স্বাস্থ্য পান করি।"

মঠাধ্যক্ষ আমির বললেন, "শুধু তাঁদের কেন, যে সব নাইট হসপিটেলার সেখানে আহত ও পীড়িত ধর্মযোদ্ধাদের সেবায়

নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের স্বাস্থ্যও পান করা যাক।"
এই বলে তিনি তাঁর পানপাত্র তুলে ধরলেন।

"এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে"—স্যর ব্রায়েনের কথায় বাধা দিয়ে ওয়াম্বা হঠাৎ বলে উঠল, "ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড যদি আমার মত ভাঁড়ের পরামর্শ নিতেন, তবে তাঁকে বলতাম, ইংলণ্ড থেকে তিনি বীর যোদ্ধাদের না পাঠিয়ে, যে সব যোদ্ধাদের বীরত্বের ফলে ধর্মযুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের উপক্রম হচ্ছে, তাঁদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলেই ভাল করতেন।"

লেডি রোয়েনা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। ওয়াম্বার কথা শুনে তিনি বললেন, "টেম্পলার এবং হসপিটেলার ছাড়া ইংলণ্ডের সৈন্য-দের মধ্যে এমন কোন বীর নেই, এঁদের সাথে যাঁদের নাম করা যেতে পারে?"

স্যর ব্রায়েন উত্তরে বললেন, "ইংলণ্ডের রাজা একদল বীর যোদ্ধা প্যালেস্টাইনে পাঠিয়েছিলেন। তবে বীরত্বে তাঁদের স্থান টেম্পলার-দের নীচে।"

"মিথ্যে কথা! তাঁদের স্থান সবার আগে। তাঁরাই সব চেয়ে বেশী বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন।" যে যোদ্ধাটি আইজাককে তাঁর স্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন, তিনিই স্যর ব্রায়েনের কথার প্রতিবাদ করলেন।

সবাই তাঁর এই প্রতিবাদ শুনে তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি আবার দৃঢ়কণ্ঠে সুস্পষ্ট স্বরে বলতে লাগলেন, "ধর্মযুদ্ধে যাঁরাই যোগ-দান করেছেন, তাঁদের কারো চাইতেই ইংরেজ সৈন্য কম বীরত্ব দেখায়নি। এবারের অবরোধ চূর্ণ করে ধর্মযোদ্ধারা যখন তা দখল করল, তারপর রাজা রিচার্ড যে টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা করেছিলেন, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে রাজা রিচার্ড এবং তাঁর পাঁচজন নাইট যে অস্ত্র-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তার তুলনা হয় না। যাঁরাই তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন, তাঁদের সবাইকে পরাজয়

বরণ করে নিতে হয়েছিল। পরাজিতের মধ্যে সাত জন টেম্পলারও ছিলেন। আমি যা বলছি, তা যে বর্ণে বর্ণে সত্য টেম্পলার ব্রায়েনও তা জানেন।”

তাঁর এই কথা শুনে স্যর ব্রায়েনের মুখ চোখ রাগে লাল হয়ে উঠল। তিনি রাগের চোটে তাঁর তরবারি কোষ-উন্মুক্ত করতে গিয়েও থেমে গেলেন। কারণ এখানে এই হঠকারিতায় সুফলের চেয়ে কুফলই হবে।

স্বদেশবাসীর এই বীরত্ব কাহিনী শুনে সেড্রিক খুব খুশী হয়ে সেই যোদ্ধাটিকে বললেন, “ইংলণ্ডের পক্ষ থেকে যাঁরা এই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তুমি যদি তাদের নাম বলতে পার, তবে তোমাকে আমি আমার এই সোনার বাজুবন্ধটি পুরস্কার দেব।”

যোদ্ধাটি উত্তর দিলেন, “কোন পুরস্কারের আশা না করেই আমি তাঁদের নাম বলব। আমি একটি শপথ নিয়েছি, তাতে বর্তমানে আমার সোনা স্পর্শ করা নিষেধ।”

ওয়াম্বা হাসতে হাসতে বলল, “আপনি যদি অনুমতি দেন, তবে আপনার হয়ে আমিই না হয় বাজুবন্ধটি পরব।”

যোদ্ধাটি তখন বললেন, “ইংলণ্ডের বীরদের মধ্যে প্রথমেই অবশ্য রাজা রিচার্ডের নাম করতে হয়। দ্বিতীয় হচ্ছেন, লিসেস্টারের আর্ল। তৃতীয় হচ্ছেন, স্যর টমাস মুলটন।

তাঁর নাম শুনে সেড্রিক বললেন, “তিনি একজন স্যাক্সন!”

“চতুর্থ হচ্ছেন, স্যর ফক ডয়লি।”

“তিনিও একজন স্যাক্সন।” সেড্রিক বললেন।

“পঞ্চম হচ্ছেন, স্যর এডুইন টার্নিহাম।”

“তিনিও একজন খাঁটী স্যাক্সন। ষষ্ঠ জন কে?”

উত্তর দিতে গিয়ে যোদ্ধাটি একটু ইতস্ততঃ করলেন। বললেন, তিনি একজন তরুণ নাইট্। তাঁর তেমন নাম যশ নেই। তাঁর নামটা আমার মনে পড়ছে না।”

এবার স্যর ব্রায়েন মুখ খুললেন। বললেন, "গড়গড় করে সবগুলি নাম বলবার পর, এখন স্মৃতিভ্রংশের দোহাই দেওয়ার কোন মানে হয় না। আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য আমিই সেই নাইটটির নাম বলছি। তাঁর নাম আইভ্যানহো। আমার ভাগ্য খারাপ ছিল, তাই আমার বর্শাটি ভেঙে যাওয়ায় এবং আমার ঘোড়াটি পড়ে যাওয়ায়, আমাকে তাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তিনি যদি এখন ইংলণ্ডে উপস্থিত থাকেন এবং পরশু দিনের টুর্নামেন্টে যোগদান করেন, তবে আমি সেদিনের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেব। তাঁকে আমি এই প্রতিযোগিতায় আহ্বান করছি।"

"আইভ্যানহো যদি প্যালেস্টাইন থেকে ফিরে থাকেন, তবে তিনি যাতে আপনার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তার জন্য আমি জামিন থাকছি।"—যোদ্ধাটি বললেন।

"আপনি যে জামিন থাকছেন, তার জন্য কি নিদর্শন রাখবেন?" —নাইট্ টেম্পলার জিজ্ঞাসা করলেন।

"হাতীর দাঁতের ছোট্ট এই পবিত্র বাক্সটি। প্রভু যীশুকে যে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল, এই বাক্সে তারই একটু টুকরা আছে!"—যোদ্ধাটি তাঁর বুকের ভিতর থেকে বাক্সটি বের করে বললেন।

মঠাধ্যক্ষ আমির তাঁর এই কথা শুনে বুকের উপর তাঁর হাত দুটি ক্রুশের মত করে রেখে প্রার্থনা শুরু করলেন। ইহুদী আইজাক, মুসলমান এবং টেম্পলার ব্রায়েন ছাড়া উপস্থিত সকলেই তাতে যোগদান করলেন। ব্রায়েন তার গলা থেকে একটি সোনার হার খুলে টেবিলের উপর ছুড়ে দিয়ে বললেন, "আমার চ্যালেঞ্জের নিদর্শন-স্বরূপ আমার এই সোনার হার এবং এই অজ্ঞাতনামা যোদ্ধার জামিন স্বরূপ তাঁর হাতির দাঁতের বাক্সটি মঠাধ্যক্ষ আমিরের কাছে জমা থাক। আইভ্যানহো যদি ইংলণ্ডে ফিরে এসে আমার এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করেন, তবে আমি তাঁকে সর্বত্র কাপুরুষ বলে ঘোষণা করব।"

"তার হয়ত দরকার হবে না। এই ভগদ্ভক্ত যোদ্ধা যে জামিন দিয়েছেন, তার উপর অন্য জামিন দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তবুও বলছি, আইভ্যানহো যাতে স্যর ব্রায়েনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, আমার নাম এবং সম্মান তার জন্য জামিন হিসাবে রাখছি।"—লেডি রোয়েনার এই কথা শুনে সেড্রিক প্রথমে বিস্মিত, পরে বিরক্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি রোয়েনাকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমার এতে কথা বলা ঠিক হয়নি। যদি নূতন কোন জামিন দেওয়ার দরকারই হত, আমিই তা দিতে পারতাম। যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন আর তা ফিরাবার উপায় নেই। কি বলেন ফাদার আমির ?"

"ঠিকই বলেছেন। আইভ্যানহো আর স্যর ব্রায়েনের মধ্যে অস্ত্র-যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই পবিত্র গজদন্তের বাক্সটি এবং এই সোনার হারটি আমার মঠের কোষাগারেই থাকবে।"—ফাদার আমির বললেন।

পানভোজন ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অতিথিরা গৃহ-স্বামীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্রাম-কক্ষের দিকে গেলেন। সেড্রিক রোয়েনা এবং বাড়ির অন্যান্য সকলেও যার যার ঘরে ঘুমোতে গেলেন।

তিন

একজন পরিচারকের সাথে পামার তাঁর শয়নকক্ষের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় রোয়েনার একজন পরিচারিকা এসে জানাল, রোয়েনা একবার তাঁর সাথে কথা বলতে চান।

পামার পরিচারিকার সাথে রোয়েনার ঘরে গিয়ে নতজানু হয়ে তাঁকে অভিবাদন করলেন।

তাই দেখে রোয়েনা বললেন, "উঠে বসুন। আপনার এত দীনতা দেখানো মানায় না।"

পামার আসন গ্রহণ করলে পর রোয়েনা তাঁকে বললেন, "খাবার ঘরে আপনি আইভ্যানহোর কথা বলেছিলেন। আপনার সাথে তাঁর কখন কোথায় শেষ দেখা হয়েছিল?"

পামার উত্তর দিলেন, "নাইট আইভ্যানহোর বিষয়ে আমি খুব সামান্য সংবাদই জানি। আমার বিশ্বাস, শত্রুদের পরাজিত করে তিনি ইংলণ্ডে ফিরবার ব্যবস্থা করছেন। এখানে ফিরে এলে তাঁর কতখানি আনন্দ হবে, তা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।"

"ভগবান করুন, তিনি যেন নিরাপদে এখানে এসে যান এবং আগামী টুর্নামেন্টে যোগদান করতে পারেন। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যখন তাঁর শেষ সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর চেহারা কেমন দেখেছিলেন?"

"তাঁর রংটা একটু ময়লা হয়ে গেছে। একটু রোগাও হয়ে গেছেন। তা ছাড়া মনে হল, তাঁর মনে যেন কি একটা দুশ্চিন্তা আছে।"

"এখানে এলেও তাঁর সেই দুশ্চিন্তা দূর হবে কিনা ভগবানই জানেন। তিনি আমার বাল্য-সঙ্গী। তাঁর সম্পর্কে আপনি আমাকে যেটুকু সংবাদ দিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ। আপনি অনেক

কষ্ট সহ্য করে পুণ্যভূমি দর্শন করে এসেছেন। আমার এ সামান্যই উপহারটুকু গ্রহণ করলে খুশী হব।" এই বলে তিনি তাঁর হাতে একটি স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিলেন।

পরিচারিকা তখন তাঁকে বাইরে নিয়ে এল।

তাঁকে শোবার জন্য যে ঘর দেওয়া হল, তার এক পাশে আইজাকের শোবার ঘর, আর এক পাশে গার্থের শোবার ঘর।

পামার তাঁর কাপড়-চোপড় না খুলেই শুয়ে পড়লেন। তাঁর ঘুম হল কিনা সন্দেহ। তবে তিনি চোখ বুজে পড়ে রইলেন। তারপর ভোর হতে না হতেই তিনি শয্যা ছেড়ে উঠে তার বিস্রস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ঠিক করে উপাসনায় বসলেন।

উপাসনা শেষ করে তিনি আইজাকের ঘরে গিয়ে তাঁকে ঘুম থেকে জাগালেন। আইজাক তাঁকে দেখে ভয় পেতেই তিনি বললেন, "আমাকে ভয় করবেন না। আমি আপনার একজন বন্ধু।"

আইজাক সে কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন কিনা বলা শক্ত। মুখে বললেন, "এই সময়ে আপনি এখানে! কি ব্যাপার?"

"আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে, যদি আপনি এখনই এই স্থান ত্যাগ না করেন, তাহলে পথে আপনার বিপদ ঘটতে পারে।"

"আমার মত একজন হতভাগ্যকে বিপদে ফেলে কার কি লাভ হবে?"

"সে আপনিই ভাল জানেন। আপনাকে শুধু এইটুকু বলতে পারি, টেম্পলার যখন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর অনুচরদের আদেশ দেন, তারা যেন আপনার গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে; এবং পথে সুবিধাজনক নির্জন জায়গা পেলেই তারা যেন আপনাকে আক্রমণ করে সব কেড়ে নেয়।"

এই খবর শুনে আইজাক একবারে ভেঙে পড়লেন। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি পামারের পায় লুটিয়ে পড়লেন।

পামার তাঁকে সাহস দিয়ে বললেন, "আমার উপদেশ শুনুন।

বাড়ির লোকজন জেগে উঠবার আগেই এ স্থান ত্যাগ করুন। যাতে আপনি এখান থেকে নিরাপদে বেরুতে পারেন, আমি তার ব্যবস্থা করছি। আমি এখানকার পথঘাট সবই চিনি। বনপথে আমি আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত দিয়ে আসব।"

পামারের কথা শুনে আইজাক প্রথমে অনেকটা ভরসা পেলেন। তার পরই তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিল। পামার তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছেন না ত?

তিনি তাঁকে বললেন, "ইহুদী খ্রীষ্টান সবই একই ভগবানের সৃষ্টি। আপনি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না ত? আমি কপর্দকশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তি। আমার সাথে তঞ্চকতা করে কি লাভ হবে?"

পামার একটু হেসে বললেন, "আপনি নিঃস্ব না হয়ে কোটীপতি হলেই আমার কি? দীন জীবনযাপনের সংকল্প নিয়েই আমি এই পোশাক পরিধান করেছি। শত ঐশ্বর্যের প্রলোভনও আমার কাছে তুচ্ছ। শুধু একটা ভাল ঘোড়া এবং যুদ্ধের পোশাক পেলে কি করব বলতে পারি না। আপনার যদি যেতে ইচ্ছা না হয়, তা হলে এখানেই থাকুন। বিপদে পড়লে সেড্রিকই আপনাকে রক্ষা করবেন।"

"হায় কপাল! তিনি কি আর আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে দেবেন? ইজরাইলবাসী ইহুদীর সঙ্গ স্যাক্সন নর্মান সকলের কাছেই সমান পরিত্যাজ্য। আর একা গেলে পথেই দস্যুরা আমায় শেষ করে দেবে। কাজেই আপনার কথা পালন করা ছাড়া আর পথ নেই। আমি এক্ষুনি তৈরি হচ্ছি।"

"তবে আমার সাথে আসুন। এখান থেকে আগে বেরুবার ব্যবস্থা করা যাক।" এই বলে তিনি গার্থের ঘরে গিয়ে তাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "চটপট পেছনের দোর খুলে দাও দিকি! আমি আর এই ইহুদী এক্ষুনি বাইরে যাব।"

অসময়ে ঘুম ভাঙ্গায় গার্থ একটু অসন্তুষ্ট হল। বিছানায় শুয়ে

শুয়েই বলল, "পামার আর ইহুদী এক সাথে যাচ্ছেন! আশ্চর্য! তা হোক, আপনারা অপেক্ষা করুন। সদর দরজা খোলা হলে যাবেন।"

"তুমি আমার এই সামান্য অনুরোধ রাখবে না?" এই বলে তিনি তার কানে কানে কি বললেন। আশ্চর্য ব্যাপার! গার্থ অমনি তড়াক করে উঠে দোর খুলতে চলল।

বাইরে গিয়ে ইহুদী বললেন, "আমার ঘোড়া কোথায়?"

পামার গার্থকে বললেন, "এঁর ঘোড়াটা এনে দাও। আর আমার জন্যও একটা ঘোড়া এনো। আমি খানিক দূর এঁকে এগিয়ে দিয়ে আসব। তারপর যথাসময়ে তোমার ঘোড়া ফেরত দেবার ব্যবস্থা করব।" এই বলে তিনি আবার গার্থের কানে কানে কি বললেন।

গার্থ তৎক্ষণাৎ ঘোড়া আনতে ছুটল।

ওয়াম্বাও তাঁদের সাথে সাথেই আসছিল। সে হাসতে হাসতে বলল, "আপনারা প্যালেস্টাইনে গিয়ে কি শেখেন, আমার জানবার বড় আগ্রহ হয়।"

"বোকারাম! তাও জান না? সেখানে গিয়ে আমরা উপাসনা করি, আমাদের পাপের জন্য অনুশোচনা করি, উপোস করি, সারা রাত জেগে ভগবানের নাম করি।"

"এর চেয়েও বেশী কিছু নিশ্চয়ই শিখে আসেন। নইলে শুধু প্রার্থনা, উপবাস আর অনুতাপের বাণী শুনে গার্থ এমন হন্তদন্ত হয়ে ঘোড়ার খোঁজে ছুটত না।"

এমন সময় গার্থ দুই হাতে দুটি ঘোড়ার লাগাম ধরে এদিকেই আসছে দেখা গেল।

আইজাক আর মুহূর্তও বিলম্ব না করে তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বসলেন এবং একটা নীল কাপড়ের থলে জিনের সাথে বেঁধে তাঁর আলখাল্লাটা এমন ভাবে তার উপর রাখলেন, যাতে বাইরে থেকে ওটা দেখা না যায়।

পামার জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার ওই থলেতে কি আছে?"

"তেমন মূল্যবান কিছু নয়। দু এক খানা কাপড় জামা মাত্র।"

পামারও তাঁর ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। দেখা গেল এ বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। তার পর দুজনেই জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

অনেকদূর পর্যন্ত বন্যপথ অতিক্রম করার পর পামার বললেন, "আমরা ফিলিপ ম্যালভইসিন ও রেজিনল্ড ফ্রন্ট-দ্য-বুফ দু'জনের এলাকাই পার হয়ে এসেছি। আর আপনার ভয় নেই।"

আইজাক তবুও নির্ভয় হতে পারলেন না। তিনি করুণ স্বরে বললেন, "আমাকে এখনই ছেড়ে যাবেন না। সেই টেম্পলার আর তাঁর অনুচর এখানে পর্যন্ত আমায় ধাওয়া করতে পারে।"

"আর আপনার আমার এক সাথে চলা উচিত হবে না। কারণ আপনার ও আমার ধর্মবিশ্বাস, জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক্। তাছাড়া টেম্পলারের সশস্ত্র অনুচররা যদি আপনাকে আক্রমণও করে, তবে নিরস্ত্র আমি আপনাকে কি করে রক্ষা করব?"

"আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে রক্ষা করতে পারেন, করবেনও। আমি এজন্য আপনাকে যথাযোগ্য পুরস্কার দেব। তবে টাকা দিয়ে নয়। কারণ ভগবান জানেন, আমার টাকা নেই।"

"আমি আপনাকে আগেই বলেছি, টাকা বা পুরস্কারের উপর আমার বিন্দুমাত্রও লোভ নেই। আপনাকে আমি এমনিই নিরাপদ পথে নিয়ে যাব, দরকার হলে আপনাকে বিপদ থেকে রক্ষাও করব। কারণ বিপন্ন মানুষ—তিনি ইহুদীই হোন, আর যেই হোন, তাঁকে রক্ষা করা খ্রীষ্টধর্ম-বিরোধী নয়। আমরা শেফিল্ড শহরের কাছাকাছি এসে গেছি। আমি আপনাকে সেখান পর্যন্ত পৌঁছে দেব। সেখানে নিশ্চয়ই আপনার জানাশুনা ইহুদী পরিবার আছে, যেখানে আপনি অনায়াসেই আশ্রয় পাবেন।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। শেফিল্ডে আমার এক জ্ঞাতি

আছে। তার নাম জারেথ। তার কাছ থেকে আমি নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় সাহায্য পাব।"

"তবে শেফিল্ড থেকেই আমি ফিরে যাব। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছব।"

তাঁদের মধ্যে আর কোন কথা হল না। নিঃশব্দে আধ ঘণ্টা চলার পর তাঁরা শেফিল্ডে পৌঁছলেন। তখন পামার বললেন, "এবার আমি যাই।"

"আমি অবশ্য জারেথের বাড়ি পর্যন্ত আপনাকে যেতে বলব না, যদিও সেখানে গেলে তিনি আপনাকে উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করতেন।"

"আমি ত আপনাকে বরাবর বলেছি, পুরস্কারের উপর আমার লোভ নেই। তবে আমাকে যে পুরস্কার আপনি দিতেন, যদি তার বদলে আপনার কোন খ্রীষ্টান দেনদারকে সেই পরিমাণ দেনা রেয়াত দেন, তবেই আমি পুরস্কার পেয়েছি মনে করব।"

"একটু দাঁড়ান। আপনার জন্য আমাকে কিছু করতে দিন। ভগবান জানেন, আমি নেহাতই গরিব। তবু এই মুহূর্তে আপনি মনে প্রাণে যা চাইছেন, আমি হয়ত তার ব্যবস্থা করতে পারি।"

তাঁর কথা শুনে পামার একটু অবাক্ হলেন। বললেন, "যদি আমার প্রয়োজন আপনি যথার্থই অনুমান করে থাকেন, তবে আপনি নিঃস্ব না হয়ে প্রচুর বিত্তবান হলেও তা মেটাতে পারতেন না।"

"বিশ্বাস করুন, আমি সত্যই আজ নিঃস্ব। আমার যা কিছু ছিল সব লুট হয়ে গেছে। আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। আজ আমি ঋণভারে জর্জর। তবুও আপনার প্রয়োজন মিটাতে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনার প্রয়োজন কি বলব?—একটি যুদ্ধের ঘোড়া, কিছু অস্ত্র আর যুদ্ধের পোশাক।"

পামার তাঁর কথা শুনে নূতন করে বিস্মিত হলেন। বললেন,

"আমার চালচলন, আমার পোশাক, আমার বর্তমান ব্রত—এই সব দেখেও আপনার মনে এ বিশ্বাস হল কেন?"

"আপনি যে সব কথা বলেছেন, মাঝে মাঝে তার মধ্যে আগুনের ফুলকির মত চমক ছিল। তাতেই আপনার আসল চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। তা ছাড়া আপনি যখন আজ ভোরে আমার বিছানার কাছে উপুড় হয়ে আমাকে ডাকছিলেন, তখন দেখেছি আপনার এই আলখাল্লার নীচে আছে নাইটদের হার।"

তাঁর কথা শুনে পামার হেসে বললেন, "আপনার আলখাল্লার নীচে উঁকি দিলে কি পাওয়া যাবে বলুন দেখি!"

আইজাক সে কথার উত্তর না দিয়ে তাঁর কোমরের থলি থেকে লেখার সাজসরঞ্জাম বের করে হিব্রু ভাষায় কি লিখলেন। সেটি পামারের হাতে দিয়ে বললেন, "লিসেষ্টার শহরে ধনী ইহুদী কিরজাত জয়রামের নাম সবাই জানে। তাঁকে এই চিঠিটি দেবেন। তাঁর নিকট কয়েকটি ভাল ঘোড়া আছে। তিনি আপনাকে আপনার পছন্দমত একটি ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র দেবেন। যদি আপনি দাম দিয়ে তা কিনে নিতে পারেন ভাল, নইলে টুর্নামেণ্টের শেষে আপনি ওগুলি তাঁকে ফেরত দিয়ে যাবেন। বিদায় নেবার আগে আপনাকে আর একটি কথা বলব। এই টুর্নামেন্ট নিয়ে আপনি বেশী মাতামাতি করবেন না। কারণ এতে আপনার জীবনের আশঙ্কাও আছে। আব্রাহাম আপনার মঙ্গল করুন। টুর্নামেণ্টে আপনি বিজয়ী হোন।"

"আপনার এই শুভেচ্ছার জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন। আপনার এই উপকারও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখব, এবং সময় হলে আপনার এই উপকারের ঋণ পরিশোধ করার চেষ্টা করব।"

এই বলে তাঁরা পরস্পরের নিকট বিদায় নিয়ে দুই বিভিন্ন পথ ধরলেন।

চার

অ্যাসবির টুর্নামেন্টে নামকরা নাইটরা যোগ দেবেন ; তার উপর প্রিন্স জনও এতে উপস্থিত থাকবেন। কাজেই নির্দিষ্ট দিনে দলে দলে নানা শ্রেণীর দর্শক প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল।

জায়গাটির দৃশ্য মনোরম। শহরের এক প্রান্তে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর। একপাশে বড় বড় ওক গাছ। আর একদিকে বনভূমি। এই প্রান্তরের যে জায়গায় প্রতিযোগিতা হবে, তার চারদিকটা বেশ ছুঁচালো কাঠ দিয়ে শক্ত করে ঘেরা। লম্বায় প্রায় সিকি মাইল, চওড়ায় আধ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথ। এ পথ দিয়ে দুজন প্রতিযোগী ঘোড়ায় চড়ে পাশাপাশি যেতে পারে। প্রত্যেক প্রবেশ দ্বারেই দুই জন করে ঘোষক। যে সব প্রতিযোগী ভিতরে ঢুকবেন, তাঁদের নাম ধাম ঘোষণা করাই এদের কাজ। তা ছাড়া আছে অসংখ্য অস্ত্রধারী। কোন গোলমাল হলে তা দমন করাই এদের দায়িত্ব।

দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথের কাছে সারি সারি পাঁচটি তাঁবু। তাদের মাথায় পাটল এবং কালো রঙের পতাকা। এই পাঁচটি পাঁচজন নাইটের তাঁবু। তাঁবুর সামনে নাইটদের নিজ নিজ বর্ম। তার পাশে নাইটদের অনুচর। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিচিত্র। মাঝের তাঁবুটি নাইট টেম্পলার ব্রায়েনের। পাঁচজন নাইটদের মধ্যে তিনিই প্রধান। তাঁর তাঁবুর এক পাশে রেজিনল্ড এবং মেলভই-সিনের তাঁবু; আর এক পাশে গ্র্যাণ্টমেনসিল ও জেরুজালেমের সেণ্ট জন গির্জার নাইট ভাইপণ্টের তাঁবু। যাঁরা এই অস্ত্র প্রতি-যোগিতায় যোগ দেবেন, তাঁদের এই পাঁচজন নাইটের মধ্যে এক একজনকে পছন্দ করে তাঁর সাথেই লড়তে হবে।

উত্তর দিকের প্রবেশপথে একটা জায়গা ঘেরা। তার পাশে থাকার ও খাবার জায়গা। বাইরে থেকে যে সব নাইট এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন, তাঁরা এখানেই বিশ্রাম করবেন। তাঁদের বর্ম ঠিক করা, ঘোড়ার পায়ে নাল লাগান ও অন্যান্য কাজের জন্য লোকজনেরও ব্যবস্থা আছে।

ঘেরা জায়গার চারদিকে অস্থায়ী গ্যালারি। তাতে গালিচা, আসন, গদি ইত্যাদি পাতা। মহিলা ও বিশিষ্ট দর্শকদের জন্যেই এই ব্যবস্থা। অনেক গ্যালারিতে শুধু শতরঞ্জি পাতা। গ্যালারিতে যাদের স্থান পাওয়ার আশা নেই, এমন অনেক দর্শক পাশেই একটা উঁচু টিলার উপর উঠে বসেছে। অনেকে গাছের ডালে, অনেকে কাছের একটা গির্জার অলিন্দে উঠেছে। মোট কথা চারদিকে অগণিত দর্শক অধীর আগ্রহে প্রতিযোগিতা দেখবার জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

প্রতিযোগিতার আসরের পূব দিকে ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু তাঁবু, তার সাজসজ্জা অন্যান্য তাঁবুর চেয়ে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ। উপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ, ভেতরে মূল্যবান সিংহাসন পাতা। তাঁবুর বাইরে রাজকীয় প্রতীক চিহ্ন। এই তাঁবুর যারা প্রহরী তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও ঝলমলে। প্রিন্স জনের জন্য এই তাঁবুটি নির্দিষ্ট। এর ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে আর একটি উঁচু তাঁবু। তার সাজসজ্জা প্রিন্সের তাঁবুর মত এত আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও তার বাহারও কম নয়। কয়েক জন তরুণী পরিচারিকা সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে এই তাঁবুর দ্বার রক্ষা করছে। তাঁবুর উপরে অনেকগুলি ত্রিকোণ পতাকা। তাতে নানা রকমের ছবি—একটাতে তীর-ধনুক আঁকা। তাঁবুর পাশে লেখা—সৌন্দর্য ও প্রেমের রাণী। সকলের মনেই এক প্রশ্ন, এই তাঁবুতে কে বসবেন? আজকার এই প্রতিযোগিতায় কে সৌন্দর্য ও প্রেমের রাণী সেজে বিজয়ী নাইটদের পুরস্কৃত করবেন?

ইতিমধ্যেই বসবার আসন নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি

শুরু হয়ে গিয়েছে। সবাই চায় এগিয়ে বসতে। যাদের উপর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার, তারা অনেক কষ্টে সে সব ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিচ্ছে। কথায় কাজ না হলে কোন কোন ক্ষেত্রে হাতের লাঠিও চালাতে হচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে গ্যালারিগুলি নাইট এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বরে চোখ ঝলসে যায়। মহিলা দর্শকও কম নয়। তাঁদের বেশভূষার আড়ম্বর কম নয়, তবে তা রুচিসম্মত।

নিম্নশ্রেণীর দর্শকরা মাটিতে বসেছে। সামনে বসবার জন্য তাদের মধ্যেই ঝগড়াঝাঁটি, কথা-কাটাকাটি বেশী। এদের মধ্যেই একজন বয়স্ক দর্শক আর একজনকে গালি দিচ্ছে—"বিধর্মী কুকুর! তোমার এত বড় স্পর্ধা যে, তুমি একজন অভিজাত নর্মান ভদ্রলোকের পাশে বসতে চাও?"

যাঁকে ধমকানো হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন, ইহুদী আইজাক। তাঁর পরনে আজ মূল্যবান জমকালো পোশাক। তিনি তাঁর মেয়ে রেবেকাকে সামনের সারিতে বসবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। এই অস্ত্রযুদ্ধ দেখবার জন্য রেবেকাও আজ এখানে এসে বাপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আইজাকের এখন আর সেই ভীতু চেহারা নেই। তিনি জানেন, আইনের চোখে এখানে ইহুদী আর খ্রীষ্টানে কোন ভেদ নেই। তাঁর উপর কোন অবিচার অত্যাচার হলে অনেকেই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। তার চেয়েও বড় কথা, অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে প্রয়োজনের সময় টাকা ধার নেন। তাই তাঁরা নিজের স্বার্থের গরজেই তাঁকে রক্ষা করবেন। তার চেয়েও বড় ভরসার কথা, প্রিন্স জন ইয়র্কের ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে একটা মোটা টাকা ধার নেবার জন্য কথাবার্তা চালাচ্ছেন। সে ধারের একটা বড় অংশ আইজাকই দেবেন। কাজেই সেই ধার পেতে যাতে

কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য প্রিন্স জন নিজের স্বার্থেই আইজাককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আইজ্যাক নরম্যান ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। ভদ্রলোক তখন শান্তি-রক্ষকদের শরণাপন্ন হলেন। সে এসে আইজাকের উপর চোখ রাঙাতে লাগল। বলল, "টাকার অহংকারে আপনার পা বুঝি মাটিতে পড়তে চাইছে না? তাই আপনার এত বড় স্পর্ধা যে, এই ভদ্রলোক আপনার আগে এসে যে জায়গা দখল করে বসেছেন, আপনি তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিজে বসতে চান। গরিবদের কাছ থেকে সুদ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করেছেন। সেই মোটা পেট নিয়ে নিজের ঘরে অন্ধকারে বসে থাকতে পারেন। কিন্তু বাইরে এসে এমন গোলমাল করলে আপনার ভুঁড়ি একবারে ফাঁসিয়ে দেব।"

চারদিক থেকে সবাই শান্তিরক্ষকদের কথায়ই সায় দিতে লাগল। আইজাক দেখলেন, গতিক সুবিধের নয়। তাই তিনি টুর্নামেণ্ট দেখবার আশা ত্যাগ করে গুটি গুটি পালিয়ে যাবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় একটা শোরগোল উঠল, প্রিন্স জন তাঁর দলবল নিয়ে আসছেন। অমনি সবার দৃষ্টি তার তাঁবুর দিকেই পড়ল। তাঁর পাত্র-মিত্রের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। তার মধ্যে আছে সাধারণ নাগরিক, গির্জার পাদরী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদেরই বা কত বৈচিত্র্য! এঁদের মধ্যে জোরভলক্স মঠের অধ্যক্ষ আমিরও আছেন। তাঁর পরিধানে আজ স্বর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ। বাদ বাকীদের মধ্যে আছেন প্রিন্সের অনুগৃহীত সেনানী, কয়েকজন অত্যাচারী ব্যারন, চরিত্রহীন অনুচর, কয়েকজন নাইট টেম্পলার এবং সেণ্ট জন গির্জার নাইট।

নাইট টেম্পলার এবং সেণ্ট জন গির্জার সাথে সংশ্লিষ্ট নাইটরা বরাবরই রাজা রিচার্ডের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এবং রিচার্ডের শত্রু

ফ্রান্সের রাজা ফিলিপের পক্ষ সমর্থন করেছেন। এর ফলে ধর্মযুদ্ধে রাজা রিচার্ড কর্তৃক শত্রুবাহিনী বিধ্বস্ত করা, প্যালেস্টাইন অবরোধ করা, অসাধারণ শৌর্য বীর্যের পরিচয় দেওয়া—সবই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, মিশরের রাজার সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েছে। সেই একই মনোভাবের বশবর্তী হয়েই এই নাইটরা ইংলণ্ডেও রিচার্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রিন্স জনের পক্ষে যোগ দিয়েছেন। কারণ তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে রাজা রিচার্ড বা তাঁর বংশধরের পক্ষে ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করা সম্ভব হবে না। ফলে প্রিন্স জনও স্যাক্সন বংশের কাউকেই দুচক্ষে দেখতে পারতেন না এবং সুযোগ পেলেই তাদের অপমান করতেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর বিলাস ব্যসন এবং অত্যাচারী স্বভাবের জন্য স্যাক্সনরা এবং ইংলণ্ডের জনসাধারণ তাঁকে একদম পছন্দ করে না। তাদের মনে সর্বদাই এই ভয় ছিল যে সুবিধা পেলেই প্রিন্স জন তাদের স্বাধীনতা খর্ব করবার চেষ্টা করবেন।

প্রিন্সের পরিধানে স্বর্ণখচিত রক্তবর্ণের পরিচ্ছদ, তাঁর হাতে একটি বাজপাখী, মাথায় মূল্যবান রত্নখচিত পশমের টুপি, তার দুপাশ দিয়ে লম্বা চুলের গোছা কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি একটি তেজী ঘোড়ায় চড়ে প্রতিযোগিতার স্থানটির চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখছেন। মহিলারা যে দিকটায় বসেছিলেন, সে দিকটায় নজর পড়তেই তিনি তাঁদের বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল, আইজাকের হাত ধরে একটি তরুণী এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সে রেবেকা। তার সৌন্দর্য দেখে প্রিন্স মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, সারা ইংলণ্ডেও রেবেকার মত সুন্দরী দুর্লভ। তিনি সেকথা মুখেও প্রকাশ করলেন। ফাদার আমিরকে সম্বোধন করে বললেন, "এই রকম সৌন্দর্য দেখলে মুনির মনও ভোলে। কি বলেন ফাদার?"

"আপনি ভুলে যাবেন না যে, সে একজন ইহুদী।"

"যে-ই হোক, এমন সুন্দরীর স্থান ওই গ্যালারিতেই হবে!" এই বলে তিনি আইজাককে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গের এই মহিলাটি কে?"

"হুজুর! আমার মেয়ে রেবেকা!" এই বলে আইজাক তাঁকে অভিবাদন করলেন।

"তাই নাকি!" এই বলে তিনি গ্যালারিতে বসা এক জনের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "ওখানে কে বসে? সরে বসো, এদের বসবার জায়গা করে দাও।"

যাঁকে উদ্দেশ করে তিনি এমন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে তাঁর আদেশ জারী করলেন, তিনি স্যাক্সন বংশের সেড্রিকের জ্ঞাতি এবং বন্ধু, কনিসবার্গের এথেলস্টেন। ইংলণ্ডের শেষ স্যাক্সন রাজার বংশধর বলে স্যাক্সন সমাজে তাঁর একটু বিশেষ মর্যাদা ছিল। প্রিন্স জনের এই কথা শুনে তাই তিনি যেমন অপমানিত তেমন বিব্রত বোধ করলেন। তিনি প্রিন্সের কথায় নড়ে বসবার কোন লক্ষণ না দেখিয়ে রোষ-কষায়িত নয়নে এক দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। প্রিন্স জন তাঁর এই ঔদ্ধত্যে আরও চটে গিয়ে বললেন, "এই শুয়োর! আমার কথা কানে যাচ্ছে না?" এই বলে তিনি তাঁর দলের দ্য ব্রেসিকে হুকুম দিলেন, "তোমার বর্শা দিয়ে ওকে ওখান দিয়ে সরিয়ে দাও ত!"

প্রিন্সের হুকুম পাওয়া মাত্র দ্য ব্রেসি তাঁর বর্শা তুলে এথেলস্টেনের দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি চট করে সরে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেড্রিক তাঁর খাপ থেকে তরোয়াল খুলে ব্রেসির বর্শার বাঁটে এমন জোরে আঘাত করলেন যে, বর্শাটি দু টুকরা হয়ে ভেঙ্গে গেল।

তা দেখে প্রিন্সের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। সেড্রিকের এই দুর্বিনীত আচরণের জন্য তিনি তাঁর উপরও দণ্ডাদেশ দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর সহচরদের কথায় নিরস্ত হলেন। তা ছাড়া

সেড্রিকের সাহসিকতার জন্য উপস্থিত দর্শকের মধ্যে অনেকেই তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করেছিলেন।

প্রিন্স তখন তাঁর রাগের ঝাল আর কার উপর মিটান যায় তাই দেখছিলেন। এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল, একজন তীরন্দাজ তখনও সেড্রিককে বাহবা দিচ্ছে। তিনি তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইতেই সে নির্ভীকভাবে বলল, "তীর ছোড়া বা তলোয়ার চালনায় যখনই কেউ সত্যিকারের নৈপুণ্য দেখায়, তখন তার প্রশংসা করাই আমার স্বভাব।"

"তুমিও একজন পাকা তীরন্দাজ! যে কোন লক্ষ্যই তা হলে অনায়াসে বিদ্ধ করতে পারবে?"

"তা পারব বলেই আশা করি।"

"এ দেখছি একজন ওয়াট টাইরেল!" পিছনের সারি থেকে কে একজন বলে উঠল। কে বলল, তা অবশ্য বুঝা গেল না।

রাজা দ্বিতীয় উইলিয়মকে নিউ ফরেষ্টে ওয়াট টাইরেলই তীর বিদ্ধ করে মেরেছিল বলে অনেকের বিশ্বাস। প্রিন্স জন তাঁরই বংশসম্ভূত। তাই এ কথা শুনে তিনি মনে মনে একটু ভয় পেলেন। তাই তাঁর দেহরক্ষীদের তীরন্দাজটির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে আদেশ দিলেন।

তারপর তীরন্দাজটিকে বললেন, "তুমি যখন এতই ওস্তাদ, তখন তোমার লক্ষ্যভেদের ক্ষমতাও সময়মত পরীক্ষা করা যাবে।"

"সে পরীক্ষা দিতে আমি কোন কালেই পিছপা হব না।"—তীরন্দাজটি সদর্পে উত্তর দিল।

"আচ্ছা সে পরে দেখা যাবে। এখন তোমরা এই ইহুদীকে বসবার জায়গা করে দাও ত! আমি যখন একবার বলেছি, সে গ্যালারিতে বসবে, তখন সে কথার নড়চড় হবে না।"

এই বলে তিনি আইজাককে বললেন, "যাও গ্যালারিতে গিয়ে বসো। নইলে তোমার পিঠের চামড়া তুলে নেব।"

প্রিন্সের হুকুমে আইজাক গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রিন্স আবার বললেন, "আমি দেখব, কে তাকে বাধা দেয় ?"

আইজাক গ্যালারিতে উঠলে সেড্রিক তাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দেবার জন্য তৈরি হয়ে ছিলেন। তাই দেখেই প্রিন্স তাঁকে লক্ষ্য করেই এই কথাগুলি বললেন।

বেশ একটা গণ্ডগোল বাঁধবার উপক্রম দেখে ওয়াম্বা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "আমি বাধা দেব।" এই বলে সে তার পোশাকের ভেতর থেকে একটা শূয়রের রোস্ট করা ঠ্যাং আইজাকের দাড়ির কাছে তুলে ধরল। টুর্ণামেণ্টে কতক্ষণ দেরি হবে, এই ভেবে সে এই খাবারের ব্যবস্থাটি করে এসেছিল। শূয়রের মাংস ইহুদীদের কাছে অত্যন্ত অপবিত্র জিনিস। তাই নাকে শূয়রের মাংসের গন্ধ লাগতেই তিনি ওয়াক্ ওয়াক্ করে থমকে দাঁড়ালেন। ওয়াম্বা এই ফাঁকে কোমর থেকে তার কাঠের তলোয়ারটি নিয়ে আইজাকের মাথার উপর ঘুরাতে লাগল। হতচকিত আইজাক বেসামাল হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত দর্শক তাঁর এই দুর্দশা দেখে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল। প্রিন্স জনও সেই হাসিতে যোগ দিলেন।

"এবার তবে আমার পুরস্কার দিন। শত্রুকে আমি যুদ্ধ করে হারিয়েছি।" এই বলে ওয়াম্বা প্রিন্স জনের সামনে গিয়ে এক হাতে শূয়রের ঠ্যাং আর এক হাতে কাঠের তলোয়ারটি ঘুরাতে লাগল।

প্রিন্সের মুখে তখনও হাসি। হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "খুব বীরত্ব দেখালে বটে ! তা তোমার পরিচয়টি কি ?"

"আমার নাম ওয়াম্বা, বাবার নাম উইটলেস, ঠাকুর্দার নাম ওয়েদার ব্রেন ! ভাঁড়ামি করাই আমার পেশা।"

"এই ইহুদীটাকে গ্যালারির নীচের দিকে একটু জায়গা করে দাও। তোমার বীরত্বের কাছে ও যখন হেরে গেছে, তখন তোমার সঙ্গে এক সাথে বসা তার শোভা পায় না।"

"বোকার কাছে জুয়াচোর সাংঘাতিক। তার চেয়েও সাংঘাতিক শূয়রের মাংসের কাছে ইহুদীর বসা।"

"বাঃ বেশ বলেছ। তোমার রসজ্ঞান বেশ আছে দেখছি। রোসো, তোমার পুরস্কারের ব্যবস্থা করছি।" এই বলে প্রিন্স জন আইজাককে বললেন, "আমাকে গোটা কতক স্বর্ণমুদ্রা দাও ত।"

আইজাক এই অনুরোধ শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। অথচ তা' রক্ষা না করেও উপায় নেই। তাই তিনি তাঁর টাকার থলিতে হাত দিয়ে কি করবেন ভাবছেন, এমন সময় প্রিন্স তাঁর থলিটিই কেড়ে নিয়ে, তা থেকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা ওয়াম্বাকে দিলেন। তার পর তিনি ঘোড়ায় চড়ে আর এক দিকে চলে গেলেন। বেচারা আইজাক সেখানে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করল।

যেতে যেতে প্রিন্স জন ফাদার আমিরকে বললেন, "আমরা একটা বড় কাজের কথাই ভুলে গেছি। আজ এখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের রানী কে হবেন, যিনি বিজয়ীর হাতে বিজয়-মাল্য তুলে দেবেন, তাই এখনও স্থির হয়নি। আমার মত যদি নেন, তবে কৃষ্ণনয়না রেবেকাকে নির্বাচিত করতেও আমার আপত্তি নেই।"

"মা মেরী রক্ষা করুন! একজন ইহুদীকে এই সম্মানিত পদ দেওয়া হবে। তা হলে আমাদের কেউ আর আস্ত রাখবে না। মরবার মত বয়স আমার এখনও হয়নি। তা ছাড়া রেবেকার চেয়ে স্যাক্সন-দুহিতা রোয়েনা অনেক বেশী সুন্দরী।"

"স্যাক্সন আর ইহুদীতে আমি কোন তফাৎ দেখি না, যেমন তফাৎ নেই কুকরে আর শূয়োরে। দুই-ই সমান। আমি বলি রেবেকাই নির্বাচিত হোক, তাহলে স্যাক্সন কুত্তারা জব্দ হবে।"

তাঁর এই কথায় তাঁর সহচরদের অনেকের মধ্যেই অসন্তোষ দেখা দিল। দ্য ব্রেসি মুখের উপরেই বললেন, "আমাদের এ ভাবে অপমান করলে আমরা তা সহ্য করব না। তার ফলও ভাল হবে না।"

তাঁর আর একজন বয়োবৃদ্ধ সহচর বললেন, "এর চেয়ে বেশী অবিমৃষ্যকারিতা আর কিছু হতে পারে না। এর ফলে আপনার সব সংকল্পই পণ্ড হবে। আপনার নিজেরই সর্বনাশকে ডেকে আনবেন।"

"আপনাদের আমি আমার সঙ্গী হিসাবে এনেছি। উপদেশ দেওয়ার জন্য আনিনি।" প্রিন্স একটু মেজাজের সঙ্গেই বললেন।

"আমরা যারা আপনার সাথে সাথে আছি, আপনার সব কাজে সহায়তা করছি, তারা মনে করি যে, আপনার এবং আমাদের উভয়ের স্বার্থেই আপনাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমাদের আছে।"

যেই সুরে কথাগুলি বলা হল, তাতে প্রিন্স জন পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, তাঁর গোঁয়ার্তুমির ফল ভাল হবে না। তাই হাসতে হাসতে বললেন, "আপনারা ঠাট্টাও বোঝেন না! আমি যাব একটা ইহুদীর মেয়েকে এই সম্মানের আসন দিতে? আমার কি এমনই মাথা খারাপ হয়েছে? আপনারা সবাই মিলে কাউকে নির্বাচিত করুন।"

ড্য ব্রেসি বললেন, "আমি বলি কি এ নির্বাচন আপাততঃ স্থগিত থাক। আজ যোদ্ধাদের মধ্যে যিনি বিজয়ী হবেন, তাঁকেই এই নির্বাচনের ভার দেওয়া হবে। তাতে তাঁকেও সম্মান দেখানো যাবে, আর যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনিও নাইটদের ভাল চোখে দেখতে শিখবেন।"

ফাদার আমির বললেন, "উত্তম প্রস্তাব। তবে নাইট টেম্পলার ব্রায়েন যদি বিজয়ী হন, তবে নির্বাচনের ভার আমার উপর থাকবে। এজন্য আমি আমার এই জপের মালা বন্ধক রাখতেও রাজী আছি।"

"ব্রায়েন বর্শা চালনে খুবই সুনিপুণ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর সাথে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ভয় পাবেন না, এমন অনেক নাইটও এখানে উপস্থিত আছেন!"

জনের বয়োজ্যেষ্ঠ সহচর ওয়াল্ডিমার তখন বললেন, "এ আলোচনায় এখন সময় নষ্ট করে লাভ নেই। প্রতিযোগী নাইটরা

এবং দর্শকবৃন্দ সবাই প্রতিযোগিতা আরম্ভের জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন।"

প্রিন্স জন তখন তাঁর আসন গ্রহণ করে ঘোষকদের নির্দেশ দিলেন, প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনগুলি ঘোষণা করা হোক। সঙ্গে সঙ্গেই সে আদেশ প্রতিপালিত হল।

ইতিমধ্যেই টুর্নামেণ্ট ক্ষেত্রটি অপূর্ব সুন্দর রূপ ধারণ করেছে। গ্যালারিগুলি সব পরিপূর্ণ। ইংলণ্ডের যত অভিজাত মণ্ডলী সেগুলি দখল করেছেন। তাঁদের পোশাকের বৈচিত্র্য ও চাকচিক্যে সমস্ত জায়গাটি ঝলমল করছে। গ্যালারির নীচে যারা বসেছে, সাধারণ লোক হলেও তাদের পোশাকেরও বাহার কম নয়!

ঘোষকরা তাদের ঘোষণা শেষ করতেই গ্যালারির অভিজাত দর্শকেরা তাদের দিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছুড়ে ছুড়ে দিতে লাগলেন। এই সব ক্ষেত্রে তাদের আভিজাত্য প্রকাশের এই ধারা। ঘোষকরা দুই হাতে সে সব মুদ্রা কুড়িয়ে নিচ্ছে আর দাতাদের জয় গান করছে। সাধারণ দর্শক, যারা এভাবে অর্থ বিলিয়ে দিতে পারছে না, তারাও সোল্লাসে চিৎকার করছে।

ঘোষকেরা চলে যেতেই আগাগোড়া বর্মাবৃত হয়ে অশ্বারূঢ় মার্শালরা টুর্নামেণ্টস্থানের দুই বিপরীত ক্ষেত্রে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

দক্ষিণের পাঁচটি তাঁবুর পাঁচজন নাইটের সঙ্গে যে সব নাইট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে সমবেত হয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। উত্তর দিকে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানটিতে আর তিল ধারণের স্থান নেই। দূর থেকে তাঁদের শিরস্ত্রাণগুলি দেখলে মনে হয় যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তাঁদের বর্শার ডগায় বাঁধা ছোট ছোট নিশানগুলি বাতাসে উড়ছে। দেখলে মনে হয় যেন এক ঝাঁক ছোট ছোট পাখী সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তর দিকের বেষ্টনী থেকে প্রতিযোগীরা

তাঁদের নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে দক্ষিণের নাইটদের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলেন। এরই মধ্যে তাঁরা তাঁদের অশ্ব চালনা ও বলগা টেনে অশ্বের গতি সংযত করা বিষয়ে তাঁদের অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন। তার পর তাঁরা তাঁদের বর্শার উল্টা দিক দিয়ে যিনি যে নাইটের সঙ্গে লড়বেন, তাঁর বর্মকে স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর ভেতর থেকে রণ-দামামা বেজে উঠল।

তারপর প্রতিযোগীরা রণক্ষেত্রের উত্তর দিকে গিয়ে তাঁদের ঘোড়াগুলিকে পাশাপাশি রেখে প্রতীক্ষিত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

দক্ষিণের তাঁবুর পাঁচজন নাইটও এবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে প্রতিযোগিতার আরম্ভ-সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রিন্স জনের ইঙ্গিত পেয়ে যেই বাঁশী বেজে উঠল অমনি দুই দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেগে ছুটে এসে রণভূমির ঠিক মধ্যখানে মিলিত হলেন। তখন তাঁদের সে কি বীর বিক্রম, তাঁদের হাতের বর্শা দিয়ে তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীর বর্মে আঘাত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দক্ষিণী নাইটদের এতই রণ-নৈপুণ্য যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে চারজনই অল্প সময়ের মধ্যে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। একমাত্র ভাইপণ্ট ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যেই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ চলতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তারপর দু'জনের বর্শাই যখন টুকরা টুকরা হয়ে গেল, তখন ঘোষণা করা হল, দক্ষিণী নাইটদেরই জয় হয়েছে। উত্তরের নাইটরা পরাজিত হয়েছেন। দর্শকরা আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠলেন।

বিজয়ী নাইটরা তাঁদের তাঁবুতে চলে গেলেন। পরাজিত নাইটরাও তাঁদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র বিজেতাদের হাতে অর্পণ করে বিরসবদনে নিজেদের জায়গায় ফিরে গেলেন! প্রতিযোগিতার

নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ী নাইট তাঁর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী হন।

কিছুক্ষণ পর উত্তরের দল থেকে অন্য পাঁচজন নাইট এগিয়ে এলেন। এবারও তাঁরা দক্ষিণী নাইটদের কাছে পরাজিত হয়ে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন। তৃতীয় দলেরও সেই একই অবস্থা হল। ফলে উত্তরের নাইটদের মনোবল অনেকটা ভেঙ্গে গেল। তাই চতুর্থ বার মাত্র তিন জন নাইট এগিয়ে এলেন। তাঁরা ব্রায়েন এবং রেজিনল্ডকে বাদ দিয়ে অন্য তিন জনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন। কিন্তু এবারও একই ফল হল।

এর পর বেশ খানিকক্ষণ বিরতি। দক্ষিণী নাইটদের তাঁবু থেকে বিজয়-বাদ্য বাজতে লাগল। উত্তরের দল থেকে আর কেউ এগিয়ে এলেন না। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এতে খুশী হলেন না। কারণ বদ মেজাজের জন্য রেজিনল্ড এবং ম্যালভইসিনকে তাঁরা দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। গ্র্যাণ্টমেনসিল বিদেশী বলে তাঁকেও তাঁরা বড় পছন্দ করতেন না। তাই তাঁদের জয়ের চেয়ে পরাজয়ই তাঁরা মনে মনে কামনা করছিলেন।

সব চেয়ে বেশী ক্ষুণ্ণ হলেন সেড্রিক। কারণ বিজয়ী নাইটরা সকলেই নরম্যান। স্যাক্সন সেড্রিকের কাছে তাই তাঁদের এই বিজয় অসহ্য। তিনি অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু এই ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে নৈপুণ্য প্রয়োজন, তা তিনি কোন দিনই অভ্যাস করেন নি। তাই নিজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে না পেরে মনে মনে উসখুস করতে লাগলেন। তাঁর পাশেই বসেছিলেন, এথেলস্টেন। এ সব ব্যাপারে তাঁর পারদর্শিতা সর্বজনবিদিত। তাই তিনি নরম্যান নাইটদের হতমান করবার জন্য তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিতে প্ররোচিত করতে লাগলেন।

এথেলস্টেন শক্তিমান, সাহসী ও বীর পুরুষ হলেও একটু অলস প্রকৃতির। তা ছাড়া তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা যশোলিপ্সাও তেমন ছিল

না। তাই তিনি সেড্রিককে বললেন, “আজকের দিনটা থাক। কাল দেখা যাবে।”

তাঁর এই নিরাসক্ত উত্তরে সেড্রিক মনে মনে আহত বোধ করলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাইলেন না। কারণ এথেলস্টেনকে তিনি বরাবরই সমীহ করে চলেন।

এদিকে প্রিন্স জন নাইট ব্রায়েনকেই আজকের বিজয়ী বলে ঘোষণা করবেন বলে স্থির করলেন। কারণ তিনি একটি মাত্র বর্শা দিয়েই দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূপাতিত করেছেন এবং তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণও ব্যর্থ করেছেন। এজন্য তাঁকে দ্বিতীয় বর্শা নিতে হয়নি।

দক্ষিণের তাঁবুতে বিজয়-বাদ্য বেজেই চলেছে। উত্তরের নাইটরা সব বিমর্ষ, নিশ্চুপ। এমন সময় হঠাৎ উত্তর দিকে একটি শিঙ্গা বেজে উঠল। তার অর্থ একজন নাইট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চান।

একজন নূতন নাইট রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। সকলের দৃষ্টিই তাঁর উপর পড়ল। তাঁর সমস্ত দেহ বর্মাবৃত, খর্বকায়, ক্ষীণদেহ। তাঁর হাতের বর্মে একটি ছিন্নমূল ওক বৃক্ষ খোদাই করা, তার নীচে স্প্যানিস ভাষায় লেখা—উত্তরাধিকার-বঞ্চিত। তাঁর কালো রং-এর ঘোড়াটি যেমন উঁচু তেমনি তেজীয়ান। তিনি রণক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তাঁর বর্শা নত করে প্রিন্স জন ও মহিলাদের অভিবাদন করলেন। তাঁর তরুণ চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে সবাই চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “ভাইপন্টের বর্ম স্পর্শ করুন। তাঁকে কাবু করা সহজ হবে।”

কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে তিনি ব্রায়েনের বর্মটিই স্পর্শ করলেন। ব্রায়েনও কম বিস্মিত হলেন না। তিনি এগিয়ে এসে তরুণ নাইটটিকে সম্বোধন করে বললেন, “আপনার সাহস ত কম দেখছি না! এখানে আসবার আগে শেষ উপাসনায় যোগ দিয়ে এসেছেন ত? ফাদারের কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করে এসেছেন ত! কারণ আজই আপনার শেষ দিন।”

তাঁর এই ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে তরুণ নাইট দৃঢ়স্বরে বললেন, "মৃত্যুকে আমি আপনার চেয়ে কমই ভয় করি।"

"বেশ তবে তৈরী হোন। সূর্যের দিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করুন। কারণ কাল আর সূর্যের মুখ দেখতে পাবেন না। কাল আপনার স্থান হবে পরপারে।"

"আপনার এ উপদেশের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বিনিময়ে আপনাকেও একটা উপদেশ দিচ্ছি। আপনিও একটি নূতন ঘোড়া ও নূতন বর্শা নিন। যদি না নেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাকে তা নিতেই হবে।"

এই বলে তিনি তাঁর ঘোড়াটিকে আস্তে আস্তে পিছু হটিয়ে রণ-ক্ষেত্রের উত্তর প্রান্তে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর অশ্বচালনার এই নূতন কৃতিত্ব দেখে দর্শকবৃন্দ আর একবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

তরুণ যোদ্ধার কথা শুনে ব্রায়েন প্রথমে খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ভেবে দেখলেন, কোন দিক দিয়েই শত্রুকে সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয়। তাই তিনি একটি নূতন ঘোড়া, নূতন বর্শা ও নূতন বর্ম নির্বাচন করলেন। তাঁর এই বর্মটির গায় একটি মড়ার খুলি নিয়ে একটি উড়ন্ত দাঁড়কাকের চিত্র আঁকা। তার নীচে লেখা—সাবধান, দাঁড়কাক ঠুকরে দেবে।

যেই যুদ্ধারম্ভের বাজনা বেজে উঠল, অমনি দুই দিক থেকেই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে পরস্পরের দিকে ধাবিত হলেন। তাঁরা দুজনে দুজনের বর্মের উপর এমন জোরে বর্শার আঘাত হানলেন যে, দুজনের বর্শাই টুকরা টুকরা হয়ে গেল। আর সেই প্রবল আঘাতে দুজনেই ঘোড়া থেকে পড়তে পড়তে নিজেদের সামলিয়ে নিলেন। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে এই রণ-নৈপুণ্য দেখতে লাগল। তাঁদের অনেকেরই ধারণা, ব্রায়েনের শৌর্যের কাছে তরুণ নাইট বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারবেন না। তবুও তাঁর আক্রমণ-ভঙ্গী, তাঁর সাহস ও ক্ষিপ্রগতি দেখে সবাই মুগ্ধ হল।

কয়েক মিনিট বিরতির পর নূতন বর্শা নিয়ে আবার তাঁরা পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ব্রায়েন তরুণ নাইটের বর্ম লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়লেন। তরুণ নাইটও প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীর বর্মই বর্শা-বিদ্ধ করবেন বলে বর্শা তুলেছিলেন, কিন্তু নিমেষে তাঁর মত পরিবর্তন করে তার চেয়ে কঠিন লক্ষ্য বিদ্ধ করতে মনস্থ করলেন। তিনি ব্রায়েনের শিরস্ত্রাণ লক্ষ্য করে বর্শা বিদ্ধ করলেন। ব্রায়েন কোন রকমে সে আঘাত সামলাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক এ সময়ই তাঁর ঘোড়ার জিনের বাঁধন ছিঁড়ে গেল এবং ফলে জিন এবং ঘোড়া সমেত তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

ব্রায়েন নিমেষে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর তরবারি কোষ-বিমুক্ত করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাই দেখে তরুণ যোদ্ধাও তাঁর ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে তরবারি খুলে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হলেন।

এই প্রতিযোগিতায় তরবারি ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাই মার্শালরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তাঁদের নিরস্ত করলেন।

ব্রায়েন তখন রোষ-কষায়িত নয়নে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে চেয়ে বললেন, "আবার আমাদের শক্তি পরীক্ষা হবে। তখন মার্শালরা বাধা দিবার জন্য সেখানে থাকবে না।"

"আপনার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করলাম। মাটিতে দাঁড়িয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, বর্শা, ছোরা, তলোয়ার যাই নিয়ে লড়তে চান, তাতেই আমি রাজী আছি।"

তাঁদের এই কথা কাটাকাটি হয়ত আরও অনেকক্ষণ চলত। কিন্তু মার্শালরা মাঝখানে পড়ে তাঁদের থামিয়ে দিলেন। ফলে দুজনই দুজনের জায়গায় ফিরে গেলেন।

তরুণ নাইট ঘোড়ায় বসেই পানপাত্র হাতে বললেন, "এখানে খাঁটী ইংরেজ যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের সম্মানে আমি এই পানীয় গ্রহণ করছি। তাঁদের জয় হোক। ধ্বংস হোক সব বিদেশী অত্যাচারী যাঁরা জোর করে এদেশ দখল করে আছেন।"

এই বলে তিনি তাঁর অনুচরকে আবার শিঙ্গা বাজাতে বললেন। তার অর্থ, তিনি আবার যুদ্ধ করতে রাজী আছেন। এবার তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নির্বাচন করবেন না। পাঁচজন নাইটদের মধ্যে যিনিই আসুন, তিনি তাঁর সাথেই লড়তে রাজী আছেন।

দক্ষিণের তাঁবু থেকে প্রথমেই এগিয়ে এলেন বিশালবপু রেজিনল্ড। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। তার পর পর্যায়ক্রমে এলেন মেলভইসিন, গ্র্যান্টমেনসিল এবং ভাই-পণ্ট। তাঁদেরও সেই একই দশা হল। ভাইপণ্ট এত জোরে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন যে তাঁর নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করে তাঁকে তাঁর তাঁবুতে বয়ে নিতে হল।

প্রিন্স জনের নির্দেশে মার্শাল তরুণ নাইটকেই সেদিনের বিজয়ী বীর বলে ঘোষণা করা হল। অমনি চারিদিক হতে তাঁর উদ্দেশে জয়ধ্বনি উঠল। প্রিন্স জন তাঁর হাতে বিজয়-মুকুট তুলে দিলেন।

বিজয়ী বীর তখন ধীরে ধীরে মহিলাদের গ্যালারির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁর বর্শার সাহায্যে বিজয় মুকুটটি রোয়েনার পায়ের নীচে রাখলেন।

অমনি বাজনা বেজে উঠল। ঘোষক ঘোষণা করলেন যে, আজ রোয়েনাই প্রেম ও সৌন্দর্যের রানী নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রিন্স জন তখন তাঁর আসন থেকে উঠে রোয়েনার কাছে গিয়ে বললেন, "এবার আপনি আপনার সম্মানিত আসন গ্রহণ করুন।"

রোয়েনার হয়ে সেড্রিক উত্তর দিলেন, "আপনার এ অনুরোধের জন্য ধন্যবাদ। আজ থাক, কাল রোয়েনা তাঁর আসনে বসবেন।"

"সেই ভাল। কাল আমরাই তাঁকে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনে বসাব।"

এই বলে তিনি সে দিনের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

পাঁচ

বিজয়ী বীর তাঁর তাঁবুতে ফিরে যেতেই অনেকেই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তিনি আজ এ পক্ষের সবাকার মান রক্ষা করেছেন। তা ছাড়া এই অজ্ঞাতপরিচয় নাইটটি কে, তা জানবারও তাঁদের আগ্রহ বড় কম ছিল না। কেননা, প্রিন্স জনের অনুরোধেও ইনি তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলতে বা তাঁর নাম বলতে রাজী হননি।

তরুণ যোদ্ধা তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের সাহায্যের প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, তাঁর অনুচরই তাঁর সব ব্যবস্থা করতে পারবে।

তারা সব তাঁবু ছেড়ে চলে গেলে, তাঁর অনুচর এসে তাঁর গা থেকে যুদ্ধের পোশাকগুলি একে একে খুলতে পাগল। অনুচরটির বোকা বোকা চেহারা, তা ছাড়া তার মাথা মুখ একজাতীয় নরম্যান টুপি দিয়ে ঢাকা, যার ফলে তার মুখের খুব সামান্য অংশই দেখা যায়। মনে হয় এও যেন ছদ্মবেশে থাকবার জন্যই এ ধরনের পোশাকের আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধের পোশাক ছেড়ে হালকা পোশাক পরার পর বিজয়ী বীর খেতে বসলেন। তাঁর অনুচরই তাঁর খাবার ব্যবস্থা করল। তাঁর খাওয়া সবে মাত্র শেষ হয়েছে এমন সময় দ্বারী এসে সংবাদ দিল, পাঁচজন লোক পাঁচটি ঘোড়া নিয়ে এসেছে। তারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তিনি তখন তাঁবুর বাইরে এসে দেখেন, পরাজিত পাঁচজন নাইট প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিয়ম অনুযায়ী তাদের পাঁচটি ঘোড়া ও তাঁদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এগুলি রেখে দিবেন কিংবা পরিবর্তে উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করবেন।

তিনি তখন ব্রায়েন ছাড়া অন্য চারজন নাইটের প্রতিনিধিদের বললেন, "আপনাদের চার জনকেই আমি একই উত্তর দিচ্ছি। আপনাদের মনিব নাইটদের আমার অভিবাদন জানাবেন। বলবেন, এগুলি রাখার আমার প্রয়োজন নেই। তবে আমি সর্বহারা, তাই এগুলির যা মূল্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তা নিতে আমার আপত্তি নেই।"

"আমাদের মনিব তাঁদের প্রত্যেকের ঘোড়া ও অস্ত্রাদির জন্য একশো স্বর্ণমুদ্রা স্থির করে দিয়েছেন। আমরা তা সঙ্গে করেও এনেছি।"

"অত টাকার আমার দরকার নেই। এর অর্ধেক আমাকে দিন। বাকী অর্ধেক আপনারা নিজেদের এবং আপনাদের সহচরদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন।"

তারা এত পুরস্কার পাবে আশাও করেননি। তাই চার জনই বারবার বিজয়ী নাইটকে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

এবার তিনি ব্রায়েনের প্রতিনিধিকে বললেন, "আপনার মনিবকে ঘোড়া অস্ত্রশস্ত্র বা তাদের মূল্য কোন কিছুই দিতে হবে না। কারণ তাঁর সাথে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখনও শেষ হয়নি।"

প্রতিনিধি উত্তর দিল, "আপনি এগুলি না নিতে চাইলেও আমি এগুলি এখানেই রেখে যাব। কারণ নিয়ম অনুযায়ী সেগুলি এখন আপনার সম্পত্তি, আমার মনিব কখনও আর তা ব্যবহার করবেন না।"

"বেশ আপনার মনিব যদি এগুলি নিতে না চান, তবে এগুলি আপনিই নিন। আপনাকেই আমি এগুলি দিচ্ছি।"

এই অপ্রত্যাশিত দান পেয়ে এই প্রতিনিধিও বার বার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে নিজেদের তাঁবুতে চলে গেল।

তরুণ যোদ্ধা তখন তাঁর অনুচরকে বলল, "গার্থ! ইংলণ্ডবাসীর অস্ত্রনৈপুণ্যের সুনাম আমার হাতে এ পর্যন্ত অক্ষুন্নই আছে, কি বল?"

"আর শূয়োর-চরানো স্যাক্সন রাখালও যে নরম্যান সেজে আপনার শাগরেদি করতে পেরেছে, এও কম কৃতিত্বের কথা নয়।"

"সে কথা সত্যি। তবে আমার কি ভয় জানো? কবে না তুমি ধরা পড়ে যাও।"

"ওয়াম্বা ছাড়া আর কারও আমাকে ধরবার সাধ্যি নেই। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"বেশ, একটা কাজ করো দেখি। এই ব্যাগটা ধরো। এতে স্বর্ণমুদ্রা আছে। শহরে গিয়ে ইহুদী আইজাককে খুঁজে বের করো। সে আমাকে এই ঘোড়া ও যুদ্ধ-সজ্জা ধারে দিয়েছিল। তার ধার শোধ করতে হবে।"

"এ আর এমন শক্ত কাজ কি? এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।" এই বলে সে ব্যাগটি তার আলখাল্লার নীচে লুকিয়ে নিয়ে শহরের পথে রওনা হল।

শহরে এক ধনী ইহুদীর বাড়িতে আইজাক তাঁর মেয়ে রেবেকাকে নিয়ে ছিলেন। গার্থ গিয়ে সে বাড়িতে হাজির হল। খবর পেয়ে আইজাক বেরিয়ে আসতেই গার্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনিই কি ইয়র্কবাসী আইজাক?"

"হ্যাঁ। তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জানবার দরকার নেই।"

"এ কি কথা? তোমার নাম না জানলে তোমার সাথে আমি কোন আলোচনাই করতে পারি না।"

"তারও দরকার নেই। কেননা আমি একজনের প্রতিনিধি হয়ে আপনাকে তাঁর ধার শোধ করতে এসেছি। কাজেই আমার নাম জানা নিষ্প্রয়োজন।"

"ওঃ, তুমি টাকা শোধ করতে এসেছ। বসো, বসো।"

"যে তরুণ যোদ্ধা আজকার টুর্নামেণ্টে বিজয়ী হয়েছেন, তিনি আপনার সুপারিশের জোরে একটি ঘোড়া ও যুদ্ধ-সজ্জা ধারে

নিয়েছিলেন। ঘোড়াটি আমি নিয়ে এসেছি। এখন অস্ত্রের দাম কত দিতে হবে বলুন।"

"সে কথা পরে হবে। এখন একটু গলাটা ভিজিয়ে নাও।" এই বলে আইজাক তাকে এক গ্লাস পানীয় দিলেন। নিজেও এক গ্লাস নিলেন। গার্থ জীবনেও এত ভাল পানীয় মুখে দেয়নি।

আইজাক জিজ্ঞাসা করলেন, "কত টাকা এনেছ?"

"সামান্যই।"

"কেন? সেই তরুণ যোদ্ধা ত আজ অনেক কিছু লাভ করেছেন।"

"তিনি সে সবই বিলিয়ে দিয়েছেন।"

"বিলিয়ে দিয়েছেন? তিনি যে এত বোকা তা ত আমার জানা ছিল না। এতগুলি ঘোড়া, এতগুলি অস্ত্রশস্ত্র। বিক্রী করলে বহু টাকা পাওয়া যেত। যাক, কি আর করা যাবে? তুমি আমায় আশিটি স্বর্ণমুদ্রা দাও। তা হলেই হবে।"

"আশিটি স্বর্ণমুদ্রা! তা হলে ত আমার মনিবের হাতে আর কিছুই থাকবে না। যাক, আপনি যখন আশিটি স্বর্ণমুদ্রা চাইছেন, তাই দেব।"

"আশিটি স্বর্ণমুদ্রা এমন বেশী কিছু নয়। এতে আমার এক পয়সাও লাভ থাকবে না। তা ছাড়া ঘোড়াটি জখম হয়েছে কিনা, তাই বা কে জানে?"

"না না, ঘোড়ার কিছুই হয়নি। আপনাদের আস্তাবলেই তাকে বেঁধে রেখেছি। আপনি বরং দেখে আসতে পারেন। ঘোড়াটির যখন কিছু হয়নি, তখন আমি বলি কি, আপনি সত্তরটি মুদ্রা নিন।"

"না না, আশিই দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু বকসিস দেবো।"

গার্থ টেবিলের উপর গুনে গুনে আশিটি স্বর্ণমুদ্রা রাখল।

আইজাক সেই টাকার একটি রসিদ সই করে দিলেন। তারপর সত্তরটি মুদ্রা গুনে তার থলিতে রাখলেন।

গার্থ ভাবল, বাকী দশটি বুঝি তার বকসিস। ও হরি। আইজাক একটি একটি করে বাকী দশটি মুদ্রাও তাঁর থলিতে ভরে গার্থকে বললেন, "আমি গরিব মানুষ। আমাকে আর মারা কেন? তোমার মনিবই তোমাকে মোটা রকম পুরস্কার দেবেন।"

গার্থ মনে মনে হেসে আইজাকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় একটি পরিচারিকা তাকে বলল যে, রেবেকা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন।

গার্থ একটু ইতস্ততঃ করে রেবেকার কাছে যেতেই তিনি বললেন, "আমার বাবা এতক্ষণ তোমার সাথে ঠাট্টা করেছেন। তোমার মনিব আমার বাবার যে উপকার করেছেন, সে ঋণ কোনদিনই শোধ করা যাবে না। কাজেই তাঁর কাছ থেকে কোন টাকা নেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তুমি বাবাকে কত টাকা দিয়েছ?"

"আশিটি স্বর্ণমুদ্রা।"

"এই থলিটিতে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে। এ থেকে আশিটি তোমার মনিবকে ফেরত দিও। বাকী কুড়িটি তুমি নিও। যাও এবার তাড়াতাড়ি পালাও। রাত হয়ে যাচ্ছে। নইলে পথে দস্যুর হাতে পড়লে তোমার টাকা এবং প্রাণ দুই-ই যাবে।"

বিস্ময়-চকিত গার্থ অন্ধকার পথে চলতে চলতে ভাবল, এ ত ইহুদী-কন্যার আচরণ নয়! এ যে দেবকন্যা! মনিবের কাছে আগেই দশটি স্বর্ণমুদ্রা পেয়েছি, এখন পেলাম আরও কুড়িটি। না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

ছয়

শহর ছেড়ে বনপথে পড়তেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠল। গার্থ তাড়াতাড়ি পা চালাল। কিন্তু বেশী দূর না যেতেই চারজন লোক ছু'দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে বলল, "তোমার সাথে টাকা পয়সা যা আছে, চটপট দিয়ে দাও দেখি।"

"এত সহজে তা পাবে না।"

"ব্যাটার তেজ ত কম নয়। রসো দেখাচ্ছি।" এই বলে তারা চারজন তার হাত ধরে তাকে আরও গভীর বনে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে একটা জায়গা একটু পরিষ্কার। তখন আকাশে সামান্য জ্যোৎস্নার উদয় হয়েছে। তারই আলোয় গার্থ দেখল, আরও দুইজন লোক এসে দল বৃদ্ধি করল। তাদের হাতেও আগের চার জনের মতই ছোট ছোট তলোয়ার ও মোটা লাঠি। ছয় জনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা এক রকম দুরাশা। তবুও গার্থ আশা ছাড়ল না।

একজন দস্যু বলল, "তোমার কাছে কত টাকা আছে বল।"

"আমার নিজের বলতে ত্রিশটি স্বর্ণমুদ্রা। আমার স্বাধীনতা ক্রয় করবার জন্য অনেক কষ্টে জমিয়েছি। সে কয়টি নিয়ে না হয় আমায় রেহাই দাও।"

দলের যেটি পাণ্ডা, সে বলল, "তোমার ব্যাগটির যা চেহারা তাতে আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে ত্রিশের চেয়েও অনেক বেশী স্বর্ণমুদ্রা আছে।"

"তা আছে। তবে তা আমার নয়। আমার মনিব—যিনি আজকের টুর্নামেণ্টে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন, এ টাকা তাঁর।"

"আইজাককে কত টাকা দিলে? তোমার ব্যাগের যা ওজন, তাতে মনে হয় এখনও ওতে অনেক টাকা আছে।"

"আমি আইজাককে আশিটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম। তিনি আবার আমাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিয়েছেন।"

"কি বললে? ইহুদী একবার টাকা হাতে পেয়ে আবার ফেরত দিল? তাও আশির পরিবর্তে একশো! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ নাকি?"

"আমি সত্য কথাই বলছি। বিশ্বাস না হয়, আমার ব্যাগ খুলে দেখো। দেখবে তার ভেতরে একটি সিল্কের থলে আছে, তাতে ঠিক একশো স্বর্ণমুদ্রা আছে।"

"বেশ দেখাই যাক, তোমার কথা কতটা সত্যি।" এই বলে একটা মশাল জ্বেলে তার আলোয় থলির ভেতরে কি আছে, তা দেখবার জন্য সবাই ঝুঁকে পড়ল। এমন কি যে দুই জন দস্যু গার্থকে ধরে রেখেছিল, তারাও তাদের মুঠি আলগা করে থলির দিকেই নজর দিল! গার্থ এই অবসরে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। ইচ্ছে করলে সে তখন ছুটে পালাতে পারত। কিন্তু মনিবের টাকা ফেলে পালানো তার মনঃপূত হল না। তাই সে একজন দস্যুর হাত থেকে একটা লাঠি কেড়ে নিয়ে দলের পাণ্ডার মাথায় এমন জোরে আঘাত করল যে, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গার্থ তখন তার টাকার থলিটি হস্তগত করল।

আহত দস্যুটি গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বদমাশ, তুমি আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছ। এর ফল এখনই ভোগ করবে। তোমার বিচার করবার আগে তোমার মনিবের কথা শেষ করে নিই। ততক্ষণ তুমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। একটু নড়লেই প্রাণটি হারাবে।"

তারপর তার সঙ্গীদের বলল, "সিল্কের থলিটির উপর হিব্রু অক্ষরে কি সব লেখা আছে। ভেতরেও ঠিক একশোটি স্বর্ণমুদ্রাই আছে।

দস্যুটি তার কাছ থেকে ব্যাগটি হাতড়িয়ে নিয়ে বলল, "তোমার মনিব কে?"

"উত্তরাধিকার বঞ্চিত একজন নাইট।"

"তিনি ত আজ অনেক টাকা রোজগার করেছেন। তাঁর নাম ও বংশ পরিচয় কি?"

"আমার মনিবের ইচ্ছা নয় তা প্রকাশিত হয়। তাই আমার পক্ষেও তা বলা সম্ভব নয়।"

"তোমার নাম ও পরিচয় কি?"

"তা বললেই আমার মনিবের পরিচয়ও প্রকাশ হয়ে পড়বে। কাজেই তা বলাও সম্ভব নয়।"

"তুমি ত আচ্ছা লোক দেখছি! তা তোমার মনিব এই টাকাটা কোথায় পেলেন?"

"তাঁর কাছে যাঁরা আজ হেরে গেছেন, তাঁদের ঘোড়া আর যুদ্ধসজ্জার দাম বাবত পেয়েছেন।"

"কত টাকা?"

"দুশো স্বর্ণমুদ্রা।"

"মাত্র দুশো স্বর্ণমুদ্রা? তোমার মনিব খুব কমেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রেহাই দিয়েছেন। কে কে এই টাকাটা দিলেন।"

গার্থ নাইট চার জনের নাম বলল।

"নাইট টেম্পলার ব্রায়েন কত টাকা দিয়েছেন?"

"এক পয়সাও না। যদি পারেন তবে তাঁর জীবন নেওয়াই আমার মনিবের অভিপ্রায়।"

"তাই নাকি? তুমি এত টাকা নিয়ে শহরে গেছিলে কেন?"

"এই টুর্নামেণ্টের জন্য আমার মনিব একটা ঘোড়া আর যুদ্ধসজ্জা ধারে নিয়েছিলেন। সেই ধার শোধ করবার জন্য আমি আইজাক বলে এক ইহুদীর কাছে গেছিলাম।"

কাজেই এ যা বলছে, তা সত্যি বলেই মনে হয়। কাজেই তার মনিবের টাকা আমরা লুট করব না। কারণ তার মনিবও আমাদেরই মত।"

একজন দস্যু বলল, "আমাদের মত? সে কি করে হবে?"

"কেন হবে না? সেও আমাদের মত দরিদ্র, বাপের ত্যাজ্য পুত্র। আমাদেরই মত সেও তলোয়ারের জোরেই জীবিকার্জন করে। সে আমাদের শত্রু রেজিনল্ড এবং ম্যালভইসিনকে পরাজিত করেছে। তা ছাড়া আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ব্রায়েন তারও শত্রু। এত সব সত্ত্বেও যদি আমরা তার টাকা লুট করি, তবে একজন ইহুদী তার প্রতি যে উদারতা দেখিয়েছে, আমরা তার চেয়েও অধম হব না?"

"সে কথা ঠিক। তাই বলে এই ব্যাটাও কি রেহাই পাবে?"

"তোমরা যদি তাকে কাবু না করতে পার, তবে রেহাই পাবে বই কি?"

এই বলে সে তার একজন সঙ্গীকে দেখিয়ে গার্থকে বলল, "এর নাম মিলার। তুমি যদি মিলারকে হারাতে পার, তবে তোমাকে ছেড়ে দেব। কেউ তোমার কিছু করবে না।"

"বেশ আমি রাজী আছি।"

তখন শুরু হল দুজনের মধ্যে মারামারি। দুজনের হাতেই লাঠি। দুজনেই ওস্তাদ খেলোয়াড়। কাজেই অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে লাঠির কসরত চলল। শেষ পর্যন্ত মিলার গার্থের লাঠির এক আঘাতে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

অন্যান্য দস্যুরা দুজনের যুদ্ধ দেখছিল। মিলার পড়ে যেতেই তারা গার্থকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "বেশ হাতের খেলা দেখালে বটে। তোমার ধন প্রাণ দুই-ই রক্ষা পেল। লাভের মধ্যে মিলারই মার খেয়ে মরল।"

দস্যুদের দলপতি তখন গার্থকে বলল, "এবার তুমি যেতে পার।

তোমার সঙ্গে আমার তুজন সঙ্গী যাবে, যাতে পথে ঘাটে তোমার কোন বিপদ না ঘটে!"

তুজন দস্যু দলপতির নির্দেশে লাঠি হাতে গার্থের সাথে সাথে চলল। বন পার হয়ে তারা যখন উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পৌঁছল, তখন দস্যু তুটি বলল, "তোমার সাথে আর আমরা যাব না। এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। তোমার আর কোন ভয় নেই। তবে আমাদের সর্দার তোমায় যা বলে দিয়েছে তা যেন ভুলো না। সে কথা তোমাকে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার নাম বলোনি। তুমিও আমাদের নাম ধাম বা আমরা কারা তা জানবার চেষ্টা করো না। আমাদের কথা কাউকে বলো না। যদি আমাদের সর্দারের এ কথা অগ্রাহ্য কর, তবে তার ফল ভাল হবে না, মনে থাকে যেন।"

"তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। আমার মুখ থেকে তোমাদের কথা কেউ জানবে না। তবে আমার একটা অনুরোধ, এই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তোমরা ভদ্র জীবন যাপন করো।"

সাত

পরদিন আবার টুর্নামেন্ট শুরু হল।

এক দলের অধিনায়ক হলেন গত কালের বিজয়ী বীর, অন্যদলের অধিপতি হলেন টেম্পলার ব্রায়েন।

সেড্রিকও রোয়েনাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। আজ আর তাঁর সাথে এথেলস্টেন নেই। তিনি যুদ্ধের সাজে সেজে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছেন। সেড্রিক দেখে বিস্মিত হলেন যে, তিনি টেম্পলার ব্রায়েনের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।

এথেলস্টেন বহু দিন ধরেই মনে মনে আশা করছিলেন, রোয়েনাকে তিনি বিয়ে করবেন। সেড্রিক ও রোয়েনার অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরাও এতে আপত্তি করবেন না, এও তিনি ধরেই নিয়েছিলেন। তিনি আরও আশা করেছিলেন, আজ টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়ে তিনিই রোয়েনাকে প্রেম ও সৌন্দর্যের রানীর সম্মানিত আসনে নির্বাচিত করবার সৌভাগ্য অর্জন করবেন। কিন্তু কাল সেই তরুণ নাইট বিজয়ী হয়ে তাঁর সব পরিকল্পনাই ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তাই তাঁর উপর মনের ঝাল মিটাবার জন্যই তিনি তাঁর শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন। তাঁর আশা, তিনি উত্তরাধিকার-বঞ্চিত নাইটকে আজ পরাজিত করবেন। তাঁর স্তাবকেরাও তাঁকে এই ভরসাই দিয়েছেন।

প্রিন্স জনের ইচ্ছা অনুযায়ী ডি ব্রেসি এবং তাঁর দলের অন্য নাইটরাও টেম্পলার ব্রায়েনের দলেই যোগদান করেছেন। প্রিন্সের ইচ্ছা, ব্রায়েনের দলই আজ বিজয় মাল্য লাভ করুন।

অন্য দিকে অনেক ইংলিশ এবং নরম্যান নাইট ও কয়েকজন বিদেশী নাইট গত কালের বিজয়ী বীরের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রস্তুত

হয়েছেন। তাঁদের আশা, কাল এই তরুণ নাইট যে শৌর্যবীর্য দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর পক্ষে যোগ দিলেই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী।

রোয়েনাকে দেখে প্রিন্স জন তাড়াতাড়ি তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলেন। টুপি খুলে তাঁকে অভিবাদন করলেন, এবং তাঁকে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে বসালেন। অন্যান্য অভিজাত মহিলারাও তখন তাঁর চারদিকে আসন গ্রহণ করলেন। সমবেত দর্শক রোয়েনার জয়ধ্বনি করে উঠল, বাদ্যকাররা তাদের বাজনা শুরু করল। দুই যুধ্যমান দলে বিভক্ত নাইটরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে কি ভাবে আজ আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চালাবেন, সে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগলেন।

ঘোষকরা তখন আজকের টুর্নামেন্টের নিয়মকানুন ঘোষণা করলেন। আজ টুর্নামেন্টে তরবারি এবং তীক্ষ্ণ বর্শা দুই-ই ব্যবহার করা চলবে। তাই কতকগুলি বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সতর্ক হতে হবে। তাঁরা শুধু তরবারি দিয়ে আঘাত করবেন, কোন সময়ই তা প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে বিদ্ধ করতে পারবেন না। যোদ্ধারা ইচ্ছা করলে আশসোঁটা বা কুড়াল ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু ছোরার ব্যবহার নিষিদ্ধ। কোন যোদ্ধা ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে তিনি মাটিতে দাঁড়িয়েও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবেন, তবে সে ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকেও ঘোড়া থেকে নামতে হবে। ঘোড়ায় চড়ে কোন নাইটই মাটিতে দাঁড়ানো প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোন আঘাত হানতে পারবেন না। যদি কোন নাইট হটতে হটতে তাঁর শিবিরের দিকে যেতে বাধ্য হন এবং সেখানকার বেষ্টনী স্পর্শ করেন, তবে তিনি পরাজিত বলে গণ্য হবেন। কোন নাইট যদি ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং নিজে নিজে উঠতে না পারেন, তবে তাঁর অনুচর এসে তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে পারবেন। সে ক্ষেত্রেও তিনি পরাজিত বলে গণ্য হবেন। পরাজিত নাইটদের ঘোড়া ও রণসজ্জা বিজয়ী

নাইটদের প্রাপ্য হবে। প্রিন্স জন যখনই ইঙ্গিত করবেন, তখনই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করতে হবে। কোন নাইট যদি এ সব নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বের করে দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে দুই পক্ষের নাইটরাই ঘোড়ায় চড়ে প্রস্তুত। দুই দল দুই সারিতে দাঁড়িয়েছেন, এক সারির পিছনে আর এক সারি। পিছনের সারির নাইটরা প্রয়োজনমত সামনের সারিকে সাহায্য করবেন।

দুই দলের দলপতিই সামনের সারির ঠিক মাঝখানে। নাইটদের হাতের বর্শার ফলকগুলি রোদের আলোয় ঝলমল করছে। ঘোড়াগুলিও ছুটবার জন্য যেন ছটফট করছে। নাইটরাও যুদ্ধারম্ভের ইঙ্গিতের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করছেন। সে এক রোমাঞ্চকর দৃশ্য!

প্রিন্স জনের ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র একজন ঘোষক উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "এবার যুদ্ধ শুরু হোক।" অমনি দুই পক্ষ থেকে নাইটরা তাঁদের বর্শা বাগিয়ে ধরে ঘোড়া ছুটালেন। দুই পক্ষই রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে মিলিত হলেন। আরম্ভ হল বর্শায় বর্শায় ঠোকাঠুকি। সে কি তুমুল শব্দ, কি দারুণ উত্তেজনা! ঘোড়ার ক্ষুরের আঘাতে এত ধুলি উড়তে লাগল যে, দর্শকরা দূর থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে খানিকক্ষণ কিছু দেখতেই পেলেন না শুধু তাঁদের কানে গেল বর্শার আঘাতের শব্দ। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল, দুই পক্ষেরই অর্ধেক নাইট ভূপতিত। তাঁদের উপর দিয়ে কোন নাইটের ঘোড়া যাচ্ছে। অনেকেরই শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। যাঁদের বর্শা ভেঙে গেছে, তাঁরা তখন তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করছেন। পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করছেন, আবার সে আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টাও করছেন। উভয় পক্ষেই চিৎকার, গালাগালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

প্রথম সারির যোদ্ধাদের এই অবস্থা দেখে দুই পক্ষেরই পিছনের

সারির যোদ্ধারা এবার এগিয়ে এলেন। এতে যুদ্ধের তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেল। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। একবার মনে হল, এ পক্ষ জিতবেন, পরক্ষণেই মনে হল বিজয়লক্ষ্মী ও পক্ষকে কৃপা করবেন। দুই পক্ষের চিৎকার, রণবাদ্য আহতের আর্তনাদ—সব মিলিয়ে সে এক বীভৎস দৃশ্য!

কিন্তু স্বভাবের এমনই গুণ, এই নিদারুণ দৃশ্য দেখেও শুধু পুরুষ দর্শকরাই নয়, অভিজাত মহিলারাও অবিচলিত রইলেন। মাঝে মাঝে অবশ্য কারও স্বামী, কারও ভাই আহত হয়ে পড়ে গেলে তিনি হয়ত কিছুক্ষণের জন্য বিচলিত বোধ করলেন।

মাঝে মাঝে দর্শকদের মধ্যে থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে, "সাবাস টেম্পলার ব্রায়েন!" "সাবাস উত্তরাধিকার-বঞ্চিত নাইট।" "বাঃ বর্শা চালাবার কি কৌশল!" "তলোয়ার চালনায় কি পাকা হাত!" ঘোষকরাও উৎসাহ দিচ্ছেন—"বীর নাইটগণ! লড়ে যান। পরাজয়ের চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ! মনে রাখবেন শত শত চোখ আপনাদের বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হচ্ছে!"

এই হট্টগোলের মধ্যেও সবার লক্ষ্য দুই দলের দুই দলপতির উপর। তাঁরা শুধু তাঁদের দলের নাইটদের উৎসাহই দিচ্ছেন না, নিজেরাও অসাধারণ রণকৌশলের পরিচয় দিচ্ছেন। দুই জনেরই ইচ্ছা, অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে তাঁরা পরস্পর যুদ্ধ করেন। কিন্তু সহজে সে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর দুই পক্ষের নাইটরা যখন ভূমিশয্যা নিতে শুরু করলেন, বা পরাজয় স্বীকার করে স্ব স্ব তাঁবুতে ফিরে গেলেন, কিংবা আহত হয়ে রণে ভঙ্গ দিলেন, তখন দুই দলপতি পরস্পর মুখোমুখি হলেন। তাঁদের চোখে তখন আগুন ঝরছে, বর্শায় বর্শায় বিদ্যুৎ খেলছে। সে যেন মরণপণ যুদ্ধ! তাঁদের এই অমানুষিক যুদ্ধ দেখে দর্শকরাও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা বারবারই নানারকম ধ্বনি করে সে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল।

তারপর এক সময়ে উত্তরাধিকার-বঞ্চিত নাইটের অবস্থা সঙ্গীন

হয়ে পড়ল। ব্রায়েনের সঙ্গে সামনা-সামনি যুদ্ধের সময় রেজিনল্ড এবং এথেলস্টেন তাঁকে দুই দিক থেকে আক্রমণ করলেন। এক সঙ্গে তিন জনকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার! কিন্তু ধন্য তাঁর অস্ত্র শিক্ষা, ধন্য তাঁর রণকৌশল, আর ধন্য তাঁর ঘোড়াটির অদ্ভুত নৈপুণ্য! ব্রায়েনকে এক প্রচণ্ড আঘাত হেনে তিনি বিদ্যুৎগতিতে একটু পিছু হটে গেলেন। ফলে রেজিনল্ড এবং এথেলস্টেন তাঁদের ঘোড়াকে সময়মত সংযত না করতে পারায় একজন আর একজনের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ব্রায়েনও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাল সামলাতে না পেরে তিনি বাকী দুই জনের উপর পড়লেন। ফলে ব্রায়েন, রেজিনল্ড এবং এথেলস্টেন তিনজনই ঘোড়াসুদ্ধ মাটিতে গড়াগড়ি খেলেন। যাহোক ধূলা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াতে তাঁদের মুহূর্তও বিলম্ব হল না।

তখন তাঁরা তিনজন এক সঙ্গে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করলেন। তরুণ নাইটও ক্ষিপ্রগতিতে এক একবার এক একদিকে অশ্ব চালনা করে তিন জনকেই আঘাত হানতে লাগলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ তিন জন হয়েও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর এই অদ্ভুত রণ-কৌশল দেখে দর্শকদের মধ্য হতে তাঁর উদ্দেশে ঘন ঘন জয়ধ্বনি হতে লাগল।

কিন্তু তিন জনের সঙ্গে একা লড়ে যে শেষ রক্ষা করা যাবে না অনেকের মনেই সে আশঙ্কা দেখা দিল। প্রিন্স জনের পাশে যাঁরা বসেছিলেন, তাঁরা তাকে বললেন, "এবার থামবার আদেশ দিন। এমন একজন বীর যোদ্ধাকে অপমানের হাত থেকে বাঁচান।"

কিন্তু প্রিন্স তাদের কথায় কানই দিলেন না। বরং বললেন, "এই হতভাগা তার নাম পর্যন্ত গোপন রেখেছে। কাল টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছে। আজ অন্যরা সে সম্মানের অধিকারী হোক।" ঠিক এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সে দিনের টুর্নামেন্টের ফল অন্যরকম হয়ে গেল। তখন তরুণ নাইটের দলে একজন কালো

পোশাক পরা যোদ্ধা ছিলেন, তাঁর ঘোড়াটিও ছিল কালো। যেমন তাঁর, তেমনি তাঁর ঘোড়ার—দুইয়েরই খুব তেজব্যঞ্জক চেহারা। কিন্তু এতক্ষণ যাবত তিনি তেমন মন দিয়ে যুদ্ধ করছিলেন না। তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি সহজ আয়াসে সে আক্রমণ প্রতিহত করে যাচ্ছিলেন মাত্র, পালটা আক্রমণের কোন চেষ্টাই করেন নি। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনিও যেন একজন নিরাসক্ত দর্শক মাত্র। তার এই কালো পোশাকের জন্য তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল ব্ল্যাক নাইট।

তিনি যখন তাঁর দলপতির এই আসন্ন বিপদ দেখলেন, তখন যেন হঠাৎ তাঁর বীর্য জেগে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে রেজিনল্ডকে এমন আঘাত হানলেন, তিনি তা সহ্য করতে না পেরে ঘোড়াসুদ্ধ মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে তাঁর হাতের তরবারি ভেঙে যাওয়ায় তিনি এথেলস্টেনের হাত থেকে কুড়ালটি ছিনিয়ে নিয়ে তা দিয়ে তাঁর মাথায় এমন জোরে মারলেন, যে এথেলস্টেন তাঁর বিশাল বপু নিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এই দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে এভাবে ভূপাতিত করে ব্ল্যাক নাইট আবার নিরাসক্ত ভাবে তাঁর তাঁবুর দিকে ফিরে গেলেন। এর পর একা টেম্পলার ব্রায়েনকে কাবু করা তরুণ যোদ্ধার পক্ষে এমন আর কঠিন কি! অনেকক্ষণ যুদ্ধ করে ব্রায়েনের ঘোড়া পরিশ্রম ও রক্তপাতে কাবু হয়ে পড়েছিল। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে ব্রায়েনও ঘোড়া সমেত মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তরুণ যোদ্ধাও ঘোড়া থেকে নেমে ব্রায়েনকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে উদ্যত হলেন।

প্রিন্স জন দেখলেন, মহা বিপদ। এই আঘাত লাগলে ব্রায়েনের পরাজয় অনিবার্য। তাই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে দিলেন।

আহত নাইটদের তখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে নেওয়া হল। চার পাঁচ জন নাইটের মৃত্যু হয়েছে, ত্রিশ জনের মত নাইট সাংঘাতিক আহত হয়েছেন। কয়েকজন চির জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন।

এবার আজকের টুর্নামেণ্টের বিজয়ীর নাম ঘোষণা করার পালা। প্রিন্স জনের অভিপ্রায়, ব্ল্যাক নাইটকেই আজকের বিজয়ীর সম্মান দেওয়া হোক। কিন্তু অন্যান্য সকলে তাতে আপত্তি করলেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, উত্তরাধিকার-বঞ্চিত নাইটেরই এই সম্মান পাওয়া উচিত। কারণ তিনি একাই ছয়জন নাইটকে ভূপাতিত করেছেন, ব্রায়েনও তাঁর কাছেই পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু প্রিন্স জন তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। কিন্তু বারবার ডেকেও ব্ল্যাক নাইটের সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি অনেক আগেই রণক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেছেন। তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রিন্স জন কালকের বিজয়ীকেই আজকের বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

প্রিন্স জন তাঁকে বললেন, "আপনি ত আপনার নামও বললেন না। তাই আপনাকে উত্তরাধিকার-বঞ্চিত নাইট বলেই সম্বোধন করছি। আজ দ্বিতীয় বার আপনাকে আবার বিজয়ী বলে ঘোষণা করছি। আপনি যান, প্রেম ও সৌন্দর্যের রানীর হাত থেকে আপনি আপনার পুরস্কার গ্রহণ করুন।"

ব্যাণ্ড বাজতে লাগল, ঘোষকেরা উচ্চৈঃস্বরে বিজয়ী বীরের বিজয় ঘোষণা করতে লাগলেন, মহিলা দর্শকরা তাঁদের রুমাল ও ওড়না উড়িয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানাতে লাগলেন, অন্যান্য দর্শকরাও সকলে নানাভাবে তাদের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তার মধ্যে মার্শেলরা বিজয়ী বীরকে রোয়েনার আসনের কাছে নিয়ে গেলেন।

যেখানে গিয়ে তরুণ যোদ্ধা নতজানু হয়ে বসলেন। রোয়েনা তাঁর আসন থেকে নেমে এসে তাঁর মাথায় বিজয়-মুকুট পরাতে যাবেন, এমন সময় মার্শেলরা বলে উঠলেন, "বিজয়ী নাইট আগে তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলুন, তারপর বিজয় মুকুট পরান হবে। এই হচ্ছে নিয়ম।"

বিজয়ী নাইট মৃদুস্বরে কি বললেন, তা পরিষ্কার বুঝা গেল না। তবে শিরস্ত্রাণ খোলা তাঁর ইচ্ছা নয়, তাঁর কথায় তাই প্রকাশ পেল। মার্শেলরা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর শিরস্ত্রাণ খুলে দিতেই পঁচিশ বৎসর বয়সের একখানি সুন্দর তরুণ মুখ দেখা গেল। তাঁর মাথার চুল পাতলা, মুখখানি বিবর্ণ। তার দু এক জায়গায় রক্তের দাগ।

রোয়েনা তাঁর মুখ দেখেই অস্ফুট চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর মাথায় বিজয় মুকুটটি পরিয়ে দিয়ে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, "বীর নাইট। আপনার বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আজকের এই বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিচ্ছি। আপনার মত বীরের শিরেই এই মুকুট শোভা পায়।"

বিজয়ী নাইট মাথা নত করে রোয়েনাকে অভিবাদন করে তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন, এবং তার পরই তাঁর পায়ের কাছে অচেতন হয়ে শুয়ে পড়লেন।

সকলেই তাঁর এই অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। সেড্রিকও তাঁর আসন থেকে উঠে তাঁকে দেখতে গিয়ে দেখেন, এ তাঁরই নির্বাসিত পুত্র আইভ্যানহো।

মার্শেলরা তাড়াতাড়ি তাঁর গা থেকে সমস্ত সমর-সজ্জা খুলে ফেলতেই দেখা গেল, তাঁর বুকের এক জায়গায় বর্শার আঘাতে একটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে এবং তা থেকে রক্ত ঝরছে।

আট

আইভ্যানহোর পরিচয় প্রকাশ পাওয়া মাত্র তাঁর নাম সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। প্রিন্স জনের কাছে এ সংবাদ পোঁছালে তাঁর মুখে উদ্বেগের ছায়া দেখা দিল।

ত্ব ব্র্যাসি বললেন, "রেজিনল্ড যে সব জায়গীর ভোগ করছেন এবার তা আইভ্যানহোকে ছেড়ে দিতে হবে।"

আর একজন নাইট বললেন, "রাজা রিচার্ড যে জমিদারি ও প্রাসাদ আইভ্যানহোকে দিয়েছিলেন, রিচার্ডের রাজ্যচ্যুতির পর আপনি যা রেজিনল্ডকে দিয়েছেন, আইভ্যানহো বোধ হয় এবার তার সবই দাবি করবেন।"

প্রিন্স জন উত্তরে বললেন, "রেজিনল্ড আইভ্যানহোর মত তিনজনকে তাঁর খপ্পরে পূরে রাখতে পারবেন। আর আমার যাঁরা বিশ্বস্ত নাইট, যাঁরা সব সময়ই আমাকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের এই জায়গা জমি দান করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।"

এই বলে তিনি সেদিনকার মত উঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় একজন প্রতিহারী তাঁর হাতে একখানা চিঠি দিল।

তিনি প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই চিঠি কোথেকে এল?"

"একজন ফরাসী এ চিঠি নিয়ে এসেছে। সে নাকি আজই এই চিঠিখানা যাতে আপনার নিকট পৌঁছে, সেজন্য কাল সারাদিন সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।"

প্রিন্স উদ্বেগ-ব্যাকুল চিত্তে চিঠিখানা খুললেন। ফ্রান্সের রাজা জানিয়েছেন, "শয়তান মুক্তিলাভ করেছে। কাছেই সাবধান হোন।"

মাত্র দুটি ছত্র। কিন্তু তাতেই প্রিন্সের মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি ভগ্ন কণ্ঠে বললেন, "আমার দাদা রিচার্ড মুক্তিলাভ করেছেন।"

দ্য ব্র্যাসি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "এ ভুল খবরও হতে পারে। কিংবা চিঠিটাও জাল হতে পারে।"

"না, না, এ ফ্রান্সের রাজার নিজ হাতে লেখা চিঠি। চিঠিতে তাঁরই সীলমোহর। কাজেই এ জাল বা মিথ্যে হতে পারে না।"

"তবে ত সত্যি চিন্তার বিষয়। আমাদের তবে আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরও ইয়র্ক বা অন্য কোন সুবিধাজনক জায়গায় সমস্ত শক্তি সংহত করতে হবে। আর এ তামাশাও এখনই শেষ করা হোক।"

দ্য ব্র্যাসিও সায় দিয়ে বললেন, "নাইট ফিটজার সং পরামর্শই দিয়েছেন। তবে একটা কথা, সাধারণ যোদ্ধারা তাদের অস্ত্র-নৈপুণ্যের পরিচয় দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তাদের সে সুযোগ না দিয়ে তামাশাই বলুন, আর যাই বলুন, এই প্রতিযোগিতার যদি এখনই পরিসমাপ্তি করা হয়, তবে তারা সবাই ক্ষুণ্ণ হবে।"

প্রিন্সের আর একজন পার্শ্বচর বললেন, "কথাটা একবারে ফেলে দেবার মত নয়। এখনও সন্ধ্যা হতে ঢের দেরি। আমি বলি কি, যাদের ইচ্ছা, তাদের তীর ধনুকের খেলা দেখাবার সুযোগ দেওয়া হোক। সব চেয়ে ভাল তীরন্দাজকে একটা পুরস্কারও দেওয়া যাবে।"

শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হল। প্রিন্সের নির্দেশে ঘোষক তখন ঘোষণা করল, বিশেষ জরুরী কাজে প্রিন্স জন কাল অন্যত্র ব্যস্ত থাকবেন। কাজেই টুর্নামেন্টের আজই পরিসমাপ্তি হল। তবে সাধারণ যোদ্ধাদের মধ্যে যাঁরা ইচ্ছা করেন, তাঁরা এখনই তীর-ধনুক নিয়ে তাঁদের নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিতে পারেন। যিনি সব চেয়ে

ভাল তীরন্দাজ বলে প্রমাণিত হবেন, তাঁকে যথাযোগ্য পুরস্কার দেওয়া হবে।”

প্রথমে প্রায় ত্রিশ জন তীরন্দাজ এগিয়ে এল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র আট। বাকী সব কয়জন পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াল। প্রিন্স জন তাঁর আসন থেকে নেমে এসে প্রতিযোগী কয়জনকে দেখতে গিয়ে দেখলেন, গতকাল যে তীরন্দাজটি তাঁর সঙ্গে উদ্ধতভাবে কথাবার্তা বলেছিল, সেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখেই প্রিন্স জন বললেন, “কাল ত খুব বড়াই করেছিলে। কিন্তু আজ তোমার নৈপুণ্যের পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেয়েও এমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ যে!”

“এদের সাথে আমাকে তীর ছুড়তে দেওয়া হবে কিনা জানি না। দিলেও একই রকম লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা হবে কিনা তাও আমার জানা নেই। তাছাড়া আমি বিজয়ী হয়ে পুরস্কারটি হস্তগত করলে আপনি মোটেই খুশী হবেন না।”

তার এই কথায় প্রিন্স জনের মুখ-চোখ লাল হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি?”

“আমার নাম লক্সলি।”

“তোমাকেও তীর ছুড়তে হবে। তুমি যদি বিজয়ী হও, তবে নির্দিষ্ট পুরস্কার ছাড়াও আমি তোমাকে অতিরিক্ত কুড়িটি মুদ্রা দেব। আর যদি হেরে যাও, তবে তোমার জামা খুলে বাক্যবাগীশ বলে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব।”

“এতে আমার উপর সুবিচার করা হবে না। যাক আপনার যখন এই ইচ্ছা, তখন তাই হবে।”

ক্রীড়াভূমির একবারে দক্ষিণ প্রান্তে চাঁদমারি পোঁতা হল। তীরন্দাজরা এক একজন তিনটি করে তীর ছুড়তে লাগল। তার মধ্যে দশটি চাঁদমারির ভেতরে পড়েছে, বাকীগুলি তার আশেপাশে

পড়েছে। সেই দশটির মধ্যে আবার মাত্র দুটি তীর চাঁদমারির কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি পড়েছে। এই দুটিই হিউবার্টের। সে ম্যালভইসিনের একজন অরণ্যরক্ষক। তাকেই আটজনের মধ্যে বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হল।

প্রিন্স জন তখন লক্সলিকে বললেন, "এবার তোমার আর হিউবার্টের মধ্যে পরীক্ষা হবে।"

হিউবার্টই প্রথমে তীর ছুড়ল। তীরটি চাঁদমারির ঠিক মধ্য বিন্দুতে না লেগে সামান্য একটু দূরে লাগল। এবার লক্সলির পালা। তার তীরও ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে না লাগলেও তার অনেকটা কাছেই লেগেছে দেখা গেল।

এই দেখে প্রিন্স জন বিষম চটে গেলেন। হিউবার্টকে বললেন, "তুমি যদি এই বাউণ্ডেলের কাছে হেরে যাও, তবে তোমাকে শূলে চড়াব।"

এবার হিউবার্ট খুব মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে তীর ছুড়ল, আর সেটি চাঁদমারির ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বিদ্ধ হল। দর্শকরা তার কৃতিত্বে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

প্রিন্স জন তখন ব্যঙ্গের সুরে লক্সলিকে বললেন, "এবার কি করবে? তোমার তীর ত আর হিউবার্টের তীরকে সরাতে পারবে না।"

"তা পারবে না, তবে আমি আমার তীর দিয়ে তার তীরকে দু'ফালা করে দেব।" বলেই সে তার ধনুকের জ্যা টেনে তীর ছুড়ল। সোঁ করে তা গিয়ে হিউবার্টের তীরকে দুভাগ করে সেটি চাঁদমারির কেন্দ্রবিন্দুতে বিদ্ধ হল।"

তার এই আশ্চর্য দক্ষতা দেখে দর্শকরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকেই বলতে লাগলেন, "লক্সলি মানুষ নয়, জাদুকর।"

লক্সলি তখন প্রিন্স জনকে বলল, "পরীক্ষার নামে এতক্ষণ শুধু

ছেলেখেলাই হল। উত্তর ইংলণ্ডে আমরা যেভাবে তীরন্দাজদের নৈপুণ্যের পরীক্ষা করি, এখানে তা করবার অনুমতি পাব কি ?"

প্রিন্স জন অনুমতি দিলে লক্সলি প্রায় ছয় ফুট লম্বা একটা খুব সরু উইলো গাছের ডাল মাটিতে পুঁতে বলল, "একশো গজ দূর থেকে একে তীরবিদ্ধ করতে হবে।"

এই প্রস্তাব শুনেই হিউবার্ট বলল, "এই ধরনের লক্ষ্যভেদ কেউ কোন দিন করতে পেরেছে বলে আমি শুনিনি। আমার দ্বারা এ হবে না। আমি পরাজয় স্বীকার করছি।"

লক্সলি তখন তাঁর ধনুক বাগিয়ে তীর ছুড়ল। আর সেটি গিয়ে ঠিক উইলোর ডালেই লাগল। তার এই অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখে সবাই একবারে থ' হয়ে গেল। চোখে দেখেও মনে হল এ অসম্ভব, অবিশ্বাস্য!

প্রিন্স জনও তার এই নৈপুণ্যে ক্ষণেকের তরে তার উপর বিদ্বেষ ভুলে গেলেন। তার হাতে বিজয়ীর পুরস্কার তুলে দিয়ে তাকে আরও বিশটি মুদ্রা অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে বললেন, "তুমি যদি আমার দেহরক্ষীর কাজ করতে রাজী হও, তবে তোমাকে পঞ্চাশ মুদ্রা করে দেব।"

লক্সলি তখন সবিনয়ে বলল, "আমায় মাপ করবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, চাকুরিই যদি করতে হয়, তবে আপনার দাদা রাজা রিচার্ড ছাড়া আর কারও চাকুরি করব না। আপনার এই কুড়িটি মুদ্রা হিউবার্টকে দেবেন। সে বেচারা যদি পরীক্ষা থেকে পিছিয়ে না যেত, তবে সেও আমারই মত কৃতকার্য হতে পারত।" এই বলে সে ভিড়ের মধ্যে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রিন্স জন একটি ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। তাতে নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও যেমন অনেক, ভোজের ব্যবস্থাও ছিল অপর্যাপ্ত। সেড্রিক, এথেলস্টেন এবং আরও কয়েক জন স্যাক্সনও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। নরম্যানরা ত ছিলেনই।

খেতে খেতে টুর্নামেণ্টে আইভ্যান হোর বীরত্ব, ধনুর্বিদ্যায় লক্সলির কৃতিত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগল।

সেড্রিক এবং এথেলস্টেন তাঁদের স্যাক্সন পোশাক পরে এসেছিলেন। সে পোশাক মূল্যবান হলেও তখনকার দিনে তা অচল। প্রিন্স জন অনেক কষ্টে হাসি চেপে রাখলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য নিমন্ত্রিত নরম্যানরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিরূপ আলোচনা শুরু করলেন। তাই শুনে সেড্রিক ও এথেলস্টেন দুজনেই মনে মনে চটে গেলেন।

প্রিন্স জন তখন এ আলোচনা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে একটি পানপাত্র হাতে নিয়ে বললেন, "আমি বীর আইভ্যান হোর স্বাস্থ্য পান করছি। আশা করি আপনারা সবাই আমার সাথে যোগ দেবেন।"

কিন্তু সেড্রিক তাঁর আপত্তি জানালেন। বললেন, "সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজা রিচার্ডের সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। তার স্বাস্থ্যপানের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।"

তাঁর এই কথায় সমস্ত নরম্যানরাই বিরক্ত হলেন। প্রিন্স জন পর্যন্ত তাঁর বিরক্তি গোপন করলেন না। তারপর যখন বুঝলেন যে, তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে কোন অতিথিকে অপমান করা অশোভন, তখন ব্যাপারটা লঘু করবার জন্য তিনি প্রথমে সেড্রিকের, পরে এথেলস্টেনের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করলেন। কিন্তু তাতেও স্যাক্সনদের মনের মেঘ কাটল না। তখন প্রিন্স জন সেড্রিককে বললেন, "আপনিই তাহলে একজন নরম্যানের নাম করুন, যার স্বাস্থ্যপান করতে আমাদের কারও আপত্তি হবে না।"

তিনি আশা করেছিলেন, সেড্রিক তাঁরই নাম করবেন। কিন্তু তাঁর সে আশা নির্মূল করে সেড্রিক উদার হৃদয় রাজা রিচার্ডের নাম প্রস্তাব করলেন। সবাই তখন তাঁর স্বাস্থ্যপান করতে করতে

বললেন, "রাজা রিচার্ড দীর্ঘজীবী হোন। আবার তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন।"

একমাত্র প্রিন্স জনই বিরস মুখে কলের পুতুলের মত অন্য সকলের সাথে নিতান্ত অনিচ্ছায় যোগ দিতে বাধ্য হলেন।

প্রিন্স জনকে এভাবে জব্দ করে সেড্রিক এথেলস্টেনকে বললেন, "প্রিন্সের আতিথ্যের প্রতিদান দেওয়া হয়েছে। এবার ওঠা যাক।"

এই বলে তিনি এবং এথেলস্টেন অন্য কয়েকজন অতিথিসহ ভোজসভা ত্যাগ করে গেলেন।

নয়

ব্ল্যাক নাইট সবার অলক্ষিতে টুর্নামেন্ট থেকে বেরিয়ে বনপথে যেতে যেতে এক সময় পথ হারিয়ে ফেললেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাতের মত একটা আশ্রয় প্রয়োজন। তা ছাড়া সারাদিনের পরিশ্রমে ঘোড়াটিও ক্লান্ত। তারও খাওয়া এবং বিশ্রাম প্রয়োজন। নিজেও পরিশ্রান্ত। তাই তিনি ঘোড়াটিকে আপন ইচ্ছামত চলতে দেওয়ার জন্য লাগাম আলগা করে দিলেন।

খানিক দূর গিয়ে গির্জার ঘণ্টার মত একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে গিয়ে তিনি একটি গির্জার ভগ্নাবশেষ দেখতে পেলেন। সে গির্জারই একটি পুরানো শেওলাধরা ঘণ্টা বাতাসের বেগে আন্দোলিত হয়ে মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। এ তারই শব্দ।

গির্জার অদূরে ওক্ গাছের বেড়া ও আগল দেওয়া একটি কুটীর। পাশেই একটি পাহাড়ী ঝরনা।

ব্ল্যাক নাইট তাঁর ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর বর্শার বাঁট দিয়ে দরজায় আঘাত করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর ভেতর থেকে উত্তর এল, "এগিয়ে যাও। এখানে গোলমাল করে যীশুর একজন দীন সেবকের সান্ধ্য উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটিও না।"

"ফাদার! আমি একজন পথহারা পথিক। আজ রাত্রের মত আশ্রয় দিয়ে আপনি আপনার দয়া ও আতিথেয়তার পরিচয় দিবার সুযোগ গ্রহণ করুন।"

"ভাই, আমিও তোমাকে মিনতি করে বলছি, আমাকে আর বিরক্ত করো না।"

"আশ্রয় যদি নাই মেলে, তবে দয়া করে অন্ততঃ পথের হদিস দিন। পথ হারিয়েই আমি আপনার এখানে এসেছি।"

"এখান থেকে সোজা কিছু দূর গেলেই একটি জলা পাবে। তার কিছু দূরে ছোট একটি নালা। এখন তা হেঁটে পার হওয়া যাবে। নালাটি পার হয়ে ডানদিকে যাবে। তবে সাবধানে যেতে হবে। কারণ পথটা বেশ খাড়া, তা ছাড়া মাঝে মাঝে ভেঙেও গেছে।"

বাধা দিয়ে নাইট বললেন, "থাক থাক, আর বলতে হবে না। রাতের বেলায় আমি জলা নালা খানা খোন্দ দিয়ে যাব না। হয় আপনি দরজা খুলে আমায় আশ্রয় দিন, নয়ত আমি দোর ভেঙে ঘরে ঢুকব।" এই বলে তিনি দোরের উপর দমাদ্দম আঘাত হানতে লাগলেন।

বেগতিক দেখে ফাদার তখন বললেন, "থাম থাম, আমিই দোর খুলে দিচ্ছি।"

ফাদার দোর খুলে দিলেন। দেখা গেল তাঁর বেশ মোটাসোটা বলিষ্ঠ গড়ন। তাঁর এক হাতে একটি মশাল, আর এক হাতে একটি মোটা লাঠি। তাঁর পিছনে দুটি কুকুর। ফাদারের ইঙ্গিত পেলেই তারা আগন্তুকের উপর লাফিয়ে পড়বার জন্য উদগ্রীব।

কিন্তু ফাদার যখন ব্ল্যাক নাইটের সাজসজ্জা এবং তাঁর বীরত্ব-ব্যঞ্জক চেহারা দেখলেন, তখন সুর নরম করে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং টেবিলের এক পাশের একটি আসনে তিনি বসলেন, এবং অপর পাশের একটি আসনে নাইটকে বসতে বললেন। তারপর দুজনই দুজনকে বেশ মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর নাইটই প্রথম মুখ খুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার ঘোড়াটি কোথায় রাখব? রাত্রে কি খাবার মিলবে? শোবই বা কোথায়?"

ফাদার ঘরের দুটি কোণ দেখিয়ে বললেন, "এই কোণে আপনার ঘোড়া বাঁধবেন, আর ওই কোণে আপনি শোবেন।"

তারপর একটি থালায় কিছু শুকনা ছোলা দিয়ে বললেন, "এই

আপনার রাত্রির খাবার।" তিনি নিজেও আর একটা থালায় কিছু শুকনা ছোলা নিলেন।

খাবারের এই নমুনা দেখে ব্ল্যাক নাইট একটু হতাশ হলেন। ফাদার তাঁর থালা থেকে মুঠো মুঠো ভাজা ছোলা খেতে শুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি ব্ল্যাক নাইটও দুই এক মুঠো চিবিয়ে পানীয় চাইলেন।

ফাদার তখন তাকে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল খেতে দিলেন।

ব্ল্যাক নাইট হেসে বললেন, "ফাদার! শুধু শুকনো ছোলা আর ঝরনার জল খেয়ে যেমন চেহারাটি বাগিয়েছেন, তাতে সবারই হিংসে হবে। আপনাকে দেখলে মনে হয় এই বনের মধ্যে নির্জন কুটীরে বসে জপের মালা আর উপাসনা নিয়ে থাকার চেয়ে, মল্লযুদ্ধে যোগ দিয়ে বিজয়ী হওয়া, গদাযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে হারানো, কিংবা অসিযুদ্ধে নৈপুণ্য দেখানোই আপনার পক্ষে বেশী শোভা পায়।"

"নামমাত্র খাওয়া-দাওয়া করেও যে এ শরীর হয়েছে, এ ভগবানেরই দয়া।"

"দয়া করে আপনার নামটি বলবেন কি?"

"সবাই আমাকে কপম্যান-হার্স্ট গির্জার সহকারী পাদরী বলেই জানে। আপনার নামটি বলবেন কি?"

"সবাই আমায় ব্ল্যাক নাইট বলে ডাকে। কেউ কেউ আবার তার সাথে কুঁড়ের বাদশা কথাটিও জুড়ে দেয়। কারণ নাম-যশের জন্য আমার কোন চেষ্টাই নেই।"

তাঁর উত্তর শুনে ফাদারের মুখে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনার কথা শুনে ত আপনাকে বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে। তবে আমার এই সামান্য খাদ্যে আপনার তৃপ্তি হয়নি বুঝতে পারছি। কিছুদিন আগে একজন আমাকে কিছু খাবার দিয়ে গেছিল। তার কথা ভুলেই গেছিলাম। জপ তপ নিয়ে সারা দিনরাত এত ব্যস্ত থাকি যে, এই সব সামান্য কথা মনেই থাকে না।"

ব্ল্যাক নাইট হাসতে হাসতে বললেন, "আপনার কুটীরে যে শুকনো ছোলার চেয়েও ভাল খাবার আছে, আপনার চেহারা দেখেই আমার মনে হয়েছিল। যাক সে কথা, কি আছে বের করুন দেখি।"

ফাদার প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেন। তারপর অন্ধকার কোণে এক আলমারি থেকে একটা থালায় মস্ত একটা কেক এনে হাজির করলেন। ব্ল্যাক নাইট বিন্দুমাত্র দেরি না করে তাঁর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তা মুখে পুরতে লাগলেন।

ফাদার সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর খাওয়া দেখতে লাগলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে নাইট বললেন, "আমি প্যালেস্টাইনে ছিলাম। সেখানে দেখেছি, প্রত্যেক গৃহস্থই অতিথিকে সবচেয়ে ভাল খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করেন এবং অতিথিকে যা দেন, নিজেও তার অংশ গ্রহণ করেন। তাই আমার অনুরোধ, আপনিও কেকের কিছুটা অংশ গ্রহণ করুন।"

ফাদার এই অনুরোধটুকুর জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন। নাইটের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তিনি বাকী কেকটা ভেঙে ভেঙে বড় বড় টুকরা মুখে ফেলতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হল, কে কতটা বেশী খেতে পারেন।

খাওয়া শেষ হলে নাইট বললেন, "বেশ ভালো খাওয়াই হল। এবারে একটু ভাল পানীয়ের ব্যবস্থা করুন। আমার বিশ্বাস, আপনার ভাঁড়ারে তারও অভাব নেই।"

ফাদার একটু মুচকি হেসে সেই আলমারি থেকে এক বোতল মদ ও দুটি পানপাত্র নিয়ে এলেন। দুজনেই পানপাত্র পূর্ণ করে খেতে শুরু করলেন।

নাইট তখন ফাদারকে বললেন, "আপনাকে যতই দেখছি, ততই যেন আপনাকে রহস্যময় মনে হচ্ছে। আশা করি বিদায় নেবার আগে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারব।"

ফাদার উত্তরে বললেন, "আপনার শৌর্য-বীর্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার মাত্রা জ্ঞান একটু কম দেখছি। আপনি যদি আমার ব্যাপারে বেশী ঔৎসুক্য দেখান, তবে আপনাকে এমন শিক্ষাই দেব যে, বাকী জীবনে আর তা ভুলতে পারবেন না।"

"তাই নাকি ? বেশ আপনার এই চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করছি। কি নিয়ে লড়বেন বলুন।"

"আমাকেই বলতে হবে ? বেশ।" এই বলে তিনি আর একটি আলমারি খুললেন। তাতে ঢাল তলোয়ার, তীর ধনুক বোঝাই। একপাশে একটি বীণা।

ব্ল্যাক নাইট তখন বললেন, "এ সব ধর্মযাজকের উপযুক্ত জিনিসই বটে। যাক, আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করব না। কারণ আপনার আলমারির এই সব অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যেই আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আপনার ঢাল তলোয়ার থাক, ও নিয়ে আমাদের শক্তি পরীক্ষায় আমার আগ্রহ নেই। বরঞ্চ এইটি নিয়েই আপনার নিকট আমার কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া যাক।" এই বলে তিনি বীণা যন্ত্রটি বের করে নিলেন।

ফাদারও তখন বললেন, "আপনি যে কুঁড়ের বাদশা এটা হয়ত একবারে মিথ্যে নয়। তবে এও ঠিক, আপনার সম্বন্ধেও আমার মনে বেশ সন্দেহ জাগছে। তবে আপনি আজ আমার অতিথি। কাজেই আপনার অমতে আপনাকে আর অস্ত্র ধারণ করতে বলব না। তার চেয়ে আসুন, পানপাত্র ভরে নেই, আপনি বাজাতে শুরু করুন। দুজনে রাতভোর আনন্দ করি।"

কিছুক্ষণের মধ্যে বাজনা এবং তার সাথে গান জমে উঠল। দেখা গেল, দুজনই এ বিদ্যায় সমান পারদর্শী। দুজনেই তাতে বিভোর হয়ে গেলেন।

দশ

সেড্রিক যখন দেখলেন আইভ্যান হো মূর্ছিত হয়ে গেলেন, তখন পিতৃস্নেহে তাঁর প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠল। কিন্তু যে ছেলে তাঁকে অগ্রাহ্য করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, যাঁকে তিনি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, এতগুলি লোকের সামনে তাঁর সম্বন্ধে কোন দুর্বলতা দেখাতেও তিনি কুণ্ঠিত বোধ করলেন। তাই অস্টওয়াল্ড নামে তাঁর একজন অনুচরের উপর আইভ্যান হোর দেখাশুনার ভার দিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য সমাধা করলেন।

অস্টওয়াল্ড আঁতিপাতি করে খুঁজেও কোথাও আইভ্যান হোর কোন সন্ধান পেল না। এমন সময় ছদ্মবেশী গার্থের উপর তার নজর পড়ল। হঠাৎ আইভ্যান হো কোথায় অদৃশ্য হলেন, এই চিন্তায় গার্থ এতই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল যে, তার ছদ্মবেশ সম্বন্ধে যে তার সতর্ক থাকা উচিত, সে কথা সে বেমালুম ভুলে গেল। ফলে অস্টওয়াল্ড গার্থকে পাকড়াও করে তার মনিবের কাছে নিয়ে চলল।

একে তাকে জিজ্ঞাসা করে অস্টওয়াল্ড আইভ্যান হো সম্পর্কে শুধু এইটুকু সংবাদ সংগ্রহ করতে পারল যে, কয়েকজন সুসজ্জিত বাহক একজন মহিলা দর্শকের শিবিকায় করে খুব যত্ন করে তাঁকে অন্যত্র নিয়ে গেছে।

পুত্রের কোন খোঁজখবর না পেয়ে সেড্রিক মনে মনে খুবই ব্যাকুলতা বোধ করছিলেন। অস্টওয়াল্ডের মুখে এই সংবাদ শুনে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। এবার তাঁর মনে অভিমান জেগে উঠল। তাই তিনি পাশের একজনকে বললেন, "হতভাগা যে চুলায় ইচ্ছা যাক! যাদের জন্য সে আমাকে ছেড়ে গেছে, তারাই তার সেবা-শুশ্রূষার ভার নিক। আমার কোন্ দায়!"

এই বলে তিনি তাঁর অনুচরদের আদেশ দিলেন, "ঘোড়া নিয়ে এস।"

এথেলস্টেনও বললেন, "এখন রওনা না হলে সেণ্ট উইথহোল্ড মঠের অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আর আমরা না গেলে তাঁর সব আয়োজনই পণ্ড হবে।"

যাহোক তাঁরা তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে মঠে ঠিক সময়েই হাজির হলেন। সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পান আহার চলল। তারপর তাঁরা বাড়ির পথ ধরলেন।

মাঝে অনেকখানি বনপথ। তখন এ পথ মোটেই নিরাপদ ছিল না—বিশেষতঃ রাত্রিকালে। দস্যুরা দল বেঁধে পথিকদের আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করত। অনেক সময় তাদের প্রাণহানিও করত। সেড্রিক এবং এথেলস্টেন দুই জনেই যোদ্ধা, তা ছাড়া তাঁদের সাথে দশজন অনুচর ছিল। এ ছাড়া ছিল ওয়াম্বা এবং গার্থ। ওয়াম্বা ভাঁড়, যুদ্ধবিদ্যা জানেই না। গার্থও আপাততঃ বন্দী। তবুও তাঁরা নির্ভয়েই চলতে লাগলেন।

কিছু দূর যেতেই তাঁদের কানে এল কে যেন সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। সেই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করে এগিয়ে যেতেই তাঁরা দেখলেন, পথের পাশে একটা শিবিকা পড়ে আছে, তার পাশে এক ইহুদী তরুণী বসে আছে। তার পরিধানে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ। একটু দূরে হলদে টুপি পরা এক বৃদ্ধ ইহুদী অস্থির ভাবে পায়চারি করছেন। তাঁর চোখে মুখে ভয় এবং হতাশার চিহ্ন সুপরিস্ফুট।

বৃদ্ধ ইহুদীটি ইয়র্কের আইজাক। তাঁর মুখে শোনা গেল, তাঁর একটি অসুস্থ বন্ধুকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি অশ্ব-শিবিকা ও ছয়জন রক্ষী ভাড়া করেছিলেন। ডঙ্কেনস্টার শহর পর্যন্ত তাঁদের পৌঁছে দেবার কথা। এ পর্যন্ত তাঁরা নিরাপদেই এসেছেন। কিন্তু এখানে বসে যেই রক্ষীরা শুনল যে পথে দস্যুর ভয় আছে, অমনি

তারা শুধু পালিয়েই গেছে তাই নয়, শিবিকাটি ফেলে রেখে তার ঘোড়া কয়টিও নিয়ে গেছে। এই বনে তাঁদের রক্ষার আর কোন উপায়ই নেই। যে কোন সময় দস্যুরা এসে তাঁর এবং তাঁর মেয়ের সব কিছু কেড়ে নিতে পারে, তাঁদের প্রাণেও মেরে ফেলতে পারে। তাই তাঁর একান্ত অনুরোধ, সেড্রিক যেন তাঁদের তাঁর দলের সঙ্গে যাবার অনুমতি দেন।

সেড্রিক কোন উত্তর দিবার আগেই এথেলস্টেন গর্জন করে উঠলেন, "ইহুদী কুকুর! টুর্নামেণ্টে গ্যালারিতে বসবার জন্য আমার সাথে কিরূপ অভদ্র ব্যবহার করেছিলে, তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ? দস্যুরা তোমাদের আক্রমণ করলে তুমি আত্মরক্ষার জন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, না পালিয়ে যাবে, না তাদের সাথে আপসে মিটমাট করবে—সে তুমি জানো। আমাদের কাছে তুমি কোন সাহায্য পাবে না, আমাদের সাথেও তোমাকে যেতে দেব না। এত দিন সুদ খেয়ে খেয়ে পেট মোটা করেছ, এবার তোমার সর্বস্ব গেলেই আমরা খুশী হব।"

সেড্রিক এথেলস্টেনের প্রস্তাব সমর্থন করলেন না। তিনি বললেন, "বেচারা যখন সাহায্য চাইছে, আমাদের সাহায্য করা দরকার। আমি বলি কি, আমরা এদের দুটি ঘোড়া আর দুজন অনুচর দিয়ে যাই। তা হলেই তারা সামনের গ্রামে গিয়ে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে পারবে। আমাদের দুজন লোক কমে যাবে বটে, কিন্তু এথেলস্টেন, আপনি যখন সঙ্গে আছেন, তখন আপনি একাই কুড়ি জন দস্যুকে কাবু করতে পারবেন।"

দস্যুদের কথা শুনে রোয়েনাও বাপের প্রস্তাবই সমর্থন করলেন। এমন সময় রেবেকা এসে রোয়েনার শিবিকার কাছে নতজানু হয়ে বসে বললেন, "আমার বা আমার বাবার জন্য নয়, আমাদের সঙ্গের অসুস্থ ভদ্রলোকের জন্য আমি আপনার দয়া-ভিক্ষা করছি। তাঁকে সাবধানে নিয়ে যাওয়া দরকার। তাঁকে সবাই

ভালোবাসে, আপনিও বাসেন। তাই আপনার নিকট আমার এই মিনতি।"

রেবেকা এমন কাতর স্বরে রোয়েনার দয়া ভিক্ষা করলেন যে, রোয়েনার মন তাতে গলে গেল। তিনি তাঁর বাবাকে বললেন, "এই ইহুদীটি বৃদ্ধ ও দুর্বল, তার মেয়েটি তরুণী ও সুন্দরী, তাদের সঙ্গের বন্ধুটি অসুস্থ। কাজেই আমাদের দুটি ঘোড়ার পিঠের বোঝাগুলি দুটি ক্রীতদাস বয়ে নিয়ে যাক। তা হলে ঘোড়া দুটি অসুস্থ ভদ্রলোকের শিবিকাটি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর আমাদের দুটি ঘোড়ার একটিতে ইহুদী আর একটিতে তার মেয়ে চড়ে আমাদের সাথেই যেতে পারবে।"

সেড্রিক রোয়েনার কথায় রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু এথেলস্টেন বললেন, "তাহলে তারা আমাদের দলের একেবারে শেষে থাকবে। সেখানে ওয়াম্বা তাঁর শুয়রের মাংসের বর্ম নিয়ে তাদের রক্ষা করবে।"

ওয়াম্বা অমনি উত্তর দিল, "আমার চেয়েও বড় বড় নাইটরা তাঁদের বর্ম টুর্নামেণ্টে ফেলে এসেছেন। তাঁদের দেখাদেখি আমিও আমার বর্ম সেখানে ফেলে এসেছি।"

তার এই শ্লেষবাক্যে এথেলস্টেনের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। কারণ টুর্নামেণ্টে পরাজিত হয়ে তাঁকেও তাঁর অস্ত্রশস্ত্র বিজয়ীকে দিয়ে আসতে হয়েছে।

রোয়েনা রেবেকাকে তাঁর পাশে পাশেই যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু রেবেকা সে অনুরোধ সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "সেটা ভাল দেখাবে না। আপনি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

একটি ঘোড়ায় গার্থ ছিল। তাকে তা থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। এই ফাঁকে ওয়াম্বা তার হাতের বাঁধন একটু আলগা করে দিল। অমনি গার্থ এক সুযোগে তার হাতের বাঁধন একবারে

খুলে ফেলে বনের মধ্যে পালিয়ে গেল। দলের কেউ তখন তা লক্ষ্য করল না।

এক জায়গায় পথ এত সংকীর্ণ যে পাশাপাশি দুইজনের বেশী চলবার উপায় নেই। সামনেই একটা ছোট নালা। তার পর রাস্তা, জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা, রাস্তার দুপাশে ঘন উইলোর ঝোপ। সেড্রিক এবং এথেলস্টেনই আগে আগে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দেখলেন, এখানেই দস্যুদের আক্রমণের মস্ত সুবিধা। কিন্তু আর কোন উপায় না দেখে তারা তাড়াতাড়ি চলতে লাগলেন। তাঁরা দুজনে নালাটি মাত্র পার হয়েছেন, সঙ্গের অনুচরদের অনেকেই তখনও নালার ওপারেই রয়ে গেছে, এমন সময় তাঁরা চারদিক থেকে দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। এই হঠাৎ বিপদে তাঁরা এমন হকচকিয়ে গেলেন যে, দস্যুদের ঠিক মত বাধাও দিতে পারলেন না।

ফলে ওয়াম্বা ছাড়া আর সবাই দস্যুদের হাতে বন্দী হলেন।

ওয়াম্বা একটা তরবারি হাতে বেশ খানিকক্ষণ বাধা দিল। কয়েকজন দস্যুকে কাবুও করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখে সে হই-হট্টগোলের মধ্যে এক ফাঁকে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

ঝোঁকের মাথায় পালিয়ে এলেও সব গোলমাল যখন থেমে গেল, তখন সে ভাবতে লাগল, দস্যুদের হাতে ধরা দিয়ে তার মনিবের ভাগ্যেরই ভাগীদার হবে কিনা। সে বিড়বিড় করে বলল, "সবাই ত স্বাধীনতার জয়গান করে। আমি ত এখন স্বাধীন। আমার এখন কি করা উচিত কে বলে দেবে?"

এমন সময় ঝোপের মধ্য থেকে গার্থ ডাকল, "ওয়াম্বা!"

"গার্থ নাকি?" বলতে বলতেই গার্থ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল, "খানিক আগে চিৎকার চেঁচামেচি, তলোয়ারের ঠোকাঠুকির শব্দ শুনলাম। ব্যাপার কি ওয়াম্বা?"

"আমাদের মনিব আর এথেলস্টেন তাঁদের দলবল সহ দস্যুদের হাতে বন্দী হয়েছেন।"

ভেতরে প্রবেশ করলেন রেজিনল্ড, তাঁর পেছনে দুইজন মুসলমান ভৃত্য। [পৃ ৮৬

"বন্দী হয়েছেন! বাধা দেন নি?"

"আমাদের মনিব বাধা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এথেলস্টেন তৈরী হওয়ার সময়ই পেলেন না, আর সবাইর ত তৈরী হবার কথাই ওঠে না। কাজেই সবাই বন্দী হলেন।"

এমন সময় এক তৃতীয় ব্যক্তি সেখানে হঠাৎ হাজির হল। তার চেহারা দেখে গার্থ এবং ওয়াম্বা প্রথমে ভেবেছিল এও বুঝি একজন দস্যু। কিন্তু পরে দেখল সে দস্যু নয়, দ্বিতীয় দিনের টুর্নামেণ্টে ধনুর্বিদ্যায় বিজয়ী বীর লক্সলি।

লক্সলি জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার? এখানে কারা কাকে আক্রমণ করে বন্দী করে নিয়েছে?"

ওয়াম্বা উত্তরে বলল, "খানিকটা এগিয়ে গেলেই তাদের দেখা মিলবে। চেহারায় তারা অনেকটা তোমারই মত। গিয়ে দেখ, তোমার দলেরই লোক কিনা।"

"সে আমি দেখছি। কিন্তু আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা দুজনে এক পাও নড়বে না। নড়েছ কি মরেছ, মনে থাকে যেন।"

এই বলে লক্সলি বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ফিরে এসে গার্থকে বলল, "কাদের হাতে তোমাদের মনিব বন্দী হয়েছেন আমি জেনে এসেছি। তোমরা দুজনেই সেড্রিকের বিশ্বাসী অনুচর। আশা করি তাকে উদ্ধারের চেষ্টায় তোমরা বিমুখ হবে না। আমার সাথে চলো।"

এই বলে লক্সলি খুব তাড়াতাড়ি বনপথে ছুটতে লাগল। গার্থ এবং ওয়াম্বাও তার পিছনে পিছনে ছুটল। পাকা তিন ঘণ্টা দৌড়ে যাবার পর তারা বনের মধ্যেই একটা খোলা জায়গায় এসে হাজির হল। সেখানে একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের তলায় চার পাঁচজন শুয়ে আছে, আর একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। লক্সলিকে দেখেই তারা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। লক্সলি তাদের বলল, "তোমাদের মধ্যে দুজন রেজিনল্ডের দুর্গপ্রাসাদ টরকুইলস্টোনের

দিকে যাও। আমাদের ছদ্মবেশে কয়েকজন যোদ্ধা বন থেকে কয়েকজনকে বন্দী করে নিয়ে সেদিকেই যাচ্ছে। তারা প্রাসাদে পৌঁছবার আগেই আমাদের দলবল নিয়ে ওখানে পৌঁছতে হবে। আর তা যদি না পারি, তবে বন্দীদের উদ্ধার করা হবে আমাদের কর্তব্য। দুজন বাদে আর বাকী সব আমাদের দলের সবাইকে খবর দাও। রাত পোহাতে না পোহাতেই সবাইকে নিয়ে এখানে হাজির হবে।"

তার আদেশ মত যে যার কাজে চলে গেল। লক্সলিও তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে কপম্যান-হার্স্ট গির্জার দিকে রওনা হল। তারা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল, তখন শুনল কুটীরের ভিতরে ফাদার আর তাঁর অতিথি তারস্বরে গান গাইছে।

লক্সলির ডাক ফাদারের কানে যেতেই তিনি ব্ল্যাক নাইটকে বললেন, "এবার হয়ত আরও সম্মানিত অতিথি আসছেন। তাঁদের সামনে আমাদের এভাবে বেরোনো ঠিক হবে না। আপনি তাড়াতাড়ি আপনার পোশাকটা পরে ফেলুন, আমিও এই সুরা-পাত্রগুলি এখান থেকে সরাই। তারপর বীণাটা বাজিয়ে আস্তে আস্তে গান শুরু করুন।"

ব্ল্যাক নাইট একটু হেসে বীণা বাজাতে বাজাতে গান ধরলেন। বাইরে থেকে লক্সলি বলে উঠল, "রাত দুপুরে প্রভাতী উপাসনা! কি ব্যাপার ?"

"ভগবানের নাম করছি, এখন বিরক্ত না করে নিজের পথ দেখো।" ফাদার ভিতর থেকে উত্তর দিলেন।

"আরে, আমি লক্সলি। দোর খুলুন।"

"ও লক্সলি! তবে ত আমাদের বন্ধুলোক।" ফাদার নাইটকে বললেন।

"কি রকম বন্ধু বলুন ত!" নাইট জিজ্ঞাসা করলেন।

"কি রকম বন্ধু? এ ত বড় শক্ত প্রশ্ন করলেন! আমাদের

বন্ধু—ইনিই ত আমাকে কেক এবং মদ দিয়ে গিয়েছিলেন, যা এতক্ষণ খেলেন।"

"বুঝতে পেরেছি, আপনি যেমন ভগবৎ-ভক্ত ধর্মযাজক, আপনার বন্ধুও বোধ হয় তেমনই সৎ লোক। যাক আপনার বন্ধু দরজা ভাঙ্গবার আগে ওটা খুলে দিন। শুনছেন না, দরজার উপর কিরূপ জোর আঘাত হানছেন।"

ফাদার দরজা খুলে দিলে লক্সলি তার দুই সঙ্গী সহ ভেতরে ঢুকল। ব্ল্যাক নাইটকে দেখে বলল, "আপনার এ সঙ্গীটি কে?"

"ইনি আমাদের সম্প্রদায়েরই একজন। সারা রাত ধরে আমরা দুজনে মিলে ভগবানের নামগান করছি।"

"আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই একজন সৈনিক-সন্ন্যাসী। বিদেশে হয়ত এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন। ফাদার, আপনাকে এখন মালা জপ রেখে অস্ত্র নিয়ে আমাদের সাথে যেতে হবে। আমাদের এখন অনেক লোক দরকার, তা তিনি সন্ন্যাসীই হোন আর যা-ই হোন।"

তারপর ব্ল্যাক নাইটকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, "আপনিই সেদিন টুর্নামেণ্টের দ্বিতীয় দিনে আইভ্যান হোকে বিজয় লাভে সাহায্য করেছিলেন?"

"আপনার অনুমান ঠিকই। কিন্তু আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

"তা হলে আমি বুঝব, আপনি দুর্বলের সহায়, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ান আপনার স্বভাব।"

"প্রত্যেক নাইটেরই তা কর্তব্য। আমি আমার সে কর্তব্য করব না, এরূপ মনে করবার কোন কারণ নেই।"

"কিন্তু আমি যে কাজের কথা বলব, তাতে শুধু নাইট হলেই চলবে না, খাঁটী ইংলিশ ম্যানও হওয়া চাই।"

"ইংলণ্ড এবং ইংলিশম্যান—পৃথিবীতে এদের চাইতে আমার প্রিয় আর কিছু নেই।"

"তবে ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলছি। কতকগুলি দুর্বৃত্ত

সেড্রিক, তাঁর কন্যা ও তাঁর বন্ধু এথেলস্টেনকে বন্দী করে এই বনেই টরকুইলস্টোন নামে এক প্রাসাদে নিয়ে গেছেন। তাঁদের উদ্ধার-কার্যে আপনার সাহায্য আশা করতে পারি কি?"

"আমার যা ব্রত, তাতে এ কাজে সাহায্য করা আমার অবশ্য-কর্তব্য। আমি সানন্দে তা করব। কিন্তু তার আগে আপনার নামটি জানতে পারি কি?"

"আমি নামগোত্রহীন একজন সামান্য মানুষ। কিন্তু আমার দেশকে এবং দেশপ্রেমিকদের আমি ভালবাসি। এখন আমি আমার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলতে পারব না। আশা করি এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করবেন না।"

"বেশ আপনাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না। বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আপনি আমার পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন।"

এঁদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল, ইত্যবসরে ফাদার তাঁর আলখেল্লা খুলে ফেলে তীর ধনু, তলোয়ার ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে একেবারে যোদ্ধার বেশ ধারণ করেছেন।

লক্সলি তখন ফাদারকে বলল, "ভণ্ড সন্ন্যাসী! এবার চলুন। নাইট মহোদয়, আপনিও চলুন। আমরা আমাদের সমস্ত দলবল নিয়ে রেজিনল্ডের প্রাসাদ আক্রমণ করি।"

এদিকে যখন সেড্রিক এবং তাঁর দলবলের উদ্ধারের ব্যবস্থা হচ্ছে, অন্য দিকে তখন দস্যুদের দলপতির মধ্যে নিম্নোক্ত কথাবার্তা হচ্ছে:

"আমার মনে হয়, আপনার এখন আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত, দ্য ব্র্যাসি! এর পর ত আপনাকেই নেতৃত্ব নিতে হবে।" —টেম্পলার ব্রায়েন্ বললেন।

"আমি ভেবে দেখলাম, আমাদের দস্যুবৃত্তির পুরস্কার রেজিনল্ডের প্রাসাদে এসে না পৌঁছা পর্যন্ত আমার এখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না। সেখানে আমি আমার স্ব-রূপে রোয়েনার সাথে দেখা করব। আমার বিশ্বাস সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।"

"রোয়েনা কি করবে না করবে, তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। বন্দীদের মধ্যে আর একটি তরুণী আছে তাকে পেলেই আমি খুশী হব।"—ব্রায়েন বললেন।

"আপনি সেই সুন্দরী ইহুদী তরুণীটির কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ তার কথাই বলছি। আমি যদি তাকে চাই, তবে কে আমায় বাধা দেবে?"

"কেউ বাধা দেবে না। তবে যদি আপনি চির কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করে থাকেন, কিংবা ইহুদীর সঙ্গে প্রেম করাকে অপবিত্র কাজ মনে করেন, সে আলাদা কথা।"

"কোন ব্রতই আমি নিইনি। ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনশো বিধর্মীকে হত্যা করেছি। কাজেই কোন কাজই আমার কাছে গর্হিত বা অপবিত্র নয়।"

"আপনার কি করা উচিত অনুচিত সে আপনিই জানেন। তবে আমার মনে হয় ইহুদীর মেয়েটির কালো চোখের চেয়ে, তার থলিভরতি সোনার দিকেই আপনার নজর বেশী।"

"দুইয়ের উপরই আমার সমান নজর। তবে ইহুদীর সব সোনাদানা আমি একা পাব না। রেজিনল্ডকে তার অর্ধেক ভাগ দিতে হবে। তিনি কি আর বিনা স্বার্থে তাঁর এই প্রাসাদ ব্যবহার করতে দিয়েছেন?"

দুজনে কথা বলতে বলতে টরকুইলস্টোন প্রাসাদের কাছে এসে হাজির হলেন। দ্য ব্র্যাসি তিনবার তাঁর শিঙ্গাটি বাজাতেই প্রাসাদের দোর খুলে দেওয়া হল। তাঁরা দুজন এবং তাঁদের পিছনে বন্দীর দল প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

বন্দীদের খাবার দেওয়া হল। তাঁরা খেতেও বসলেন। কিন্তু ওর মধ্যেই আবার প্রাসাদ তোরণে ঘন ঘন শিঙ্গার শব্দ শোনা গেল। কি ব্যাপার বন্দীরা সঠিক বুঝতে পারলেন না। তবে তা যে খুব গুরুতর তাতে সন্দেহ রইল না। কারণ প্রাসাদের সর্বত্র একটা ব্যস্ততা দেখা দিল।

এগারো

বেচারা আইজাককে প্রাসাদের একটা গর্ভগৃহে রেখে দেওয়া হল। ঘরটা যেমন অন্ধকার, তেমন সেঁতসেঁতে। আইজাক সেই ঘরের এক কোণে প্রায় তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর দোর খোলার শব্দ হল। ভেতরে প্রবেশ করলেন রেজিনল্ড, তাঁর পেছনে দুইজন মুসলমান ভৃত্য।

রেজিনল্ডের আদেশে একজন ভৃত্য আইজাকের সামনে একটা প্রকাণ্ড দাঁড়িপাল্লা ও অনেকগুলি বাটখারা রেখে দিল। রেজিনল্ড তখন আইজাককে বললেন, "এই দাঁড়িপাল্লা দেখতে পাচ্ছ? এই পাল্লায় তুমি আমাকে এক হাজার রৌপ্য পাউণ্ড ওজন করে দেবে। নইলে এখানেই তোমাকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তোমার আগেও এখানে অনেকে এভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। কেউ তাদের খবর পায়নি। তোমার খবরও কেউ পাবে না।"

"বিশ্বাস করুন, এত টাকা দেবার আমার ক্ষমতা নেই।"—আইজাক কাতর স্বরে বললেন।

রেজিনল্ডের আদেশে ভৃত্যটি কিছু কয়লা, চকমকি পাথর, একজোড়া হাপর ও এক ভাঁড় তেল বের করে সেখানে রাখল। একজন ভৃত্য চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালল, অন্যজন তাতে কয়লা দিতে লাগল। কিছুক্ষণ হাপর চালাবার পর গনগনে আগুন জ্বলে উঠল। সেই আগুনের উপর কতকগুলি লোহার শিক বিছানো। কয়লার আগুনে শিকগুলিও গরম হয়ে উঠছে।

রেজিনল্ড তখন আবার বললেন, "আইজাক, বেশ ভাল করে ব্যাপারটা বোঝ। যদি টাকা দিতে অস্বীকার কর, তবে তোমাকে উলঙ্গ করে এই তপ্ত লোহার শিকের উপর শুইয়ে দেওয়া হবে।

একজন হাপর চালাবে, যাতে আগুন না নিভে যায়। আর একজন তোমার গায় তেল ছিটিয়ে দেবে, যাতে তোমাকে ভাল করে সেঁকা হয়। ভেবে দেখ কি করবে, টাকা দেবে, না প্রাণ দেবে?"

"ভেবে আর কি করব? অত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

"বেশ, তাহলে মৃত্যুর জন্যই প্রস্তুত হও।" এই বলে তিনি তাঁর ভৃত্যদের বললেন, "বেটাকে উলঙ্গ করে ওই আগুনের উপর শুইয়ে দাও।"

ভৃত্য দুইজন মনিবের আদেশ পালনে অগ্রসর হল। আইজাক তখন প্রাণের ভয়ে বললেন, "আমি এক হাজার রৌপ্য পাউণ্ডই দেব। তবে তা আমাকে পাঁচজনের কাছ থেকে যোগাড় করে দিতে হবে। সেজন্য কয়েকদিন সময় চাই। কোথায় কখন টাকা দিতে হবে?"

"এখানেই দিতে হবে। এখানেই ওজন করা হবে। এখানেই গোনা হবে। তবেই তোমার মুক্তি।"

"টাকা দিলেই যে মুক্তি পাব, তার নিশ্চয়তা কি?"

"নরম্যানদের মুখের কথার নড়চড় হয় না। সোনা রূপার চেয়েও তাদের মুখের কথার দাম বেশী।"

"মাপ করবেন। যিনি আমার কোন কথাই বিশ্বাস করেন না, তাঁর কথার উপরই বা কতটা নির্ভর করা যায়?"

"নির্ভর না করে তোমার উপায় কি? টাকাটা কখন দেবে বল।"

"আমার মেয়ে রেবেকা ইয়র্কে যাবে। আপনি তার নিরাপদে যাবার ব্যবস্থা করুন। সে টাকা নিয়ে ফিরলেই এখানে সেই টাকা ওজন ও গোনা হবে।"

রেজিনল্ড বিস্ময়ের সুরে বললেন, "রেবেকা তোমার মেয়ে!

এ কথা ত আমি জানতাম না। আমি তাকে যে নাইট ব্রায়েনকে বিলিয়ে দিয়েছি।"

আইজাক আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। সে চিৎকারে সে অন্ধকার গৃহ যেন কেঁপে উঠল। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে আইজাক রেজিনন্ডকে বললেন, "দস্যু শয়তান! আমার মেয়েকে সসম্মানে আমার কাছে ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি তোমায় এক পয়সাও দেব না।"

"আইজাক! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আগুনে পুড়ে মরার ভয়ও কর না?"

"না। তুমি যা ইচ্ছে তাই করো। আমার মেয়ের সম্মানই যদি না রইল, তবে এই প্রাণ রেখে লাভ কি?"

"বেশ, আগুনের তাপ কতক্ষণ সহ্য করতে পার, দেখা যাবে।" এই বলে তিনি অনুচরদের আদেশ দিলেন, "হারামজাদাকে উলঙ্গ করে ওই তপ্ত লোহার শিকের সঙ্গে বেঁধে দাও।"

ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশ পালনে অগ্রসর হল। তারা তাঁর কাপড়-চোপড় খুলতে লাগল। আইজাক তাঁর সাধ্যমত বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর দুর্বল শরীরে বাধা দেবার শক্তি কতটুকু!

এমন সময় বাইরে ঘন ঘন শিঙার শব্দ এবং কে যেন রেজিনন্ডের নাম ধরে ডাকছে শোনা গেল। রেজিনন্ড তখন আইজাককে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অনুচর দুইজনও তাদের প্রভুর অনুসরণ করল।

এদিকে আর একটি ঘরে বন্দিনী রোয়েনাও তাঁর অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন, এমন সময় দ্য ব্র্যাসি সেখানে প্রবেশ করলেন। রোয়েনা দাঁড়িয়ে ছিলেন। দ্য ব্র্যাসি তাঁকে অভিবাদন করে বসতে বললেন। কিন্তু রোয়েনা সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করে বললেন, "যতক্ষণ আমি বন্দী দশায় আছি, ততক্ষণ আমার দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল।"

"হায় রোয়েনা! তুমি কি করে জানবে, বন্দী তুমি নও। তোমার এই সৌন্দর্যের জালে আমিই বন্দী। তোমার অনুগ্রহের আশায় আমি চাতকের ন্যায় তোমার দিকে চেয়ে আছি।"

"আমি আপনাকে চিনি না। আপনার নামও জানি না। তা ছাড়া এইরকম যোদ্ধার বেশে কোন অসহায় নারীর সম্মুখে কারও উপস্থিত হওয়াও অশোভন!"

"তোমার সাথে আমার পরিচয় নেই, এ আমারই দুর্ভাগ্য। তবে দ্য ব্র্যাসির নাম একবারে যে না শুনেছ তাও নয়। টুর্নামেন্টে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার শৌর্যবীর্যের কাহিনী ঘোষকরা অনেক বারই ঘোষণা করেছে।"

"তারাই আপনার জয়গান করুক। আমার তাতে কোন কৌতূহল নেই।"

"এ অহংকার তোমার সাজে বটে! তুমি যে সর্বাংশে আমার স্ত্রী হবার উপযুক্ত, তোমার এই অহমিকার মধ্যেও তার পরিচয় পাচ্ছি। যে কদর্য স্যাক্সন পরিবেশের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে, অভিজাত মহলে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে, সমস্ত ইংলণ্ডে তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়াতে হলে আমার মত অভিজাত ব্যক্তিকে বিয়ে করা ছাড়া তোমার আর অন্য পথ কোথায়?"

"আপনি যে কদর্য পরিবেশের কথা বললেন, শৈশব থেকে সেখানেই আমি মানুষ হয়েছি। যদি তা কোনদিন ছেড়ে যেতেই হয়, তবে এমন লোকের সাথেই যাব, যিনি এ পরিবেশের নামে আপনার মত নাক সিঁটকাবেন না।"

"তোমার মনের গোপন ইচ্ছা যে না জানি তা নয়। তবে রিচার্ড ফিরে এসে আবার ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসবেন, আর তাঁর প্রিয় পাত্র আইভ্যান হো তোমার হাত ধরে তাঁর কাছে যাবেন,

সে আশা দুরাশা। শুনে রাখ, আইভ্যান হো এখন আমাদের হেফাজতে এই প্রাসাদেই আছে।"

"আইভ্যান হো এখানে? এই প্রাসাদে?"

"তুমি কি কোন খবরই রাখ না? আইভ্যান হো ইহুদী আইজাকের মেয়ে শিবিকায় চড়ে তোমাদের সাথেই এসেছে, এও কি তোমার জানা নেই? রেজিনল্ড তার প্রতিদ্বন্দ্বী এও কি জানো না?"

"রেজিনল্ড কি ব্যাপারে আইভ্যান হোর প্রতিদ্বন্দ্বী?"

"রোয়েনা, তুমি কি তোমার নারীসুলভ চাতুরীর আশ্রয় নিচ্ছ? ভান করছ, কিছুই জান না? ঈর্ষ্যা অনেক ব্যাপারেই হতে পারে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য, প্রেম কোনটাই ঈর্য্যার বাইরে নয়। আর এই ঈর্ষ্যাই হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূল। রেজিনল্ডের এই যে জমিদারি, এই যে সম্মান প্রতিপত্তি, যেই তার প্রতিবন্ধকতা করবে, তিনি তাকেই নির্মম হস্তে দমন করবেন। যাকে তিনি পেতে চান, সে যদি অন্য কাউকে হৃদয় দান করে, তবে তাকে সরাতেও তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না। রেজিনল্ড এমনি নির্মম, এমনি পাষাণ-চিত্ত।"

"ভগবানের দোহাই! আপনি আইভ্যান হোকে বাঁচান।"

"বাঁচাতে পারি, যদি তুমি আমার কথায় রাজী হও। আমার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজন, বাল্য-সহচর কারও কেশ স্পর্শ করতে কারও সাহস হবে না। তুমি আমি দুজনে চেষ্টা করলে আইভ্যান হোর কোন ভয় নেই। কিন্তু তুমি যদি আমার উপর বিরূপ হয়ে থাক, তবে আইভ্যান হোর মৃত্যু সুনিশ্চিত। তোমার মুক্তিও সুদূরপরাহত। সেড্রিকের ভাগ্যও তোমার উপরই নির্ভর করছে। কাজেই আমার কথাটা বেশ করে ভেবে দেখো।"

এতক্ষণ রোয়েনা আত্মসংবরণ করে ছিলেন। কিন্তু আর পারলেন না। একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর দু চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল, মুখের উপর নেমে এল বিষাদের কালিমা, হতাশার ছায়া।

এ দৃশ্য ত্য ব্র্যাসির পক্ষেও অসহ্য হল। কিন্তু কোন দুর্বলতা দেখাতেও তাঁর ইচ্ছা হল না। রোয়েনার চোখের জল দেখেই যদি গলে যেতে হয়, তবে এত হাঙ্গামা করে এভাবে এতগুলি লোককে বন্দী করার কোন অর্থই থাকে না। প্রিন্স জন ও তাঁর সহচররাও তাঁকে এ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে।

এই ভেবে তিনি রোয়েনাকে শুধু বললেন, "এক্ষুণি তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবে তাড়াতাড়িই তোমার মনস্থির করতে হবে। নইলে কি হবে বলা শক্ত।"

এমন সময় বাইরে শিঙ্গার শব্দ শোনা গেল। সবাই সে শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন।

বারো

সেই প্রাসাদের গম্বুজের এক নিভৃত কক্ষে রেবেকা বসে তাঁর ভাগ্যের কথা ভাবছেন। সে কক্ষে রেবেকাকে যখন আনা হল, তখন তিনি দেখলেন, শুষ্ক শীর্ণ-দেহ এক বৃদ্ধা আপন মনে বিড়বিড় করে কি একটা স্যাক্সন ছড়া আওড়াচ্ছে।

"শয়তানরা আবার কোন্ কুকার্য করেছে? একে যখন এখানে এনে ফেলেছে, তখন এর ভাগ্যে যে কি আছে বোঝাই যাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ তা শুনবে না।" আপন মনে এ কথা বলতে বলতে সে আড়চোখে রেবেকাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার দেশ কোথায়? প্যালেস্টাইনে না মিশরে? উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার চোখে ত জলও নেই! তুমি কি বোবা?"

"মা গো তুমি আমার, রাগ করো না।"

"থাক থাক আর বলতে হবে না। তোমার কথা শুনেই বুঝা যাচ্ছে, তুমি একজন ইহুদী।"

"এখানে কি কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না? এখান থেকে পালাবার কি কোন উপায় নেই? আমি তোমায় মোটা রকম পুরস্কার দেব।"

"মুক্তির কথা আর মুখেও এনো না। মৃত্যু ছাড়া এখান থেকে মুক্তির আর দ্বিতীয় পথ নেই। আমার জীবন ত শেষ হয়ে এসেছে। তোমার সবে শুরু। বিদায়।"—এ কথা বলার সময় তার চোখে মুখে অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার ভাব ফুটে উঠল। তার পর সে দোরে তালা লাগিয়ে চলে গেল।

রেবেকা তখন ঘরটি ভাল করে দেখল। না, কোন দিক দিয়েই বেরুবার কোন পথ নেই। আত্মরক্ষারও কোন ব্যবস্থা নেই। দরজাও ভেতর থেকে বন্ধ করবার উপায় নেই। দেওয়ালে একটি মাত্র জানালা। সেদিক দিয়েও কোথাও যাবার উপায় নেই।

একটু বাদেই সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গেল। কে একজন এদিকেই আসছেন। তারপর ঘরের দরজাটি খুলে গেল। ঘুরে ঢুকলেন দস্যুবেশী একজন লম্বা লোক। এদের হাতে পড়েই তাদের আজ এ অবস্থা। আগন্তুক ঘরে ঢুকেই দোরটি ভেজিয়ে দিলেন। রেবেকা ইতিমধ্যে তার হাতের দুটি দামী বালা এবং গলার হার খুলে ফেলেছিলেন। তিনি দস্যুবেশী আগন্তুকের হাতে সেগুলি তুলে দিতে গিয়ে বললেন, "এগুলি নিয়ে আমায় এবং আমার বৃদ্ধ বাপকে মুক্তি দিন।"

আগন্তুক বললেন, "প্যালেস্টাইন-সুন্দরী! আমি যে ব্রত নিয়েছি তাতে ঐশ্বর্য নয়, সৌন্দর্যই আমার কাম্য। আমি তোমার এই অলংকার চাই না, আমি তোমাকে চাই।"

"আপনি তাহলে দস্যু নন। কারণ দস্যুরা কোন দিনই অর্থ প্রত্যাখ্যান করে না। তাছাড়া দস্যুরা আপনার মত এমন সুন্দর ভাষায় কথা বলতেও পারে না। আপনি দস্যু নন, আপনি একজন নরম্যান।"

আগন্তুক তাঁর মুখোশ খুলে ফেলে বললেন, "আমি সত্যিই দস্যু নই। আমি তোমার গা থেকে অলংকার কেড়ে নেবার চেয়ে তোমার কোমল বাহু তোমার মরাল গ্রীবা মণিমুক্তা দিয়ে সাজাতে চাই।"

রেবেকা দেখলেন, আগন্তুক নাইট টেম্পলার ব্রায়েন। তিনি বললেন, "আমাকে সাজিয়ে আপনার কি লাভ হবে ? আপনি খ্রীষ্টান, আমি ইহুদী। আপনার এবং আমার কোন ধর্মমতেই আমাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না।"

আগন্তুক তখন বললেন, "আমি আমার গায়ের জোরে তোমাকে বন্দী করে এনেছি। কাজেই আমার ইচ্ছাই হবে তোমার আইন। পৃথিবীর কোন শাস্ত্রই তাতে বাধা দিতে পারবে না।" এই বলে তিনি রেবেকার দিকে অগ্রসর হলেন।

"ওখানেই দাঁড়ান। আর একপাও এগুবেন না।" এই বলে রেবেকা জানালাটি খুলে দিয়ে কার্নিশের উপর দাঁড়ালেন। সেখান থেকে লাফ দিলেই একেবারে একতলার চত্বর।—নিশ্চিত মৃত্যু। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটে গেল যে আগন্তুক বাধা দেবারও অবসর পেলেন না। তিনি একটু এগিয়ে যেতেই রেবেকা চিৎকার করে বললেন, "নাইট টেম্পলার ! যেখানে আছেন, সেখানেই দাঁড়ান, আর এক পা এগিয়েছেন কি, আমি নীচে লাফ দেব।" এ কথা বলতে বলতেই তিনি লাফ দেবার জন্য তৈরী হলেন।

ব্রায়েন কোন দিনই তাঁর কোন সংকল্প থেকে বিরত হতে শেখেননি। কারও অনুনয় বিনয় বা দুঃখ কষ্টে তাঁর মন কোন দিন গলেনি। কিন্তু আজ রেবেকার এই সাহস ও মানসিক স্থৈর্য দেখে মুগ্ধ হলেন। বললেন, "এমন পাগলামি করো না। ওখান থেকে নেমে এসো। তোমায় আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না।"

"আপনার প্রতিশ্রুতির কতটুকু দাম ? ও আমি বিশ্বাস করি না।"

"তুমি আমার উপর অবিচার করছ রেবেকা। সত্যি বলছি, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তোমার নিজের জন্য না হোক, তোমার বুড়ো বাবার কথা ভেবেও আমার কথা বিশ্বাস করো। এখানে তাঁর জীবনও বিপন্ন। কিন্তু আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালে কেউ তাঁর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

বাপের কথায় রেবেকার মন নরম হল! তিনি বললেন, "সত্যি কি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি?"

"আমি জীবনে অনেক বে-আইনী কাজ করেছি, ধর্মের অনেক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে চলেছি, কিন্তু কোন দিন আমার কথার খেলাপ করিনি।"

"বেশ বিশ্বাস করছি। তবে যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেখানেই থাকুন।" এই বলে তিনি কার্নিশ থেকে সরে এসে জানালার ধারেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রায়েন তাঁর সাহস, স্থৈর্য ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখে মুগ্ধ হলেন। তাঁর চোখে রেবেকার সৌন্দর্য যেন আরও মহীয়ান হয়ে উঠল। মৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়েও তাঁর চোখের জ্যোতি, মুখের দীপ্তি একতিল ম্লান হয়নি।

ব্রায়েন বললেন, "আমাদের মধ্যে তবে ভুল বুঝাবুঝি দূর হোক।"

"আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে আমাদের দুজনের মধ্যে এই দূরত্ব ঠিক রাখতে হবে। আপনি এক চুলও এগিয়ে আসতে পারবেন না।"

"আর আমাকে তোমার ভয় নেই।"

"আপনাকে ভয় আমি করিও না। যিনি এই উঁচু গম্বুজটি তৈরি করেছিলেন তাঁকে ধন্যবাদ। কারণ এখান থেকে লাফ দিলে আর কারও বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। ভগবানকেও ধন্যবাদ যে, আমার মনের জোর নষ্ট হয়নি। আপনাকে আমি ভয় করি না।"

"এখনও তুমি আমার উপর অবিচার করছ। আমার উপর থেকে তোমার সন্দেহ এখনও যাচ্ছে না। আমাকে যত খারাপ ভাবছ,

সত্যি আমি তত খারাপ নই। যাক, বাইরে শিঙ্গার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওদিকে আমার যাওয়া দরকার। তোমার সাথে রূঢ় ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইব না। কারণ এ ব্যবহার না করলে বোধহয় তোমার এই কুসুম কোমল দেহে এমন বজ্র-কঠিন চরিত্রের পরিচয় পেতাম না। এখন বিদায় নিচ্ছি। শীঘ্রই আবার ফিরে আসছি। ততক্ষণ আমার কথাটা একটু ভেবে দেখো।"

এই বলে ব্রায়েন নীচে চলে গেলেন। রেবেকা একা একা বসে বসে তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা, এই নরপশুর হাত থেকে কি করে রক্ষা পাওয়া যায়, তা ভাবতে লাগলেন।

তেরো

টেম্পলার ব্রায়েন নীচে হলঘরে গিয়ে দেখলেন, দ্য ব্র্যাসি আগেই সেখানে এসে গেছেন। একটু পরে রেজিনল্ডও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে একখানা চিঠি। তিনি সেখানা দেখিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় এটা স্যাক্সন ভাষায় লেখা।"

টেম্পলার বললেন, "আমায় দিন দেখি।" এই বলে চিঠিখানা পড়ে সকলকে শোনালেন। চিঠির মর্ম এইরূপ—সেড্রিকের ভাঁড় ওয়াম্বা এবং সেড্রিকের ক্রীতদাস গার্থ এই মর্মে রেজিনল্ড-দ্য-বুঁফ এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছে, যে, তাঁরা অন্যায় এবং বেআইনীভাবে তাদের মনিব সেড্রিক, লেডি রোয়েনা, কনিন্স-বার্গের এথেলস্টোন, আইজাক নামে একজন ইহুদী, তার কন্যা এবং কতকগুলি ঘোড়াকে আটক করে রেখেছেন। এই চিঠি পাবার এক ঘণ্টার মধ্যে যদি তাঁদের মুক্তি না দেওয়া হয় এবং তাঁদের টাকা পয়সা জিনিসপত্র সম্পূর্ণ ফিরিয়ে দেওয়া না হয়, তা হলে তাঁদের দস্যু

এবং বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য করে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে এবং তাঁদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

উপস্থিত সকলেই চিঠিটা মন দিয়ে শুনলেন। অনেকক্ষণ তাঁরা চুপ করে রইলেন। তারপর ত্ব ব্র্যাসি হো হো করে হেসে উঠলেন। টেম্পলারও সে হাসিতে যোগ দিলেন। রেজিনল্ড এ সময়ে তাঁদের এই হাসি শুনে বিরক্ত হলেন। বললেন, "হাসি ঠাট্টা রেখে এই অবস্থায় আমাদের কি করা কর্তব্য, তাই স্থির করুন।" তারপর একজন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শত্রুপক্ষের সংখ্যা কত, জানো কি?"

"আন্দাজ দুশো হবে।"

"তা হলে ত ভাবনার কথা। আপনাদের এই প্রাসাদে ব্যবহার করতে দেওয়ায়ই এই বিপদে পড়া গেল।"—রেজিনল্ড বললেন।

টেম্পলার অভয় দিয়ে বললেন, "এত মুষড়ে পড়বেন না। এই প্রাসাদ আক্রমণ করবার মত লোক তারা সংগ্রহ করতে পারবে না।"

রেজিনল্ড বললেন, "ওদের এত তুচ্ছ করবেন না। ওদের যে দলপতি, তার দুর্দান্ত সাহস। কোন কিছুতেই তার ভয়ডর নেই। তবে আগ্নেয়াস্ত্র, মই, এবং সুদক্ষ অধিনায়ক না হলে এ দুর্গ সহজে জয় করা সম্ভব নয়, এই যা ভরসা।"

"তবে ইয়র্কে সংবাদ পাঠিয়ে আমাদের লোকজনদের সংগ্রহ করতে হয়।"

"কিন্তু সংবাদ নিয়ে কে সেখানে যাবে? তারাও প্রত্যেক রাস্তায়ই প্রহরী রেখেছে। যাকেই চিঠি দিয়ে পাঠাব, তার কাছ থেকেই তারা তা কেড়ে নেবে।" এই বলে তিনি মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললেন, "আগে ত এই চিঠির একটা জবাব দেওয়া যাক। স্যর ব্রায়েন্, আপনি ত পড়তেও পারেন, লিখতেও পারেন। আপনিই এর একটা জবাব লিখে দিন।"

"কলম নয়, তরবারি দিয়ে জবাব দিলেই ভাল হত। যাক আপনার যখন অভিপ্রায় তখন জবাব লিখে দিচ্ছি।" এই বলে ফরাসী ভাষায় তিনি লিখলেন—"স্যর রেজিনল্ড ফ্রন্ট-দ্য-বুঁক কারো ভৃত্য, ক্রীতদাস বা পলাতকদের চোখ রাঙানির তোয়াক্কা করেন না। যাদের তিনি বন্দী করে এনেছেন, আজ দুপুরেই তাদের গর্দান নেওয়া হবে। কাজেই তাদের কাছ থেকে শেষ স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য একজন পাদরী পাঠিয়ে দিও যাতে তাদের পরলোকে যাবার পথ প্রশস্ত হয়।"

দূত এই চিঠি নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছল। সেখানে ওয়াম্বা, গার্থ, ব্ল্যাক নাইট, লক্সলি, কপম্যান-হার্স্টের ফাদার এবং অন্যান্য সকলে এই চিঠির জন্যই অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন।

ব্ল্যাক নাইটই চিঠিখানা পড়ে শুনালেন। সেড্রিককে হত্যা করা হবে শুনে ওয়াম্বা আর্তনাদ করে উঠল।

লক্সলি বলল, "এটা শুধু কিছু সময় হাতে পাওয়ার জন্য তাদের একটা চাল। কারণ এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য আমাকে যে তাদের কি মূল্য দিতে হবে, তা তারা ভালোভাবেই জানে।"

ব্ল্যাক নাইট বললেন, "বন্দীরা সেখানে কি অবস্থায় আছে, তা জানাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। কাজেই একজনকে সেখানে পাঠাতে হয়। আমার মতে কপম্যান-হার্স্টের ফাদারই এ বিষয়ে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।"

তাঁর কথা শুনে সবাই চুপ করে রইল, কেউ কোন উত্তর দিল না। তখন ওয়াম্বা বলল, "কেউ যখন সেখানে যেতে রাজী নন, তখন আমিই যাব।"

ওয়াম্বা তখন ফাদারের পোশাক পরে টরকুইলস্টোন প্রাসাদের দিকে রওনা হল। যে সাহস নিয়ে সে রওনা হয়েছিল, রেজিনল্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সে সাহস কর্পূরের মত উবে গেল। তার মনে তখন এত ভয় হল যে, সে ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল

ব্যবস্থা করবার জন্য। আমি আপনাদের মৃত্যুকালীন স্বীকারোক্তি গ্রহণ করব।"

"অসম্ভব। যতই পাষণ্ড, যতই বেপরোয়া হোক, তারা অকারণে এমন নিষ্ঠুর হত্যা করতে পারবে না। যদি আমাদের মরতেই হয়, তবে বীরের মতই মরব। কাপুরুষের মত তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করব না। কি বলেন এথেলস্টেন?"

"নিশ্চয়ই। আমি তৈরী হয়েই আছি। এবার তবে মৃত্যুর জন্য তৈরী হয়ে ফাদারের কাছে স্বীকারোক্তিটা সেরে ফেলা যাক।"

ওয়াম্বা বলল, "এত তাড়াহুড়া করার দরকার কি? অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়ার আগে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভেবেচিন্তে নিন।"

ওয়াম্বার কথা শুনে সেড্রিক বললেন, "গলাটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে!"

"চেনা লাগবারই কথা। আমি আপনার ক্রীতদাস ওয়াম্বা। তখন যদি আমার কথা শুনতেন, তবে আর এ দশা হত না। যা হবার তা হয়ে গেছে, এবার এই বোকারামের কথা শুনুন।" এই বলে সে তার মাথার টুপি খুলে ফেলল।

"কী তোমার কথা? বল।"

"আপনি আমার এই পোশাকটি পরে বেরিয়ে যান। আপনার পোশাকে আমি এখানে থাকব।"

"আমার জায়গায় তোমাকে রেখে যাব, আর তারা তোমায় ফাঁসিতে ঝুলাক! এ যে অসম্ভব প্রস্তাব!"

"মোটেই অসম্ভব নয়।"

"বেশ, এতই যদি তোমার মরবার ইচ্ছা, তুমি লর্ড এথেলস্টেনের সাথে পোশাক বদল কর।"

"না না, আমি আমার প্রভু ছাড়া আর কারও জন্য প্রাণ দিতে রাজী নই।"

এথেলস্টেন তখন সেড্রিককে বললেন, "এই সুযোগ হারাবেন না।

না। রেজিনল্ড জানেন, তাঁর সামনে দাঁড়াতে অনেকেই ভয় পায়। তাই ফাদার-বেশী ওয়াম্বার ভীত ভাব দেখেও তিনি অবাক্ হলেন না। শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোত্থেকে এসেছেন? আপনি কে?"

ওয়াম্বা বলল, "আপনার মঙ্গল হোক। আমি সেণ্ট ফ্রান্সিসের একজন দীন সেবক। এই বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক দস্যুদল আমায় ধরে এবং বলে যে এখানে এসে দুজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ স্বীকারোক্তি শুনতে হবে।"

"ঠিকই শুনেছেন। তা দস্যুদলের সংখ্যা কিরূপ হবে?"

"আমার অনুমান, শ-পাঁচেকের কম নয়।"

ঠিক এই সময় টেম্পলার ব্রায়েন সে ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন, "পাঁচশো! এরই মধ্যে ব্যাটারা এত লোক জুটিয়েছে। তবে ত তাদের উপেক্ষা করা যায় না।"

তার পর রেজিনল্ডকে এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই পাদরীকে চেনেন কি?"

"না। তিনি অনেক দূরের এক মঠ থেকে এসেছেন।"

"তবে তাঁকে বেশী বিশ্বাসও করবেন না। তা ছাড়া তিনি যে কাজে এসেছেন, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। তা হলেই তাঁর মনে কোন সন্দেহ হবে না।"

রেজিনল্ড একজন পরিচারককে আদেশ করলেন, "যে কক্ষে সেড্রিক এবং এথেলস্টেন বন্দী হয়ে আছেন, ফাদারকে সে-ঘরে নিয়ে যাও।"

সে ঘরে প্রবেশ করেই ফাদার-বেশী ওয়াম্বা বলল, "আপনাদের মঙ্গল হোক।"

"এখানে আপনার আগমনের কারণ জানতে পারি কি?"—সেড্রিক জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনারা যাতে মৃত্যুর জন্য সহজে তৈরী হতে পারেন, তার

"অন্ততঃ একটি মিনিটের জন্য আসুন। পীড়িত ও বিপন্নকে বিমুখ করা ত আপনাদের ধর্ম নয়।"

এমন সময় গম্বুজ ঘরের সেই বিশীর্ণা বৃদ্ধা সেখানে উপস্থিত হয়ে কঠোর স্বরে বলল, "এখানে এসে ফাদারকে বিরক্ত করার স্বাধীনতা তোমাকে কে দিয়েছে। যাও, রোগীর ঘরে যাও।" তরুণী চলে গেল। এই তরুণী রেবেকা। পীড়িত আইভ্যানহোর পরিচর্যার ভার তার উপর পড়েছে।

বৃদ্ধা তখন ফাদারকে বলল, "আপনি এখানে নতুন। পথ না দেখিয়ে দিলে বেরোনো আপনার পক্ষে সহজ হবে না। আপনি আমার সাথে আসুন।"

সেড্রিক বৃদ্ধার সাথে সাথে একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করলে সে দরজাটি খুব সন্তর্পণে অর্গলবদ্ধ করল! তারপর বলল, "ফাদার! আপনি একজন স্যাক্সন। আমার মাতৃভাষাও স্যাক্সন। তাই আপনার কথা শুনে আমার কানে যেন মধু বর্ষণ হল। আমাকে এখন যেমন কুৎসিত কদাকার দেখছেন, ছোটবেলায় আমি তা ছিলাম না। আমি ছিলাম এই টরকুইলস্টোন প্রাসাদের অধিপতির কন্যা। তাঁর তখন কি প্রতাপ!"

"তুমি টরকুইল উইফগ্যাংগারের কন্যা! তিনি ত আমার বাবার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন।"

"আপনার বাবার বন্ধু? তাহলে কি সেড্রিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে? আপনি যদি সেড্রিক হন, তবে আপনার এই পাদরীর পোশাক কেন?"

"আমি কে তা জানবার দরকার নেই। তুমি তোমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শেষ কর।"

"সে কাহিনী আমার মুখ থেকে আর নাই বা শুনলেন। এখানে আমাকে অপমানিত ঘৃণিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে, আর আমারই মত বহু অসহায়ের করুণ বিলাপ বধিরের মত শুনতে হচ্ছে। এই আমার কাহিনী!"

আপনিই বাইরে যান। আপনাকে পেলে আমাদের মিত্রপক্ষেরা অনেকটা উৎসাহ পাবে। আপনি এখানে থাকলে কারো কোন লাভ হবে না।"

"আমি বাইরে গেলে কি অন্য সবার মুক্তির আশা আছে?"

"নিশ্চয়ই। বাইরে পাঁচশো লোক জড় হয়েছে। তারা এই প্রাসাদ আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত। যাবার আগে আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি গার্থের প্রতি একটু সদয় হবেন, আর আমার টুপিটা আপনার হল-ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখবেন। বিদায়।"

ওয়াম্বার কথা শুনে সেড্রিকের চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠল। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "যতদিন সংসারে বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির মূল্য থাকবে, ততদিন তোমার স্মৃতি আমাদের কাছে অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে আমার বিশ্বাস, আমরা তোমাকে, এথেলস্টেন, রোয়েনা এবং অন্য সবাইকে মুক্ত করবার একটা ব্যবস্থা করতে পারব।"

ওয়াম্বার সাথে পোশাক বদল করবার পর সেড্রিক হঠাৎ বলে উঠলেন, "আমি ত স্যাক্সন ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানি না। নরম্যান ভাষার মাত্র দুই-চারটা শব্দ জানি। এই সম্বল নিয়ে আমি কিভাবে ফাদারের অভিনয় করব?"

"তার জন্য মাত্র তিনটি ফরাসী কথার দরকার, যার মানে—সবার মঙ্গল হোক। আপনি এই কথা তিনটি মুখস্থ করুন। যে যাই বলুক, সবাইকে এই একই উত্তর দিবেন।"

ছদ্মবেশী সেড্রিক এই শব্দ তিনটি মুখস্থ করতে করতে প্রাসাদের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিছু দূর যেতেই একটি তরুণী এসে কাতর স্বরে বলল, "দয়া করে একটি পীড়িত লোককে একটু আশীর্বাদ করে যাবেন কি? আপনার আশীর্বাদ তাঁকে অনেকখানি সান্ত্বনা দেবে।"

"আমার যে মোটেই সময় নেই, এক্ষুণি আমাকে এই প্রাসাদ ছেড়ে যেতে হবে।"

সেড্রিক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "উলরিকা! এত দিন যদি এত কষ্ট সহ্য করতে পার, তবে আজ আর অধৈর্য হয়ো না।"

"এ বুকে যে কি জ্বালা, আপনাকে কি করে বুঝাব! আমার উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে, তাতে প্রতিহিংসা ছাড়া এ হৃদয়ে আর কিছু নেই। বাইরে এক বিরাট বাহিনী এই প্রাসাদ আক্রমণের জন্য সমবেত হয়েছে। আপনি বাইরে গিয়েই তাদের সাথে যোগ দিন। যখন দেখবেন পুব দিকের গম্বুজের উপর একটা লাল নিশান উড়ছে, তখনই এই প্রাসাদ আক্রমণ করবেন।"

এই কথা বলেই উলরিকা পাশের এক গোপন দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সাথে সাথেই রেজিনল্ড সেখানে হাজির হলেন। বললেন, "অনুতাপীরা তাদের পাপ স্বীকার করতে আপনার অনেক সময় নিয়েছে দেখছি। তারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছে ত?"

সেড্রিক ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসীতে বললেন, "হ্যাঁ, তারা তৈরী বলেই মনে হল।"

"আমার সাথে আসুন। আপনাকে আমাদের গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রাসাদের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এই বলে তিনি তাঁকে গোপন দ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, "স্যাক্সন শুয়োরের দল এই প্রাসাদ আক্রমণ করতে আসছে। আপনি গিয়ে তাদের এমন কিছু বলবেন, যাতে তাদের আক্রমণ অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টার জন্য স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে আপনি ফিলিপ ড্য ম্যালভইসিনকে এই চিঠিখানা দেবেন। বলবেন, আমি পাঠিয়েছি। তিনি যেন কালবিলম্ব না করে ইয়র্কে একজন লোক পাঠান। আমাদের জন্য যেন চিন্তা না করেন। বলবেন, আমরা ভালই আছি।"

রেজিনল্ডের সাথে যেতে যেতে সেড্রিক প্রাসাদ রক্ষার কিছু কিছু গোপন ব্যবস্থা, সৈন্যদের প্রবেশ ও নির্গমনের গোপন পথও দেখলেন, আর মনে মনে হাসলেন।

রেজিনল্ড বললেন, "আপনি যদি আমার কাজটি সময়মত করে আবার এখানে ফিরে আসেন, তবে দেখবেন শিয়াল কুকুরের মত স্যাক্সনরা এখানে মরে পড়ে আছে।"

সেড্রিক সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই আবার আমাদের দেখা হবে।"

"ইতিমধ্যে এই স্বর্ণমুদ্রাটি আপনার কাছে রাখুন। কিন্তু যদি আমার কাজ ঠিকমত না করতে পারেন, তবে আমি আপনার পিঠের চামড়া তুলে নেব।"

"নিশ্চয়ই নেবেন। আমি বিন্দুমাত্র বাধা দেব না।"

তারপর রেজিনল্ড চোখের আড়াল হতেই স্বর্ণমুদ্রাটি প্রাসাদের দিকে ছুড়ে দিয়ে সেড্রিক বললেন, "ভণ্ড নরম্যান! তোমার সাথে তোমার অর্থও নিপাত যাক।"

রেজিনল্ড কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন না। কিন্তু সেড্রিকের আচরণে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি তাঁর তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন, "ওই যে পাদরীটি যাচ্ছেন, তাঁকে তীরবিদ্ধ কর।"

তীরন্দাজরা ধনুকে তীর জুড়তেই রেজিনল্ড তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন। মনে মনে বললেন, তাঁকে মেরে লাভও ত কিছু হবে না। কারণ আর কাউকে দিয়ে যে ইয়র্কে খবর পাঠাব তার ত উপায় নেই।

তিনি তখন তাঁর কারারক্ষীকে আদেশ দিলেন, "সেড্রিক ও তাঁর সঙ্গীকে আমার এখানে নিয়ে এসো।"

তাঁদের আনা হলে তিনি বললেন, "তোমাদের মুক্তিমূল্য কত দেবে বল। সেড্রিক তুমিই আগে বল।"

সেড্রিক-বেশী ওয়াম্বা উত্তর দিল, "এক কানাকড়িও না।"

"এত বড় আস্পর্ধা!" এই বলে রেজিনল্ড রাগের ঝোঁকে সেড্রিকের মাথায় এক থাপ্পড় মারতেই তার টুপিটা খুলে পড়ে গেল। সাথে সাথে ওয়াম্বার দাসত্বের প্রতীক তার রৌপ্য গলবন্ধনীটি বের হয়ে

পড়ল। তাই দেখে রেজিনল্ড চিৎকার করে বললেন, "এ কাকে বন্দী করে এনেছ?"

দ্য ব্র্যাসি তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন, "এ হচ্ছে সেড্রিকের ভাঁড় ওয়াম্বা।"

রেজিনল্ড তার অনুচরদের বললেন, "যাও আসল সেড্রিককে ধরে নিয়ে এসো। নইলে তোমরাও রেহাই পাবে না।"

দ্য ব্র্যাসি বললেন, "তাঁকে আর এখন কোথায় পাওয়া যাবে? পাদরীর ছদ্মবেশে তিনি একটু আগেই ত প্রাসাদের বাইরে চলে গেছেন।"

"আমিই যে তাঁকে গুপ্ত পথে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দিয়ে এসেছি।"—রেজিনল্ড হতাশার সুরে বললেন।

এমন সময় জোরভলক্সের ফাদার আমিরের একজন অনুচর এসে সংবাদ দিল, তিনি বনের পথে দস্যুর হাতে বন্দী হয়েছেন।

"এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার এ একটা মস্ত সুযোগ!"—রেজিনল্ড বললেন।

এ আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হল না। কারণ শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে দেখা গেল। তাই এ পক্ষের সব নাইটরা অস্ত্র হাতে যে যাঁর জায়গায় গিয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য দাঁড়ালেন।

চোদ্দ

রেবেকা ফিরে এসে আইভ্যানহোর রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর দৌত্যের ব্যর্থতার কথা জানালেন।

তার খানিক বাদেই প্রাসাদের মধ্যে ভয়ানক কোলাহল শুরু হল। নাইটরা তাঁদের সৈন্যদের উৎসাহিত করছেন, কি ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় তার নির্দেশ দিচ্ছেন। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার সাথে চিৎকার চেঁচামিচি মিশে সে কোলাহল বাড়তে লাগল। রেবেকার চোখ প্রথমে আশায় আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, পরক্ষণেই ভয়ে তাঁর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

রোগশয্যায় শুয়ে আইভ্যানহো যুদ্ধের ঘোড়ার মত ছটফট করতে লাগলেন। তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা, তিনিও এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থায় তা অসম্ভব। তাই তিনি রেবেকাকে বললেন, "আমি যদি কোনরকমে ওই জানালার ধারে গিয়েও বসতে পারতাম, তাহলে অন্ততঃ যুদ্ধটা দেখতে পেতাম। একটা তীর আর ধনুক কিংবা একটা টাঙ্গি থাকলে অন্ততঃ এক জনকেও শেষ করতে পারতাম। কিন্তু আমি এমনই হতভাগ্য যে, আজ আমি শক্তিহীন, অস্ত্রহীন, রোগশয্যায় শায়িত রোগী মাত্র।"

"এ জন্য মনে দুঃখ করবেন না। গোলমাল থেমে গেছে। হয়ত যুদ্ধ হবে না।" রেবেকা বললেন।

"তুমি যুদ্ধের কায়দাকানুন জান না। এ পক্ষের যোদ্ধারা এখন যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের আশঙ্কা এখনই এই প্রাসাদ আক্রান্ত হবে। এতক্ষণ যে কোলাহল শুনেছিলাম, তা শুধু এ পক্ষেরই নয়, ও পক্ষের সৈন্যদেরও। দেখব, এখনই যুদ্ধ শুরু হবে। আঃ, আমি যদি ওই জানালাটার ধারে গিয়ে বসতে পারতাম!"

"ওখানে বসতে গেলে আপনার ব্যথা আরও বাড়বে। বরঞ্চ আমি গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াই। যা দেখব, আপনাকে বলব।"

আইভ্যানহো শঙ্কিত কণ্ঠে বললেন, "না না, কখনও তা করবে না। প্রত্যেকটি জানালা, প্রত্যেকটি ফোকর এখন আক্রমণকারীদের লক্ষ্যস্থল। হয়ত আচমকা একটা তীর এসে তোমার গায় বিঁধবে।"

"তা যদি বেঁধে, তবে বেঁচে যাই।" এই বলে রেবেকা জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"রেবেকা! লক্ষীটি! অমন পাগলামি করো না। এ ছেলেখেলা নয়। খামাকা নিজের বিপদ বা মৃত্যুকে ডেকে এনো না। তাতে আমি খুব দুঃখ পাব। আমার কেবলই মনে হবে, আমার জন্যই তোমার এ বিপদ ঘটল। যদি দাঁড়াতেই চাও এমন ভাবে দাঁড়াও, যাতে বাইরে থেকে তোমাকে দেখা না যায়।"

রেবেকা নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বাইরে কি হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারপর আইভ্যানহোকে বললেন, "বনের প্রান্তে অসংখ্য তীরন্দাজ তীর ধনুক নিয়ে সমবেত হয়েছে। মাত্র কয়েক জন এদিকে এগিয়ে এসেছে।"

"তাদের হাতে কোন পতাকা আছে কি?"

"না।"

"আশ্চর্য! পতাকা বা ধ্বজা ছাড়া কারা এই প্রাসাদ আক্রমণ করছে? এদের নায়ক কে দেখ দেখি।"

রেবেকা উত্তর দিলেন, "একজন নাইটকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর সমস্ত শরীর বর্মাবৃত। তিনিই সকলকে পরিচালনা করছেন।"

"তাঁর ঢালে কি চিহ্ন আঁকা, দেখতে পাচ্ছ কি?"

"তাঁর কালো রং-এর ঢাল। তাতে নীল রং-এর একটা লোহার সিক ও তালা আঁকা আছে মনে হচ্ছে।"

"তাতে কোন কিছু লেখা আছে কি?"

"দূর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

এমন সময় দুই-পক্ষ থেকেই যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল।

আইভ্যানহো বললেন, "যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর আমাদের মুক্তি নির্ভর করছে, অথচ আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে আমি অক্ষম হয়ে বিছানায় পড়ে আছি। রেবেকা, কিছু দেখতে পাচ্ছ?"

"দুই পক্ষেই তীর বৃষ্টি হচ্ছে। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।"

"শুধু তীর ছুড়ে এ দুর্গের একখানা পাথরও খসানো যাবে না। রেবেকা! দেখো দেখি সেই নাইট কি করছেন?"

"তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"ভীরু কাপুরুষ! যেদিকে জোর তীর বৃষ্টি হচ্ছে, সেখান থেকে কি সরে গেছেন?"

"না না সরে যাননি। এই যে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। তিনি বীর বিক্রমে একদল সৈন্য নিয়ে দুর্গ দখল করতে এগিয়ে আসছেন। এই যে হাতের কুড়াল দিয়ে বাইরের প্রাকার ভাঙছেন। কাঠ, খুঁটি সব ভেঙে ভেঙে পড়ছে। এই যে তাঁরা এগিয়ে আসছেন। দুর্গের সৈন্যদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে আবার একটু পিছু হটছেন। আবার এগিয়ে আসছেন। এবার হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে।...আঃ ব্ল্যাক নাইট পড়ে গেলেন। না, না, আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। একাই কুড়ি জনের শক্তি নিয়ে রেজিনল্ড ফ্রন্ট-দ্য-বুঁফের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তাঁর তরোয়াল ভেঙে গেল। তিনি তাঁর দলের এক জনের কাছ থেকে একটা টাঙ্গি চেয়ে নিলেন। তা দিয়ে এমন জোরে রেজিনল্ডকে আঘাত করলেন যে, তিনি তা সহ্য করতে পারলেন না। ওই যে, উনি পড়ে যাচ্ছেন—হ্যাঁ, পড়ে গেলেন।"

"রেজিনল্ড ফ্রন্ট-দ্য-বুঁফ আহত হয়ে পড়ে গেলেন?"

"হ্যাঁ, এই যে তাঁর লোকজন তাঁকে নিতে এসেছেন। সঙ্গে আছেন টেম্পলার ব্রায়েন। তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণে ব্ল্যাক নাইট

একটু পিছু হটলেন। তাঁরা রেজিনল্ডকে তুলে দুর্গের ভিতরে নিয়ে এলেন।"

"আমাদের মিত্রপক্ষরা তবে বাইরের প্রতিরোধ চূর্ণ করতে পেরেছেন?" আইভ্যানহো ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ। তাঁদের আক্রমণে এ পক্ষ হটে আসছে। ওরা দেওয়ালে মই লাগাচ্ছে—পিলপিল করে অনেকে মই বেয়ে উপরে উঠছে। উপর থেকে পাথর, কাঠ ছুড়ে তাদের উপরে উঠা বন্ধ-করার চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ গড়িয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। আবার নূতন লোক এসে উপরে উঠবার চেষ্টা করছে। আঃ, মইটা গড়িয়ে নীচে পড়ে গেল। তার চাপে অনেক লোক আহত হল। এবার এ পক্ষ প্রবল বেগে বাধা দিচ্ছে।"

"ব্ল্যাক নাইট কি করছেন?"

"ওই যে তিনি গুপ্ত দ্বারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের টাঙ্গি দিয়ে দোরের উপর দমাদ্দম ঘা মারছেন। তার শব্দও শুনতে পাচ্ছেন। উপর থেকে তাঁর উপর পাথর, কাঠ ছুড়ে মারা হচ্ছে। তিনি ভ্রুক্ষেপও করছেন না। ওই যে গুপ্ত দ্বার ভেঙে গেল। সৈন্যরা ভেতরে ঢুকছে। যারা বাধা দিতে আসছে, তাদের শেষ করে দিচ্ছে।"

"ব্ল্যাক নাইট কি তাঁর দলবল নিয়ে দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পেরেছেন?"

"না এখনও তা পারেননি। দুর্গের চারদিকের পরিখা পার হবার যে সেতু, এ পক্ষ তা ভেঙে দিয়েছে। টেম্পলার তাঁর সৈন্য নিয়ে দুর্গের ভেতরে পালিয়ে এসেছেন।"

আইভ্যানহো আপন মনে বলতে লাগলেন, "ব্ল্যাক নাইট! কে, কে তিনি?" তারপর রেবেকাকে বললেন, "ব্ল্যাক নাইটকে কি দেখতে পাচ্ছ?"

"না, তাঁর চারদিকে এত লোক যে তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।"

"রেবেকা! তুমি তাঁর যে বীরত্বের বর্ণনা দিলে, তা অতুলনীয়। এমন বীরত্ব ইংলণ্ডে মাত্র একজনই দেখাতে পারেন!...এখন আর যুদ্ধ হচ্ছে না বলছ। দু পক্ষই হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছে, যাতে আরও ভাল করে লড়া যায়। ও পক্ষও হয়ত পরিখা পার হয়ে দুর্গে ঢুকবার ফন্দি ফিকির খুঁজছে।

* * * * *

রেজিনল্ড খুব গুরুতর আহত হয়ে শয্যাশায়ী আছেন। তাঁর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, মনেও নানা দুশ্চিন্তা। এই আঘাত সামলে বেঁচে উঠবেন কিনা তারও ঠিক নেই। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, তাই বা কে জানে?

এই সব নানা চিন্তায় তিনি যখন কাতর, তখন তাঁর শয্যার কাছে কে যেন বিকট চিৎকার করে উঠল। রেজিনল্ড আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। তাঁর মনে হল, নিয়তি যেন তাঁকে তাঁর অতীতের পাপকার্যের শোধ নিতে এসেছে। কি না করেছেন তিনি!—লুঠতরাজ, হত্যা, নারীহরণ। কোনটাই বাদ দেননি।

এই চিৎকারে অস্থির হয়ে তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন, "থামো! আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।"

"তুমি শান্তিতে মরবে? তুমি—যার অত্যাচারে এখানে এই প্রাসাদে কত লোক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, কত অভাগার রক্তে এই প্রাসাদতল কলঙ্কিত হয়েছে, কত হতভাগ্যের আর্তনাদে এখানকার বাতাস ভারী হয়ে আছে, সেই প্রাসাদে, সেই তুমি শান্তিতে মরবার আশা কর! তুমি ভুলে গেছ আমার বাবা তোমার হাতেই অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছেন? ভেবেছ তুমি ছাড়া সে কথা আর কেউ জানে না? এতদিন গোপনে বুকের জ্বালায় জ্বলেছি, আজ তোমার জ্বালা দেখে আমার সে জ্বালার শান্তি হয়েছে।"

"উলরিকা! ডাইনী! আমাদের সর্বনাশের পথ করে দিয়ে এখানে এসেছিস উল্লাস জানাতে?"

"হ্যাঁ, আমি উলরিকা, নিহত টরকুইল উলফগ্যাংগায়ের কন্যা। আমার যে-ভাইদের হত্যা করেছ তাদের বোন। আজ সে হত্যার প্রতিশোধ নেবার দিন এসেছে। তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, আমার জীবনকে বিফল করেছ, তাই তোমারও যাতে সর্বনাশ হয়, এখন থেকে তাই হবে আমার একমাত্র ব্রত।"

"তোর সেই সাধ মিটাচ্ছি।" এই বলে তিনি তাঁর অনুচরদের ডাকতে লাগলেন।

যাতে কেউ এদিকে না থাকে, উলরিকা আগেই সে ব্যবস্থা করেছিল। তাই রেজিনল্ডের ডাকে কেউ-ই সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল না। তা ছাড়া বাইরের যুদ্ধের কোলাহল ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছিল।

রেজিনল্ড হতাশ হয়ে বললেন, "যদি এক মুহূর্তের জন্য আবার পূর্বশক্তি ফিরে পেতাম। তা হলে হয়ত বীরের মত মরতে পারতাম।"

"বীরের মৃত্যু! সে আশা ত্যাগ কর। তোমার মৃত্যু হবে পথের কুকুরের মত।"

ইতিমধ্যে উলরিকা বারুদ ঘরে আগুন দিয়ে এসেছে। তারই গন্ধ ও ধোঁয়া এ ঘরেও আসছে। উলরিকা বলল, "দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। আগুনের শিখা প্রাসাদের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমি এখনই আক্রমণকারীদের জানিয়ে দিচ্ছি, যারা এই আগুন নিভাতে যাবে, তাদের উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের যেন শেষ করে। রেজিনল্ড ফ্রণ্ট দ্য-বুঁফ, আমার পিতৃহন্তা! বিদায়! আগুন তোমাকেও গ্রাস করতে আসছে। জ্বলে মর, পুড়ে মর।"

এই বলে উলরিকা ঘর থেকে বাইরে গিয়ে দোরে ডবল তালা লাগিয়ে দিল। নিরুপায় রেজিনল্ড পাগলের মত ভৃত্যদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সেই ডাক কেউ শুনতে পেল না। এদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঘন হয়ে ঘরে ঢুকতে লাগল, তার পর আগুনের লেলিহান শিখা রেজিনল্ডকে গ্রাস করতে এগিয়ে এল।

এদিকে বাইরের প্রতিরোধ চূর্ণ করে ব্ল্যাক নাইট সে সুসংবাদ লক্সলিকে জানালেন। বললেন, লক্সলি যেন প্রাসাদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে, যাতে দুর্গবাসীরা হঠাৎ এসে আবার ব্ল্যাক নাইটকে আক্রমণ না করতে পারে।

ব্ল্যাক নাইট তখন পরিখা পার হবার জন্য একটা ভেলা তৈরি করালেন। এতে খানিকটা সময় লাগল। উলরিকা ততক্ষণে তার কাজ করে যাচ্ছে। প্রাসাদের বারুদ ঘরে আগুন লাগিয়েছে। এই আগুন নিবাবার বৃথা চেষ্টায়ই তখন এ পক্ষের সবাই ব্যস্ত।

সেই সুযোগে ভেলায় চড়ে চুপে চুপে পরিখা পার হয়ে ব্ল্যাক নাইট ও সেড্রিক প্রাসাদের দরজার কাছে উপস্থিত হলেন।

ব্ল্যাক নাইট তখন প্রাসাদের দরজা ভাঙবার জন্য তাঁর টাঙ্গি দিয়ে বারবার আঘাত হানতে লাগলেন। উপর থেকে তাই দেখে গু ব্র্যাসি তাঁদের তীরন্দাজদের তিরস্কার করে বললেন, "তীরন্দাজ বলে পরিচয় দিতে তোমাদের লজ্জা করে না? তোমাদের হাতে তীর ধনুক থাকতে দুটা কুকুর দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে! প্রাসাদের একটা গম্বুজ ভেঙ্গে তাদের উপর ফেলে দাও। তার চাপে তারা পিষে যাবে।"

এমন সময় লক্সলি দেখল, উলরিকা প্রাসাদ গম্বুজের উপর লাল নিশান উড়িয়ে দিয়েছে। অমনি সে সবাইকে উৎসাহ দিয়ে বলল, "এগিয়ে চল ভাই। ঐ দেখ লাল নিশান উড়ছে। টরকুইলস্টোন দখল করতে আর দেরি হবে না।"

উপরে গু ব্র্যাসির আদেশে একজন সৈন্য একটা কাঠের গুঁড়ি ব্ল্যাক নাইট ও সেড্রিকের উপর ছুড়ে মারবার উদ্যোগ করছে দেখে লক্সলি তার দিকে একটা তীর ছুড়ল। অব্যর্থ সন্ধান! সৈন্যটি তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল

এমন সময় টেম্পলার ব্রায়েন এসে গু ব্র্যাসিকে দুঃসংবাদ জানালে, "সব আশা নির্মূল। প্রাসাদে আগুন লেগেছে। পশ্চিম দিকটা

জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। আগুন নেবাবার সব চেষ্টাই বিফল হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন এদিকেও ছড়াবে। তার আগে আপনার সব লোকজন নীচে যাক। নীচের গুপ্তদ্বার খুলতে বলুন। সেখানে পরিখার এপারে মাত্র দুজন। তাদের দুজনকে পরিখার জলে ফেলে দিন। তারপর পরিখা পার হোন। আমি এদিকে সদর দরজার দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণ করছি।"

"আপনার পরিকল্পনাটা ভালই মনে হচ্ছে। আমি সে ভাবেই সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু স্যর টেম্পলার, আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না ত ?"

"না না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

দ্য ব্র্যাসি তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী গুপ্ত-দরজা খুলে দিতেই ব্ল্যাক নাইট তাকে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করলেন। সেড্রিকও নিশ্চেষ্ট রইলেন না।

দ্য ব্র্যাসি রাগে লাল হয়ে তাঁর সৈন্যদের বললেন, "দুটা কুকুর আমাদের সবাইকে হারিয়ে দিবে ?" তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে এল। কিন্তু ব্ল্যাক নাইটের বিক্রমের মুখে কেউ বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। শেষে ব্ল্যাক নাইট ও দ্য ব্র্যাসির মধ্যে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হল। দ্য ব্র্যাসির হাতে তরবারি। ব্ল্যাক নাইটের হাতে তাঁর টাঙ্গি। কিছুক্ষণ পর দ্য ব্র্যাসি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

ব্ল্যাক নাইট তখন তাঁকে চেপে ধরে বললেন, "অধীনতা স্বীকার করুন। নইলে নিশ্চিত মৃত্যু।"

দ্য ব্র্যাসি উত্তর দিলেন, "আগে আপনার পরিচয় দিন। অনামা যোদ্ধার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে আমি রাজী নই।"

ব্ল্যাক নাইট তখন তাঁর কানে কানে কি বললেন।

দ্য ব্র্যাসি তৎক্ষণাৎ পরাজয় স্বীকার করে নিলেন।

ব্ল্যাক নাইট তাঁকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন।

দ্য ব্র্যাসি ব্ল্যাক নাইটকে তখন বললেন, "আইভ্যানহো আহত

রেবেকাকে বললেন, "আমি যদি কোন রকমে ওই জানলার ধারে গিয়েও বসতে পারতাম......

[পৃঃ ১০৫

অবস্থায় বন্দী হয়ে এই প্রাসাদে আছেন। এক্ষুণি তাঁকে উদ্ধার করে না আনলে আগুনে পুড়েই তাঁর মৃত্যু হবে।"

"আইভ্যানহো এখানে বন্দী! তিনি কোন্ দিকে আছেন?" ড্য ব্র্যাসি তাঁকে দেখিয়ে দিতেই, তিনি সেদিকে ছুটে চললেন।

আইভ্যানহোর ঘরেও তখন ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে। দু-একটা আগুনের ফুলকিও উড়ে আসছে। চারদিকে জল জল বলে চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

রেবেকা তখন অস্থির হয়ে আইভ্যানহোকে বললেন, "প্রাসাদে আগুন লেগেছে। সব পুড়ে যাচ্ছে। আমরা কি করে নিজেদের বাঁচাব?"

"রেবেকা! দেরি না করে তুমি এক্ষুণি পালিয়ে যাও। নিজের প্রাণ বাঁচাও। আমার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নেই।"

"আমি যাব না। মরতে হয় আমরা এক সঙ্গেই মরব। আর যদি রক্ষা পাই, দু'জনেই রক্ষা পাব।"

ঠিক সেই মুহূর্তে টেম্পলার ব্রায়েন সে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। তাঁর পোশাক ছিন্ন, রক্তাক্ত। তিনি রেবেকাকে বললেন, "আমি তোমাকে বলেছিলাম, সুখে দুঃখে তোমার চিরসাথী থাকব, রেবেকা! তাই তোমাকে বাঁচাতে এসেছি। আমার সাথে চল। নইলে পুড়ে মরতে হবে।"

"একা আমি যাব না। যদি আপনার অন্তরে বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া থাকে, তাহলে আমার বৃদ্ধ বাপকে বাঁচান, এই আহত নাইটকে বাঁচান।"

"যিনি নাইট, তিনি তাঁর ভাগ্যকে মেনে নেবেন।—সে আগুনের মুখে বা তরবারির মুখেই হোক। আর ইহুদী—সে বাঁচল কি মরল, তাতে কার কি আসে যায়?"

রেবেকা বললেন, "আপনার মত এমন হৃদয়হীন ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।"

"তোমার ইচ্ছায় কিছু হবে না। একবার তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে, আজ আর তা করতে দেব না।" এই বলে তিনি জোর করে রেবেকাকে ধরে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। রেবেকার আর্ত চিৎকার, আইভ্যানহোর আস্ফালন—কিছুতেই কোন ফল হল না।

ঠিক পরমুহূর্তেই ব্ল্যাক নাইট সে ঘরে প্রবেশ করলেন। বললেন, "আইভ্যানহো! তোমার গলা না শুনলে কিছুতেই তোমাকে খুঁজে বের করা যেত না।"

আইভ্যানহো বললেন, "আপনি আগে রোয়েনাকে বাঁচান, সেড্রিককে বাঁচান। আমার কথা পরে ভাববেন।"

"তাঁদেরও বাঁচাব। তবে তোমাকে আগে।" এই বলে তিনি আইভ্যানহোকে পাঁজাকোলে করে প্রাসাদের বাইরে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গেলেন।

এদিকে সেড্রিক রোয়েনার খোঁজে এঘর ওঘর করতে করতে তাঁর সন্ধান পেলেন। তিনি তখন তাঁকে গার্থের জিম্মা করে দিয়ে এথেলস্টেনের খোঁজে গেলেন। তার আগেই ওয়াম্বা তার বুদ্ধির জোরে তার এবং এথেলস্টেনের মুক্তির ব্যবস্থা করেছে।

লক্সলি তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক ঘরে ঢুকে যা কিছু মূল্যবান লুটপাট করতে লাগল। কেউ কেউ বাধা দিতে এল। কিন্তু সে নিষ্ফল বাধা। শেষ পর্যন্ত টেম্পলার ব্রায়েনও আশা ছেড়ে দিলেন। রেবেকাকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাঁর অবশিষ্ট কয়েকজন সৈন্য সহ তিনিও পালাবার চেষ্টা করলেন।

এথেলস্টেন দেখলেন, টেম্পলার একটি তরুণীকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ভাবলেন, তরুণী বুঝি রোয়েনা। তাই তাকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি টেম্পলারকে আক্রমণ করলেন। দু'জনে খানিকক্ষণ লড়াই হল। তারপর এক সময় এথেলস্টেন আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

এতক্ষণে সমস্ত প্রাসাদেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। উলরিকা তখন একটা গম্বুজের চূড়ায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গান গাইছে। বাতাসে তার চুল এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে এক একবার বিড়বিড় করে কি বলছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে গম্বুজেও আগুন ছড়িয়ে পড়ল। কড়ি বরগা একে একে সব পুড়ে পুড়ে ভেঙে পড়তে লাগল। সেই আগুনের মধ্যে উলরিকা নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য! তার এতদিনের কলঙ্কিত নিপীড়িত জীবনের সমস্ত গ্লানি অগ্নি-পরিশুদ্ধ হয়ে নতুন দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার এত দিনের বুকের জ্বালা আগুনের জ্বালায় শান্ত হল।

পনেরো

পরদিন সকালবেলা বিজয়ীর দল বনের মধ্যে একটা ওক গাছের নীচে সমবেত হয়ে টরকুইলস্টোন প্রাসাদের লুটের মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে বসল। দলের নেতা লক্সলি। সেই এই বনের রাজা। ব্ল্যাক নাইট ও সেড্রিক সেখানে ছিলেন। লক্সলি ব্ল্যাক নাইটকে তার ডান দিকে এবং সেড্রিককে তার বাম দিকে বসাল।

লুটের মাল দু-অংশে ভাগ করে লক্সলি সেড্রিককে বলল, "আপনার যে ভাগ ইচ্ছা, সেই ভাগ নিন। আপনার দলের যারা আমাদের সাহায্য করেছে, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিন।"

সেড্রিক বললেন, "আমার বা আমার লোকজনের এর কিছুই প্রয়োজন নেই। তোমরা যে তোমাদের জীবন বিপন্ন করে আমাদের প্রাণ এবং সম্মান রক্ষা করেছ, তার জন্য আমিই তোমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।"

সেড্রিক বললেন, "মৃত্যুই ছিল তোমার উচিত শাস্তি। কিন্তু তোমাকে মারব না। তুমি যা অন্যায় করেছ, তার জন্য তুমি যে অন্তর্জ্বালায় জ্বলবে, সেই হবে তোমার শাস্তি।"

সেড্রিক ব্ল্যাক নাইটকেও তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সাথে রদারউডে যেতে অনুরোধ করলেন। বললেন, "সাধারণ অতিথি হিসাবে নয়, আমার পুত্র বা ভাইয়ের মত সাদরে আপনাকে আমার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।"

"আপনার সৌজন্যে আমি অনেক আগেই মুগ্ধ হয়েছি। স্যাক্সন চরিত্র যে কত মহৎ তা দেখেছি। আপনার নিমন্ত্রণ আমি রক্ষা করব, রদারউডে আমি যাব। তবে এখনই নয়। এদিকে এখনও আমার অনেক কাজ বাকী আছে। তা সারা হলেই আমি যাব এবং তখন আপনার কাছে এমন একটা জিনিস চাইব যাতে আপনার বদান্যতারও পরীক্ষা হবে।"

"আপনি না চাইতেই আপনাকে তা দিলাম।"

"ব্যাপারটাকে এত লঘুভাবে নেবেন না। যাক, আমি আশা করব, আমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না। এখন বিদায় নিচ্ছি।"

লক্সলি তখন ব্ল্যাক নাইটকে বলল, "বীরপুরুষ! আপনার সাহায্য না পেলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হত। এই লুটের মাল থেকে আপনার ইচ্ছামত কিছু একটা গ্রহণ করলে আমরা বাধিত হব।"

"আমি তোমার দান সানন্দে গ্রহণ করছি। তুমি দ্য ব্র্যাসিকে আমার হাতে দাও।"

"এ তাঁর ভাগ্য। নইলে এখানে তাঁর যে দুর্দশা হত, তা আর বলবার নয়।"

ব্ল্যাক নাইট তখন বললেন, "দ্য ব্র্যাসি! তোমায় মুক্তি দিলাম। যেখানে খুশী যেতে পার। অতীতে যা করেছ, তার মার্জনা নেই। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হও।"

তারপর ওয়াম্বাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি মৃত্যুর ভয় না করে আমাকে বাঁচিয়েছ। তোমার ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই।" বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। প্রাণের বন্ধু এথেলস্টেনের মৃত্যুতেও যে চোখে জল দেখা যায় নি, সে চোখে জল গড়াতে লাগল।

ওয়াম্বা তার স্বভাবসিদ্ধ লঘু কণ্ঠে বলল, "চোখের জলে আমার ঋণ শোধ হবে না। সে ঋণ যদি শোধই করতে চান, তবে বেচারা গার্থকে ক্ষমা করুন। সে আপনার পুত্রের সেবা করার জন্যই পালিয়ে গিয়েছিল।"

"তাকে শুধু ক্ষমা নয়, পুরস্কারও দেব।" এই বলে তিনি গার্থকে বললেন, "আজ থেকে তুমি আর আমার ক্রীতদাস নও। তুমি আর সবার মতই স্বাধীন মানুষ। তোমাকে আমি কিছু জমিজমাও দেব।"

তখনই দাসত্বের প্রতীক তার গলবন্ধনী খুলে ফেলা হল। গার্থ বলল, "দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে আমার মনের জোর দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এখন থেকে স্বাধীন মানুষ হিসাবে আমি আপনার আরও বেশী সেবা করব।"

এমন সময় রোয়েনা একটা ঘোড়ায় চড়ে সেখানে হাজির হলেন। লক্সলি এবং তার দলের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। রোয়েনা লক্সলি ও তার দলের সবাইকে তাঁর ধন্যবাদ জানালেন।

দ্য ব্র্যাসিও সেখানে নতমুখে বসেছিলেন। তিনিও দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি আপনার প্রতি যে ধৃষ্ট ব্যবহার করেছি, তার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।"

"আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম। কিন্তু আপনার পাগলামিতে যে ক্ষতি হয়েছে, সবাই যে দুঃখ ভোগ করেছে, তার কথা ভুলতে পারব না।"

গু ব্র্যাসি ব্ল্যাক নাইটকে অভিবাদন জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

লক্সলি তখন ব্ল্যাক নাইটকে বলল, "গত টুর্নামেন্টে পুরস্কার হিসাবে আমি এই শিঙ্গাটি পেয়েছি। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তবে এই যুদ্ধে আপনার বীরত্বের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এটি গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। এই বনের মধ্যে যদি কোন দিন কোন বিপদে পড়েন, তবে এই শিঙ্গাটি তিনবার বাজালেই আমার লোকজন এসে আপনাকে সব রকমে সাহায্য করবে।"

ব্ল্যাক নাইট শিঙ্গাটি গ্রহণ করে বললেন, "তোমার এই উপহারের জন্য অনেক ধন্যবাদ। প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য নেব।"

কপম্যান-হার্স্ট মঠের ফাদার এতক্ষণ এদের সাথে যোগ দিতে পারেন নি। এবার তিনিও আইজাকের কোমরে একটা দড়ি বেঁধে তাঁকে টানতে টানতে হাজির হলেন।

তাঁকে দেখে সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। লক্সলি জিজ্ঞাসা করল, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আর এই ইহুদীকেই বা কোথায় পেলেন?"

ফাদার বললেন, "একটু ভাল পানীয় পাওয়া যায় কিনা, এই উদ্দেশ্যে আমি টরকুইলস্টোন প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে মদের একটি ছোট পিপের সন্ধান পেয়েছি, এমন সময় পাশের আর একটি ঘরের দিকে নজর পড়ল। দরজায় তালা, কিন্তু চাবি দেওয়া নয়। দোর খুলে ভিতরে ঢুকেই দেখি আইজাক এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই আমার পা জড়িয়ে ধরল। তাকে নিয়ে বেরিয়ে আসব, এমন সময় উপর থেকে দুমদাম করে কড়ি বরগা খসে পড়ে আমাদের বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের আর আশাই রইল না। কিন্তু ইহুদীর সাথে মরব— এ চিন্তাও অসহ্য। তাই প্রথমে ভাবলাম আমার টাঙ্গির এক ঘায়ে

তাকে আগে শেষ করে দেই। কিন্তু তার বয়স দেখে আমার মায়া হল। তাই তাকে না মেরে খ্রীষ্ট ধর্মের মহিমা শুনাতে শুরু করলাম, যাতে এই মহান্ ধর্মে তার মতি হয়। তার কিছু ফলও ফলতে শুরু করেছে।"

"তাই নাকি আইজাক ?" লক্সলি জিজ্ঞাসা করল।

"ইনি সারারাত কানের কাছে কি ঘ্যানরঘ্যানর করেছেন, তার এক বর্ণও আমার মাথায় ঢুকেনি।"—আইজাক পরিষ্কার জবাব দিলেন।

"অবিশ্বাসী! তুমি তোমার কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ। তার শাস্তি ভোগ কর।" এই বলে তিনি তাকে মুষ্ট্যাঘাত করতে উদ্যত হলেন।

ব্ল্যাক নাইট বাধা দিলেন। ফাদার চটে গিয়ে বললেন, "তবে আপনাকেই তা উপহার দিচ্ছি।" এই বলে তিনি ঘুষি বাগালেন।

"কারো কাছ থেকে উপহার নেওয়া আমার স্বভাব নয়। তবে আপনার কাছে ধার নিতে পারি। পরে সুদে আসলে ফিরিয়ে দেব। দিন, ধার দিন।"

ফাদারের মুষ্টির আঘাত মারাত্মক। এ কথা অনেকেই জানত। তাই সবাই যখন দেখল, ব্ল্যাক নাইট তাঁর আঘাতে বিন্দু মাত্র বিচলিত হলেন না, তখন তারা অবাক্ হয়ে গেল।

ব্ল্যাক নাইট তখন বললেন, "এবার আমার ধার শোধ করার সুযোগ দিন।" এই বলে ফাদারকে তিনি এমন মুষ্ট্যাঘাত করলেন যে, তিনি একবারে মাটিতে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়াতেও তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল।

ফাদার বললেন, "যাক শোধবোধ হয়ে গেল। এবার ইহুদীটার একটা ব্যবস্থা করা যাক। সে যখন কিছুতেই তার স্বধর্ম ছাড়বে না, তখন সে কি মুক্তিমূল্য দেবে বলুক।"

লক্সলি বলল, "আইজাক, ভেবে দেখুন! ইত্যবসরে আমি আর একজন বন্দীকে দেখছি।"

সে বন্দী জোরভলক্স মঠের অধ্যক্ষ আমির। তাঁর মুক্তির জন্য তিনি কি মূল্য দেবেন জিজ্ঞাসা করতেই, লক্সলির একজন সহচর বলল, "আমার প্রস্তাব, মঠাধ্যক্ষ আমির আইজাকের মুক্তিমূল্য, এবং আইজাক আমিরের মুক্তিমূল্য স্থির করুক।"

"প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আইজাক! আপনিই বলুন, মঠাধ্যক্ষ আমিরের মুক্তিমূল্য কত হওয়া উচিত।"

আইজাক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "ছয়শো স্বর্ণমুদ্রা।"

"বেশ আমি এতেই রাজী। ফাদার আমির, এবার আপনি আইজাকের মুক্তিমূল্য কত হবে বলুন।"

"এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার এক পয়সা কম নয়। ইহুদীর পক্ষে এই টাকা কিছুই নয়। কিন্তু ছশো স্বর্ণমুদ্রা আমি কোথায় পাব?"

"আমি পুত্র কন্যা হীন বৃদ্ধ। আমাকে কি একবারে কপর্দকশূন্য করতে চান? এত টাকা আমি কি করে দেব?"

"পুত্র কন্যা না থাকলে ত মস্ত সুবিধা। তাদের জন্য কিছু সংস্থান করতে হবে না।"—ফাদার বললেন।

"পাষাণহৃদয় সন্ন্যাসী! সন্তান হারাবার দুঃখ আপনি কি বুঝবেন? হায় রেবেকা! এখন তুমি কোথায়? কেউ যদি এসে সংবাদ দিত, তুমি খ্রীষ্টান পশুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছ, জীবিত আছ, তবে আমি তাকে আমার সর্বস্ব দিতেও কুণ্ঠিত হতাম না।"

তাঁর এই কাতরোক্তি শুনে একজন বলল, "আপনার মেয়ের মাথার চুল কালো কি? তিনি যে সিল্কের কাপড় পরেছিলেন তার পাড়ে রূপালী জরী বসানো ছিল কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ! তুমি কি তার কোন সংবাদ জান?" আইজাক জিজ্ঞাসা করলেন।

"টেম্পলার ব্রায়েন তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছেন।"

"হায় ভগবান! আমার মান-সম্মান সব গেল!"

লক্সলি তখন বলল, "বন্ধুগণ! এই ইহুদী বৃদ্ধ। কিন্তু সন্তান

হারাবার দুঃখ সকলেরই সমান। তাই তাঁর দুঃখে আমার অন্তরও বিগলিত হচ্ছে।...আইজাক! আপনি যদি ফাদারের মতো ছশো স্বর্ণমুদ্রাই দেন—এমন কি একশো কম দেন, তা হলেও আপনার কন্যার মুক্তিপণ হিসাবে টেম্পলার ব্রায়েনকে দেবার জন্য পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা থাকবে। আপনি আর দেরি না করে টেম্পলারকে পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা দেবার ব্যবস্থা করুন। তা হলেই আপনার কন্যার কোন অনিষ্ট হবে না।"

তারপর আমিরকে এক পাশে ডেকে লক্সলি বলল, "আইজাক আপনাকেও একশো রৌপ্য মুদ্রা দেবেন যদি আপনি আপনার বন্ধু টেম্পলারের কবল থেকে তাঁর কন্যাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারেন। বলুন, রাজী আছেন ?"

"আমাকে যে ভাবনায় ফেললে ? ইহুদীর সাহায্য করা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ। তবে যদি আইজাক আমাদের মঠের সংস্কারের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন, তবে অবশ্য আর আপত্তি করার কিছু থাকে না।"

"ঠিক আছে। তিনি এ জন্যও কিছু টাকা দেবেন।"

আইজাকও আর আপত্তি করতে পারলেন না।

ফাদার আমির তখন টেম্পলার ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্টের নামে একখানা চিঠি লিখে আইজাকের হাতে দিয়ে বললেন, "এটা নিয়ে তুমি টেম্পলস্টো মঠে যাও। হয়ত সেখানে তোমার কন্যার মুক্তির ব্যবস্থা হতে পারে।"

আইজাক চিঠি নিয়ে যাত্রা করার সময় লক্সলি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল, "টাকা পয়সার ব্যাপারে কার্পণ্য করবেন না। আপনার কন্যার চেয়ে টাকা বেশী মূল্যবান নয়।"

ব্ল্যাক নাইট এতক্ষণ ধরে এখানকার সব কাণ্ড কারখানা দেখছিলেন। এবার তিনিও বিদায় নিলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। সে কয়েকটা ঔষধ জানে।"

"সে ঔষধের সন্ধান কোথায় পেল?"

"আমাদেরই গোষ্ঠীর একটি বৃদ্ধা তাকে তা শিখিয়ে গেছেন। তার নাম মরিয়াম।"

"এই কি সেই জাত্বকরী মরিয়াম, যার জাত্ববিদ্যার কাহিনী সমস্ত খ্রীষ্টান জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল আর যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? তোমার মেয়ে তারই শিষ্যা? আর সেই টেম্পলারদের উপর তার জাত্বমন্ত্র প্রয়োগ করে? তুমি এক্ষুণি মঠ থেকে বেরিয়ে যাও, নইলে তোমাকে গুলি করে মারব। তোমার মেয়েও তার এই জাত্ববিদ্যার জন্য যোগ্য শাস্তি পাবে। দূর হও।"

আইজাকের সমস্ত অনুনয় বিনয় ব্যর্থ হল। তাঁকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। সর্বাধ্যক্ষ তখন মঠের আচার্যকে ডেকে বললেন, "এলবার্ট ম্যালভইসিন! এই মঠের ভেতরে একজন ইহুদী জাত্বকরীকে এনে রাখা হয়েছে, আর আপনি কিছু বলছেন না, এ কেমন কথা?"

"ইহুদী জাত্বকরী!" আচার্য যেন চমকে উঠলেন।

"হ্যাঁ, ইহুদী জাত্বকরী। ইয়র্কের সুদখোর আইজাকের কন্যা, জাত্বকরী মরিয়ামের শিষ্যা রেবেকা এখন এই মঠেই আছে। কি লজ্জার কথা!"

"ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্টের মত একজন নাইট টেম্পলার একটা ইহুদী জাত্বকরীর মোহে মজে যাবেন, এ ত তাজ্জবের ব্যাপার! জাত্বকরীই হয়ত তাঁর উপর ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে, নইলে তাঁর এ বিকার হবে কেন?"

"সে তার শাস্তি পাবে। সে শাস্তি মৃত্যু। আপনি হল ঘরে বিচার সভার ব্যবস্থা করুন।"

যখন তুপুরের ঘণ্টা পড়ল, তখন রেবেকা শুনতে পেলেন, অনেক-গুলি লোক যেন তাঁর ঘরের দিকেই আসছে। এতে তিনি অনেকটা

ষোল

টেম্পলস্টো মঠের যিনি সর্বাধ্যক্ষ তিনি বয়োবৃদ্ধ। তাঁর মাথার চুল, চোখের ভুরু সব সাদা। গায়ের চামড়া শিথিল। দীর্ঘ দেহ। এত বয়স সত্ত্বেও সোজা হয়ে হাঁটেন। চোখে এখনও আগুন জ্বলে। তাঁর পরিচ্ছদও সাদা ধবধবে। তাঁর বাঁ কাঁধে লাল কাপড়ের আটকোনা ক্রুশ চিহ্ন। এইটি তাঁদের সম্প্রদায়েরই বিশেষত্ব। হাতে টেম্পলারদের দণ্ড।

তিনি তখন বাগানে পায়চারি করছেন, এমন সময় একজন মঠবাসী সংবাদ দিলেন, একজন ইহুদী ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্টের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

"ইহুদীটিকে আগে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

আইজাক এসে তাঁকে অভিবাদন করতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রায়েনের কাছে তোমার কি দরকার।"

"জোরভলক্স মঠের অধ্যক্ষের একটা চিঠি তাঁকে দেব।"

"আমাকেই দাও।"

চিঠিখানা তাঁর হাতে দিতেই তিনি তা পড়লেন। একবার নয়, বারবার। তাঁর চোখে ভ্রূকুটি, মুখে বিস্ময়। তিনি তাঁর এক সহকারীকে বললেন, চিঠিখানা পড়। কি কাণ্ড দেখ! আমাদেরই সম্প্রদায়ের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি আর এক জনকে লিখেছে। আশ্চর্য!"

তারপর আইজাককে সম্বোধন করে বললেন, "টেম্পলার ব্রায়েন তোমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ! তার মুক্তির জন্য যে মূল্য দিতে হবে, এই গরিব"—

"থামো থামো। তোমার কন্যা রোগীর রোগ সারাতে পারে?"

স্বস্তিই পেলেন। কারণ ব্রায়েন এসে যে তাঁকে বারবার বিরক্ত করেন, এটা তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিলেন না।

তাঁর ঘরের দোর খুলে আচার্য একজন সঙ্গী ও চারজন অনুচর সহ ভিতরে প্রবেশ করলেন। আচার্য রেবেকাকে বললেন, "ওঠ,—চলো আমার সঙ্গে"—

"কোথায় যেতে হবে? কেন যাব বলুন তো?"

"প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নেই। আদেশ পালন করাই তোমার কাজ। তবুও বলছি, আমাদের সর্বাধ্যক্ষের দরবারে তোমার বিচার হবে।"

বিচারের কথা শুনে রেবেকার মনে আশার সঞ্চার হল। খ্রীষ্টান বিচারক হলেও বিচারক ত বটে! হয়ত সুবিচারই পাওয়া যাবে, হয়ত মুক্তির উপায় হবে!

রেবেকাকে বিচার সভায় নিয়ে আসা হল। একটি উচ্চ বেদীর উপর সর্বাধ্যক্ষের আসন। তাঁর হাতে তাঁদের সম্প্রদায়ের দণ্ড। তাঁর পায়ের কাছে একটা টেবিলে দু'জন লিপিকার। বিচার সভায় নিখুঁত বিবরণী লেখাই তাঁদের কাজ। চারজন আচার্য সর্বাধ্যক্ষের আসনের চেয়ে একটু নীচু আসনে বসেছেন। এ ছাড়া হলে মঠের অন্যান্য অনেক লোক, প্রহরী ইত্যাদি।

সর্বাধ্যক্ষ জলদ গম্ভীর স্বরে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বললেন, "ইয়র্কের ইহুদী আইজাকের কন্যা জাদুকরী ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শিনী রেবেকার বিচারের জন্যই আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সে তার জাদুমন্ত্রে এই পবিত্র মঠের একজন টেম্পলারকে একবারে মোহিত করে রেখেছে। যারা তার এই জাদুবিদ্যার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত, তারা দাঁড়াও।"

কয়েকজন সাক্ষীই সাক্ষ্য দিল, কি করে নাইট টেম্পলার ব্রায়েন টরকুইলস্টোন প্রাসাদ রক্ষার দায়িত্ব উপেক্ষা করে নিজের প্রাণ বিপন্ন করে রেবেকাকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

সর্বাধ্যক্ষ তখন বললেন, "রেবেকার অতীত জীবন সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে, এখানে এমন কেউ আছে কি? সে যে বহুকাল ধরেই জাদুবিদ্যার প্রয়োগ করে আসছে, এ কথা কেউ জানে কি?"

এই প্রশ্ন শুনে হল ঘরের এক কোণে একটু গোলমাল শুরু হল। সর্বাধ্যক্ষ তার কারণ জানতে চাইলেন। জানা গেল, সেখানে একজন কৃষক উপস্থিত আছে, যে এক সময়ে একেবারে শয্যাশায়ী ছিল। এই রেবেকাই তুকতাক করে তাকে অনেকটা সুস্থ করেছে। এখন সে লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতেও পারে।

সর্বাধ্যক্ষের আদেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দাঁড়াতে হল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি?"

"হিগ!"

"কি হয়েছিল বল ত।"

সে বলল, "এক সময়ে সে আইজাকের অধীনেই কাজ করত। হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। তখন রেবেকার নির্দেশ অনুসারে ঔষধপত্র খেয়ে সে অনেকটা ভাল হয়েছে।"

সর্বাধ্যক্ষ তাকে বললেন, "হিগ! ইহুদী জাদুকরীর জাদুতে ভাল না হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকাই তোমার ভাল ছিল।"

যার কাছ থেকে সে এক সময়ে উপকার পেয়েছে, সর্বাধ্যক্ষের ভয়ে একান্ত অনিচ্ছায় তার বিরুদ্ধে এই সাক্ষ্য দেওয়ায় তার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। সে এখানে আর থাকবে না বলেই প্রথমে ভাবল, কিন্তু রেবেকার বিচারের ফল কি হয়, তা জানবার জন্য সে শেষ পর্যন্ত থেকেই গেল।

সর্বাধ্যক্ষ তখন রেবেকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর কিছু বলবার আছে কি না।

রেবেকা তখন আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আপনার কাছে নিষ্ফল দয়া ভিক্ষা করে লাভ নেই। আমি তা করতেও চাই না। কিন্তু টেম্পলার ব্রায়েনকে আমি জিজ্ঞাসা করছি, তিনিই বলুন, আমার

পেলেন। তিনি বললেন, "আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা সবই মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আপনাদের আইনেই আছে, দুই যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে এইসব অভিযোগের মীমাংসা হতে পারে। আমি প্রার্থনা করছি, আমার ক্ষেত্রেও তাই করা হোক। আমার পক্ষে একজন চ্যাম্পিয়ন লড়বেন।"

"একজন জাদুকরীর পক্ষ সমর্থন করতে কে জীবন-মরণ যুদ্ধে এগিয়ে আসবে?"

"আমি যদি নিরপরাধ হই, ভগবানই আমার পক্ষ সমর্থন করবার জন্য একজন যোদ্ধা জুটিয়ে দিবেন। এই আমার জামিন রইল।" এই বলে তিনি তাঁর হাতের দস্তানা খুলে সর্বাধ্যক্ষের সামনে ছুড়ে দিলেন।

সর্বাধ্যক্ষ দস্তানাটি দেখে বললেন, "এমন জীবনপণ যুদ্ধের পক্ষে এই জামিন নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যাহোক, ম্যালভইসিন, এটা ব্রায়েনকে দাও।"

তারপর ব্রায়েনকে উদ্দেশ করে বললেন, "আমাদের পক্ষ হয়ে আপনি লড়বেন। তাই জামিনটা আপনার হেফাজতেই থাক। ...রেবেকা! তোমাকে তিন দিন সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে তোমার পক্ষের যোদ্ধাকে এখানে হাজির করতে হবে।"

"তিন দিন যে নেহাতই কম সময়।"

"এর চাইতে বেশী সময় তোমাকে দিতে পারব না।"

"বেশ, ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আমি তাঁরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছি।"

"ম্যালভইসিন, এবার তবে যুদ্ধের স্থানটা স্থির করা যাক।"

"এই মঠসংলগ্ন সেণ্ট জর্জ গির্জার সামনে যে খোলা জায়গা আছে, সেখানেই যুদ্ধ হতে পারে।"

"বেশ! তাই হবে। রেবেকা! তুমি তিন দিনের মধ্যেই সেখানে তোমার পক্ষের যোদ্ধাকে হাজির করবে। যদি তা না

বিরুদ্ধে এই সাংঘাতিক অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য এবং বিদ্বেষ-প্রসূত কিনা ?"

বিচার সভায় সম্পূর্ণ স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। টেম্পলার ব্রায়েন কি বলবেন, শুনবার জন্য সবাই রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

রেবেকা আবার বললেন, "মুখ খুলুন। যদি আপনি মানুষ হন, সত্যিকার খ্রীষ্টান হন, তবে আমার কথার উত্তর দিন। আপনি যদি সত্যিই নাইট হন, তবে তার মর্যাদা রাখুন। আপনি যদি আপনার পিতামাতার সন্তান হয়ে থাকেন, তবে আপনাকে মিনতি করে বলছি, সত্য কথা বলুন।"

সর্বাধ্যক্ষও বললেন, "রেবেকার কথার জবাব দিন।"

টেম্পলার ব্রায়েনের মন তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত। তাঁর চোখে মুখেও তা সুপরিস্ফুট। তাঁর কথার উপর রেবেকার নির্দোষিতা, তার মুক্তি নির্ভর করছে। আবার সত্য কথা বললে তাঁর নিজের মান-মর্যাদা সুনাম সবই একেবারে ধূলায় গড়াগড়ি যাবে। এই দোটানায় পড়ে তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না। তাঁর মুখ দিয়ে শুধু একটি কথা বেরুল—"ভাঁজ করা কাগজ।"

সর্বাধ্যক্ষ তখন বললেন, "এই ডাইনীর এমনই জাদুশক্তি যে, টেম্পলার ব্রায়েন বাক্‌শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন। তবে অনেক কষ্টে তিনি যে ভাঁজ করা কাগজের কথা বলেছেন, তাই সাক্ষ্যের কাজ করবে।"

রেবেকাকে যখন বিচার সভায় আনা হয়, তখন ভিড়ের মধ্যে তাঁর হাতে কে একখানা ভাঁজকরা কাগজ গুঁজে দেয়। রেবেকা এতক্ষণ তা খুলেও দেখেন নি। ব্রায়েনের কথায় তিনি এখন তা খুলে দেখেন, তাতে আরবী অক্ষরে লেখা আছে, "একজন চ্যাম্পিয়ন দাবী কর।"

এই কয়টি কথার মধ্যে রেবেকা যেন একটু আশার আলো দেখতে

পার, কিংবা তোমার যোদ্ধা যদি পরাজিত হয় তবে জাদুকরীকে যেভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তোমাকেও তাই দেওয়া হবে।"

রেবেকা হাত জোড় করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। হয়ত বা ভগবানের উদ্দেশে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন। তারপর সর্বাধ্যক্ষকে বললেন, "আমার পক্ষে একজন যোদ্ধা সংগ্রহ করবার জন্য আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুযোগ দিন।"

"এ অতি সংগত প্রার্থনা। দেখ, এখানে কেউ তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেতে রাজী আছে কিনা।"

রেবেকা তখন উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, "সত্যের খাতিরে অথবা অর্থের বিনিময়ে আমার একটা চিঠি নিয়ে আমার বাবার কাছে পৌঁছে দিতে কেউ রাজী আছেন কি?"

সবাই চুপ করে রইল। কারণ সর্বাধ্যক্ষের সামনে কেউই একজন ইহুদী জাদুকরীকে কোন সাহায্য করতে সাহস পেল না। রেবেকা তখন আবার বললেন, "এই সামান্য উপকারটুকু করার মত সৎসাহসও কারো নেই? তবে কি আমি আত্মরক্ষার কোন সুযোগই পাব না?"

সাক্ষ্য দেবার পর থেকেই হিগ অনুতাপে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছিল। সে তার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার এ সুযোগ ছাড়ল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি পঙ্গু, ভাল করে হাঁটতে পারি না। তবু আমি এ ভার নিতে রাজী আছি।"

রেবেকা তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, "ভগবানের অনুগ্রহ হলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। ভগবানই তোমাকে হাঁটবার শক্তি দেবেন। এই চিঠিখানা ইয়র্কের আইজাককে দেবে। মনে রেখো, তোমার উপরই আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে।"

"আমি আমার প্রতিবেশী বুথানের ঘোড়াটি নিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারি, ইয়র্কে পৌঁছবার ব্যবস্থা করব।" এই বলে সে বিদায় নিল।

তরুণী ঘরে প্রবেশ করেই নতজানু হয়ে রোয়েনার শাড়ীর আঁচল চুম্বন করল।

[পৃ, ১৪৯

ভাগ্যক্রমে তাকে বেশীদূর যেতে হল না। সে দেখল, দু'জন ইহুদী এদিকেই আসছেন। কাছে গিয়ে দেখে, তাঁদের মধ্যে একজন আইজাক।

হিগ তাঁর হাতে রেবেকার চিঠিখানা দিল। সেখানা পড়েই আইজাক হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গী চিঠিখানা পড়লেন। তাতে লেখা ছিল—"বাবা, জাদুকরী বলে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আমার বিচার হচ্ছে। যদি কোন বীর যোদ্ধা আমার পক্ষ হয়ে লড়তে রাজী হন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন, তবেই আমার মুক্তি। নইলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আগামী পরশু যুদ্ধের দিন স্থির হয়েছে। এর মধ্যে কোন বীরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সেড্রিকের পুত্র আইভ্যানহোকে সংবাদ দিলে তিনি নিজেই হয়ত লড়তে রাজী হবেন। তবে এখনও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেননি। যাহোক, তিনি তাঁর জানাশোনা কোন যোদ্ধাকে নিশ্চয়ই পাঠাবেন।"

আইজাকের সঙ্গী তখন তাঁকে বললেন, "এখন এভাবে কান্নাকাটি করলে কোন ফল হবে না। তোমার এখন আশু কর্তব্য, আইভ্যানহোর সাথে যোগাযোগ করা। টরকুইলস্টোন প্রাসাদে তিনিও তোমাদের সাথে বন্দী ছিলেন। সে সময় রেবেকাই তাঁর সেবাশুশ্রূষা করেছে। কাজেই রেবেকার এই বিপদে তিনি উদাসীন থাকবেন না।"

আইজাক তখন আইভ্যানহোর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্য রওনা হলেন।

সতেরো

সেদিনই সন্ধ্যার সময় রেবেকার ঘরের রুদ্ধ দরজায় একজনের মৃদু আঘাত শোনা গেল।

রেবেকা তাই শুনে বললেন, "যদি আপনি বন্ধু হন, নির্ভয়ে ভেতরে আসুন। আর যদি আমার শত্রুও হোন, তবুও আপনাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।"

দোর খুলে ঘরে প্রবেশ করলেন টেম্পলার ব্রায়েন। বললেন, "আমি তোমার শত্রু কি মিত্র, তা এখনই স্থির হবে।"

ব্রায়েনকে দেখে আতঙ্কিত রেবেকা ঘরের এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাই দেখে তিনি বললেন, "রেবেকা! আমাকে দেখে তোমার ভয় পাবার কারণ নেই। অন্ততঃ এখানে নেই। কারণ তুমি ডাকলেই প্রহরীরা ছুটে আসবে।"

"না আপনাকে আমার আর ভয় নেই। ভগবান আমাকে নির্ভয় হবার শক্তি দিয়েছেন। যাক, আবার কি জন্য আমাকে বিরক্ত করতে এসেছেন? আপনার কিছু বলবার থাকলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন।"

"রেবেকা! তুমি আমার উপর এখনও অপ্রসন্ন হয়ে আছ। আমি তোমাকে বিরক্ত করতে বা তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি। আমি এসেছি তোমাকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে। চ্যাম্পিয়ন দাবি করবার কাগজখানা কে তোমার হাতে দিয়েছিল? —এই আমি।"

"তাতে শুধু কয়েকটা দিন সময় পাওয়া গেল মাত্র। তার বেশী আর কি হয়েছে? মৃত্যু আমার শিয়রে। সে মৃত্যু দুদিন আগে বা পরে হবে, তাতে কি আসে যায়?"

"না রেবেকা! আমার তা উদ্দেশ্য ছিল না। আমি ভেবেছিলাম, তোমার পক্ষ হয়ে আমিই লড়ব। এখানকার কেউ আমার সাথে যুদ্ধে এক দণ্ডও দাঁড়াতে পারত না। ফলে আমার জয় হত সুনিশ্চিত, তোমার নির্দোষিতাও প্রমাণিত হত। তোমার জীবনও রক্ষা পেত। কিন্তু সর্বাধ্যক্ষই সব মাটি করে দিলেন। মঠের পক্ষ থেকে লড়বার জন্য তিনি আমাকেই নির্বাচিত করলেন।"

"অথচ আপনি বিনা দ্বিধায় তা স্বীকার করে নিলেন। আমার জামিনও আপনার হেফাজতে রাখলেন। যদি আমার পক্ষে কোন যোদ্ধা পাওয়া যায়, তাঁকে পরাজিত করবার জন্য আপনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, আমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেবেন—তবুও ভান করছেন, আপনি আমার বন্ধু! আপনি আমায় বাঁচাতে এসেছেন!"

"আমি এখনও তোমার বন্ধু হতে পারি, তোমাকে বাঁচাতে পারি। তবে আমাকে যে মূল্য দিতে হবে তা দেব কিনা তা তোমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে।"

"আমার ইচ্ছার উপর?"

"হ্যাঁ, সম্পূর্ণ তোমার ইচ্ছার উপর। আমি তোমাকে সব কথা খুলেই বলছি। তোমার পক্ষে একমাত্র রাজা রিচার্ড বা আইভ্যানহো ছাড়া আর যিনিই আসুন, তাঁর পরাজয় অনিবার্য। আর আমি যদি মঠের হয়ে যুদ্ধ না করি, তবে আমার আর নাইট বলে পরিচয় দেওয়া চলবে না, আমাকে সর্বপ্রকার অপমানের গ্লানি মাথায় নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। বেঁচে থেকেও আমার হবে মৃত্যু। রেবেকা! আমি সেই অপমান, সেই গ্লানি, সেই জীবন্মৃতের অসহ্য যন্ত্রণাও সহ্য করতে রাজী আছি, যদি তুমি একবার বলো, আমায় ভালোবাস।"

"এ সব পাগলামি ছাড়ুন। যদি সত্যিই আমাকে বাঁচাবার আপনার আন্তরিক ইচ্ছা থাকে, তবে রিচার্ডের কাছে গিয়ে আমার কথা বলুন। তিনিই এই অন্যায়ের প্রতীকার করবেন।"

"যদি আমাকে সব ছাড়তেই হয়, শুধু তোমার জন্মই ছাড়ব। রিচার্ডের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে যাব না।"

"তাহলে ভগবানের যা ইচ্ছা, তাই হবে। মানুষের কাছ থেকে আমার সাহায্যের আশা নেই।"

"এখনও তোমার অহংকার গেল না? জেনে রেখো, আমাকে যদি যুদ্ধে নামতেই হয়, তবে প্রাণ দিয়েই লড়ব। তার ফল কি হবে ভেবে দেখো। তোমাকে জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে মরতে হবে। কোন নারীর পক্ষেই সে যন্ত্রণা সহ্য করা সম্ভব নয়।"

"টেম্পলার ব্রায়েন! আপনি নারীর হৃদয় এখনও চিনতে পারেন নি! জেনে রাখুন, কর্তব্য বা প্রেমের আহ্বানে নারী যে নির্যাতন সহ্য করতে পারে, আপনাদের অতুলনীয় বীরত্বও তার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। যাক, বৃথা কথায় আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।"

"তা হলে এ ভাবেই আমাদের বিদায় নিতে হবে? হায়, যদি তোমার আমার দেখা না হত! আর দেখাই যদি হল, তুমি যদি ইহুদী না হয়ে খ্রীষ্টান হতে।...আমাকে ক্ষমা করো রেবেকা।"

"বন্দী তার আততায়ীকে যতটুকু ক্ষমা করতে পারে, সর্বান্তঃকরণে তাই করছি।"

"বিদায় রেবেকা!" এই বলে ব্রায়েন ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আঠারো

লক্সলির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ব্ল্যাক নাইট আইভ্যানহোর সাথে দেখা করতে রওনা হলেন। সঙ্গে ওয়াম্বা।

টরকুইলস্টোন প্রাসাদ থেকে আহত আইভ্যানহোকে নিকটবর্তী একটি মঠে এনে রাখা হয়েছিল।

আইভ্যানহোর সাথে দেখা হতেই ব্ল্যাক নাইট বললেন, "কনিংস-বার্গের প্রাসাদে শীঘ্রই আবার আমাদের দেখা হবে। তোমার বাবা তোমাদের আত্মীয় ও বন্ধু এথেলস্টেনের শ্রাদ্ধের ভোজের ব্যবস্থা সেখানেই করেছেন। সেখানে তোমাদের স্যাক্সন জ্ঞাতিগোষ্ঠীর অনেকের সাথেই পরিচয়ের সুযোগ হবে। তুমিও সেখানে অবশ্যই যাবে। সেখানে তোমার বাবার সাথে তোমার যাতে আবার মিলন হয়, আমি সে চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে তুমি সেরে ওঠো।"

এই বলে তিনি আইভ্যানহোর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সঙ্গে ওয়াম্বা। দু'জনে বনপথ ধরে চলতে লাগলেন। ব্ল্যাক নাইট মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে গান করছিলেন, মাঝে মাঝে ওয়াম্বাকে নানারকম প্রশ্ন করছিলেন। এক সময় ওয়াম্বা বলল, "এই বনের মধ্যে অরণ্যচারী দস্যুদের চেয়েও মারাত্মক আততায়ী আছে।"

"তারা কারা ?"

"তারা ম্যালভইসনের লোকজন। টরকুইলস্টোন প্রাসাদ ধ্বংস হওয়ায় সেখানকার দুর্বৃত্তেরাও এসে এদের সাথে যোগ দিয়েছে। তাদের জন দুই যদি এখন এসে আমাদের আক্রমণ করে, আপনি কি করবেন ?"

"অমনি বর্শা বিদ্ধ করব।"

"যদি চার জন আসে ?"

"তাদেরও একই দশা হবে।"

"যদি ছ জন হয়?"

"তাতেই বা কি? একজন নাইট অমন বিশ জনকেও পরোয়া করে না।"

"আচ্ছা আপনার ওই শিঙ্গাটা আমায় একটু দেখতে দিন না।"

ব্ল্যাক নাইট শিঙ্গাটা তার হাতে দিতেই সে সেটা তার গলায় ঝুলিয়ে নিল। তাই দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মতলব কি? দাও, আমার শিঙ্গা আমাকে ফেরত দাও।"

"আমার কাছেও ওটা নিরাপদেই থাকবে। মূর্খ যখন বীরের সাথে চলে, তখন শিঙ্গাটা মূর্খের কাছে থাকাই ভাল। কারণ দরকারের সময় সেই সেটা ভাল বাজাতে পারবে।"

"না, তোমার বেয়াদবি দিন দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মনে রেখো, আমারও ধৈর্যের সীমা আছে।"

"বোকাকে বেশী ভয় দেখাবেন না। তবে সে সোজা চম্পট দেবে। তখন বনের মধ্যে আপনাকে পথ খুঁজে বেড়াতে হবে।"

"ও ব্যাপারেই আমি জব্দ হয়ে আছি। কাজেই তোমার সাথে বাগ্ যুদ্ধে আর সময় নষ্ট করব না। তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল দেখি।"

"যাক, শিঙ্গা যখন বোকার কাছেই থাকছে, আপনি এবার আপনার বীরত্ব দেখান দেখি। আমার মনে হচ্ছে অদূরে ওই ঝোপের আড়ালে এক দল দুর্বৃত্ত আমাদের আক্রমণ করবার সুযোগে আছে।"

"কি করে বুঝলে?"

"আমি পাতার আড়ালে দু তিনবার তাদের মাথার টুপি দেখেছি। সৎ লোক হলে তারা ঝোপের আড়ালে আড়ালে না লুকিয়ে রাস্তা দিয়েই হাঁটত।"

ব্ল্যাক নাইট তখন তাঁর মুখাবরণটি বেশ করে টেনে দিলেন। পর মুহূর্তেই ঝোপের আড়াল থেকে পর পর তিনটি তীর তাঁর মাথায় ও বুকে লাগল।

ব্ল্যাক নাইট তখন ওয়াম্বাকে বললেন, "এসো, ওদের একটু শিক্ষা দেওয়া যাক।" এই বলে তিনি সেই ঝোপের দিকে তাঁর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। সেখানে ছয় সাতজন অস্ত্রধারী লোক একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করল। তিন জনের অস্ত্র তাঁর বর্মে ঠেকে টুকরা টুকরা হয়ে গেল। ব্ল্যাক নাইটের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরতে লাগল। তিনি ঘোড়ার পাদানির উপর দাঁড়িয়ে বললেন, "এসব কি গুণ্ডামি?"

তারা কোন উত্তর না দিয়ে চার দিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করল। তিনিও প্রচণ্ড বেগে তাদের প্রতি-আক্রমণ করলেন। তারা সে আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পিছু হটতে লাগল। এমন সময় নীল বর্মপরিহিত একজন নাইট তার ঘোড়াকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়লেন। সেই গুরুতর আঘাতে ঘোড়াটি তার আরোহীকে নিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

এই দেখে ওয়াম্বা তার শিঙ্গায় তিনবার ফুঁ দিল। তা শুনে দুর্বৃত্তেরা চমকিত পদে পিছনে সরে গেল। ওয়াম্বা তখন ব্ল্যাক নাইটকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসে নীলবর্ম পরিহিত নাইটকে সম্বোধন করে বলল, "ভীরুর দল! একটা শিঙ্গার শব্দ শুনেই পালিয়ে যাচ্ছ, এই তোমাদের সাহস!"

তার এই কথা শুনে তারা আবার ব্ল্যাক নাইটকে আক্রমণ করল। তিনি তখন একটা ওক গাছের দিকে পিঠ রেখে তরোয়াল হাতে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। নীল-নাইট তখন আর একটা বর্শা হাতে তাঁকে আক্রমণ করতে এলেন। ওয়াম্বা তখন তার তরবারি দিয়ে তাঁর ঘোড়ার পায়ে এমন জোরে আঘাত হানল, যে ঘোড়াটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিছু হটে গেল। ব্ল্যাক নাইট এবারের মত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত হতে রক্ষা পেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠল। তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে; হাতে মাত্র একখানা তরবারি সম্বল। অন্য পক্ষে সাত আট জন সৈন্য—সবাই অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তার উপর আছেন, নীল বর্মের নাইট। একা

এতগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে লড়তে লড়তে তিনি পরিশ্রান্তও হয়ে পড়ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হাঁসের পালক গোঁজা একটা তীর এসে একজন দুর্বৃত্তকে ধরাশায়ী করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন ধনুকধারী লোক সেখানে এসে হাজির হল, তাদের পুরোভাগে, লক্সলি। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা সব কয়জন দুর্বৃত্তকেই এমন ভাবে আহত করল, যে তাদের অনেকে একবারে মরেই গেল।

ব্ল্যাক নাইট তখন লক্সলিকে তাঁর ধন্যবাদ জানালেন। তাঁর কথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্যের আভাস পরিস্ফুট।

লক্সলি তা দেখে বলল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনি কোন আদেশ করলে তা অমান্য করবার ক্ষমতা কারো থাকবে না।"

ব্ল্যাক নাইট বললেন, "লক্সলি! তোমার হৃদয় হচ্ছে খাঁটী ইংরেজের হৃদয়। কাজেই তুমি আমার আদেশ শুনতে বাধ্য। আমি হচ্ছি ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড।"

এই কথা শুনে সবাই নতজানু হয়ে তাদের বশ্যতা জানাল। রিচার্ড তখন বললেন, "বন্ধুগণ! তোমরা উঠে দাঁড়াও। তোমরা বন-বাদাড়ে যে দুষ্কার্য করে বেড়াও, তার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছ টরকুইলস্টোনে আমার বিপন্ন প্রজাদের মুক্ত করে, এইমাত্র তোমাদের রাজার প্রাণ রক্ষা করে। ভবিষ্যতে তোমরা সৎভাবে জীবন যাপন কর। আর লক্সলি—"

"আমাকে আর ও নামে ডাকবেন না। আমি শেরউডের রবিনহুড।"

এমন সময় গার্থ এবং আইভ্যানহো সেখানে এসে উপস্থিত। রিচার্ডের রক্তাক্ত দেহ, তাঁর সামনে ছয় সাতটি মৃতদেহ, চারধারে বনদস্যুদের ভিড়—এই দেখে আইভ্যানহো বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ভাবতে লাগলেন, তিনি রিচার্ডকে রাজা বলে সম্বোধন করবেন, না ব্ল্যাক নাইট বলবেন।

রিচার্ড তাঁর এই দ্বিধা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমার সংকোচের

কোন কারণ নেই। আমার পাশে যাদের দেখছ, তারা সব খাঁটী ইংরেজ সন্তান।”

লক্সলি আইভ্যানহোর কাছে এগিয়ে এসে বলল, “আমি গর্বের সাথেই বলতে পারি, আমরা যারা এখানে আমাদের রাজাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি, তাদের চেয়ে রাজভক্ত প্রজা তাঁর খুব কমই আছে।”

“তোমার এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু এখানে এই হত্যা ও রক্তপাতের কারণ কি?”

রিচার্ড উত্তরে বললেন, “আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এরা। আমার এই বীর প্রজারা তার যোগ্য শাস্তিই দিয়েছে। কিন্তু আইভ্যানহো! তুমিও যে রাজদ্রোহীর দলে ভিড়লে! শুধু রাজ-দ্রোহিতা নয়, অবাধ্য আচরণও করেছ। আমার আদেশ ছিল না যে, তোমার ক্ষতগুলি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তুমি মঠ ছেড়ে কোথাও বেরুবে না?” রিচার্ডের কণ্ঠে তিরস্কারের চেয়ে স্নেহের সুরই বেশী।

“আমার ক্ষত শুকিয়ে গেছে। সূঁচের আঁচড়ের মত সামান্য যা আছে, তা এমন কিছু নয়।”

রিচার্ড তখন রবিনহুডকে বললেন, “এবার কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর। এতক্ষণ যুদ্ধ করে শুধু পরিশ্রান্তই হইনি, ক্ষিধেও পেয়েছে।”

একটা ওক গাছের নীচে তাড়াতাড়ি ভোজের ব্যবস্থা হল। আয়োজন তেমন কিছু নয়। হরিণের মাংস আর হালকা মদ। সবাই মিলে স্ফূর্তি করে তাই খেলেন। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে নানা গল্পগুজব, ঠাট্টা-তামাশা চলতে লাগল। তাদের সামনে যে দেশের রাজা বসে আছেন, তারা যেন তা ভুলে গেল। রাজাও তাঁর গাম্ভীর্য ভুলে তাদের এই ঠাট্টা রসিকতায় যোগ দিলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে রাজা রবিনহুডের কাছে বিদায় নিয়ে কনিংস-বার্গের দিকে রওনা হলেন। আইভ্যানহোও তাঁর সঙ্গে গেলেন।

উনিশ

রাজা রিচার্ড আইভ্যানহো, গার্থ এবং ওয়াম্বাকে সঙ্গে নিয়ে নিরাপদেই কনিংসবার্গ পৌঁছলেন। তখন অস্তগামী সূর্যের রাঙা কিরণে কনিংসবার্গ দুর্গকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এমনিতেই মনোহর। ডন নদী জায়গাটিকে অর্ধবৃত্তাকারে বেষ্টন করে বয়ে যাচ্ছে। একদিকে বনভূমি, অন্যদিকে শস্যক্ষেত্র। জায়গাটি আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে একটি পাহাড়ের মত হয়েছে। তারই উপরে কনিংসবার্গ দুর্গ ও প্রাসাদ। নরম্যানরা ইংলণ্ড জয় করার আগে স্যাক্সন রাজারা এখানে বাস করতেন।

দুর্গের উপরে একটি কালো নিশান উড়ছে। প্রাসাদের চারদিকেই কর্মব্যস্ততা। নিকট এবং দূর আত্মীয় ছাড়াও এথেলস্টেন এবং সেড্রিকের বহু বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। তাদের কলগুঞ্জনে সমস্ত প্রাসাদ মুখরিত। দলে দলে লোক উপরে যাচ্ছে, দলে দলে নীচে নেমে আসছে। খাওয়া-দাওয়ারও বিরাট আয়োজন। এক জায়গায় মাংসের রোস্ট হচ্ছে, আর এক জায়গায় পিপে থেকে মদ ঢালা হচ্ছে। নিমন্ত্রিতরা ইচ্ছামত মদের সাথে মাংসের রোস্ট পেট পুরে খাচ্ছে।

রিচার্ড তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছতেই সেড্রিকের একজন প্রতিনিধি তাঁদের অভ্যর্থনা করে উপরে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় আইভ্যানহো তার মুখটা এমনভাবে ঢেকে দিল, যাতে সহজে না চেনা যায়। রিচার্ড না বলা পর্যন্ত পিতার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে তিনিই তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উপরের একটি প্রশস্ত কক্ষে একটা ওকের টেবিলের চারপাশে

বিশিষ্ট স্যাক্সন অতিথিরা নির্বাক্ হয়ে বসে ছিলেন। তাঁরা সবাই পরিণত-বয়স্ক। দূর দূরান্তর থেকেও অনেকে এসেছেন। এথেলস্টেনের মৃত্যুতে সকলেই শোকার্ত।

রিচার্ড সেখানে প্রবেশ করতেই সেড্রিক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন। আইভ্যানহোকেও তিনি একইভাবে অভ্যর্থনা করলেন। কারণ, রিচার্ড ও আইভ্যানহোর প্রকৃত পরিচয় তখনও তাঁর অজ্ঞাত।

রিচার্ডও প্রত্যভিবাদন করে বললেন, "আমাদের যখন শেষ দেখা হয়, তখন আমার একটি প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করবেন বলেছিলেন। আপনাকে সে কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

"সে ত মঞ্জুর হয়েই আছে। এখন বলুন আপনার কি প্রার্থনা।"

"এতদিন আপনি আমাকে ব্ল্যাক নাইট বলেই জেনে এসেছেন। আমি রিচার্ড।"

"আপনি অ্যানজুর রিচার্ড!" সেড্রিকের কণ্ঠে বিস্ময়।

"না, সেড্রিক! আমি শুধু অ্যানজুরই নই, ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড। আমার একান্ত আগ্রহ আমার রাজ্যে সমস্ত প্রজা—স্যাক্সন নরম্যান—সবাই মিলে মিশে শান্তিতে বাস করুক। আমার প্রার্থনা, আপনি আইভ্যানকে ক্ষমা করে আবার তাঁকে আপনার বুকে স্থান দিন। এই যে সে এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।"

আইভ্যানহো তখন সেড্রিকের পায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, "বাবা! আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

সেড্রিক তাঁকে পায়ের তলা থেকে তুলে বললেন, "তোমাকে আমি ক্ষমা করলাম। তুমি এখন এই পোশাক বদলিয়ে আমাদের জাতীয় পোশাক পরে এসো। স্যাক্সনের ছেলে স্যাক্সন পোশাক পরলেই ভাল দেখায়।"

আইভ্যান কি যেন বলতে চেষ্টা করলেন। সেড্রিক তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি কি বলবে, আমি বুঝতে পেরেছি। রোয়েনার

সাথে তোমার বিয়ের কথা ত ? এথেলস্টেনের সবেমাত্র মৃত্যু হয়েছে। কাজেই তোমাদের অন্ততঃ দু-বছর অপেক্ষা করতে হবে। নইলে এথেলস্টেনের স্মৃতির অমর্যাদা করা হবে, এবং তাঁর বিক্ষুব্ধ আত্মা কবর থেকে উঠে এসে তোমাদের অভিশাপ দেবে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এথেলস্টেনের প্রেতমূর্তি সেখানে এসে হাজির হল। সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। সেড্রিক বিচলিত কণ্ঠে বললেন, "আপনি মানুষ না প্রেত জানি না। যদি মানুষ হন, তবে কথা বলুন।"

প্রেতমূর্তি তখন বলল, "আমি আপনাদের মতই মানুষ। তিন দিন শুধু জল খেয়ে থাকার পর ছুটতে ছুটতে এথানে এসেছি। আমাকে একটু নিঃশ্বাস নিতে দিন।"

রিচার্ড তখন বললেন, "আমি যে দেখলাম টরকুইলস্টোন প্রাসাদে টেম্পলার ব্রায়েন তাঁর তরবারির আঘাতে আপনাকে ভূপাতিত করল। আমার মনে হল এবং ওয়াম্বাও এসে আমাকে বলল, আপনার দাঁত সব ভেঙে গেছে, মাথার খুলিও চূর্ণ হয়ে গেছে।"

"ওয়াম্বা আপনাকে ভুল খবর দিয়েছে। আমার মাথা যে চূর্ণ হয়নি দেখতেই পাচ্ছেন। আমার দাঁতও ঠিক আছে। খাবার সময়ই তা বুঝতে পারবেন। টেম্পলার তাঁর তরবারি দিয়ে আমাকে প্রচণ্ড আঘাতই করেছিল। কিন্তু তাঁর হাতটা একটু ঘুরে যাওয়ায় আঘাতটা তেমন মারাত্মক হয়নি। সামান্য একটু কেটে গিয়েছিল মাত্র। তবে আমি পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাই এবং দু পক্ষে বহু যোদ্ধা মরে আমার উপর পড়ে আমাকে চাপা দেয়। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে দেখি, আমি একটি শবাধারের মধ্যে আছি। ভাগ্যে তার মুখটা খোলা ছিল। তাই কোন রকমে তার ভেতর থেকে বেরুতে পেরেছি। তারপর অনেক কষ্ট করে, অনেক দুর্ভোগ ভুগে এখানে এসেছি।"

"আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। স্যাক্সনদের মুক্তি ও স্বাধীনতা

পুনরুদ্ধারের আমাদের এতদিনের পরিকল্পনা সার্থক করার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়।"

"সে স্বপ্ন আর আমি দেখি না।"

"এ কথা বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না? নরম্যান বংশের রাজা রিচার্ড এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, রাজা আলফ্রেডের কোন বংশধর ইংলণ্ডের সিংহাসন দাবি করলে তিনি তা মেনে নেবেন কিনা?"

"রাজা রিচার্ড এখানে?"

"হ্যাঁ, তিনি এখানে। তিনি স্বেচ্ছায় আজ আমাদের এখানে অতিথি। এখন তাঁকে কোনরূপ অসম্মান বা বন্দী করা চলবে না, এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।"

"আমাদের কর্তব্য শুধু তাই নয়, তারও বেশী।" এই বলে তিনি রিচার্ডকে অভিবাদন করে বললেন, "আমি আপনাকে আমার আনুগত্য জানাচ্ছি। সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে আপনার আদেশ পালন করাই হবে আমার কর্তব্য।"

সেড্রিক হতাশ হয়ে বললেন, "ইংলণ্ডের স্বাধীনতার কথাও মন থেকে মুছে ফেললেন?"

এথেলস্টেন স্মিত হাস্যে বললেন, "বন্ধু! রাগ করে লাভ নেই। তিন দিন শবাধারে থেকে আমার জীবনদর্শনের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার আর নেই। আমার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে রাজত্ব করতে পারলেই আমি সুখী হব। অন্য রাজ্যের উপর আমার লোভ নেই।"

"রোয়েনাকেও কি আপনি তা হলে ত্যাগ করবেন?"

সেড্রিকের এই প্রশ্নের উত্তরে এথেলস্টেন বললেন, "রোয়েনাকে নিয়ে আপনার বা আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তার মন এখন আইভ্যানহোর উপর। ওই ত রোয়েনা দাঁড়িয়ে। লজ্জা কি? আইভ্যানহোর মত বীর নাইটকে ভালোবাসার মধ্যে লজ্জা পাবার

কিছু নেই। আইভ্যানহো! রোয়েনাকে আমি তোমার হাতেই দিলাম।…এই কি! এরই মধ্যে আইভ্যানহো কোথায় উধাও হয়ে গেল? একটু আগেও যে সে এইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল!"

সকলেই তখন আইভ্যানহোর খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। অনুসন্ধানে জানা গেল, একজন ইহুদী তাঁর খোঁজে এসেছিল। তার সাথে দু একটি কথার পরই আইভ্যানহো গার্থকে তাঁর অস্ত্রশস্ত্র আনতে আদেশ দেন। তারপর দুজনেই বাহির হয়ে যান।

এথেলস্টেন তখন রোয়েনাকে বললেন, "নিশ্চয়ই কোন গুরুতর প্রয়োজনে আইভ্যানহো এমন ভাবে কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ চলে গেছে। আমার মনে হয়"—

তিনি দেখলেন, রোয়েনাও আর সেখানে নেই। তিনি তখন বললেন, "বিচিত্র নারীর মন। এদের বিশ্বাস করাও শক্ত। রাজা রিচার্ড! আপনিই বলুন আমার কথা ঠিক কিনা?"

দেখা গেল তাঁর এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য রিচার্ডও সেখানে নেই। তিনি কোথায় গেছেন, সে কথাও কেউই বলতে পারল না। শুধু জানা গেল বাইরে গিয়ে তিনি সেই ইহুদীকে ডেকে পাঠান। তার সাথে তাঁর কি কথা হয়। তারপর তাড়াতাড়ি একটি ঘোড়ায় চড়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গেছেন। ইহুদীও তাঁর সাথেই গেছে।

কুড়ি

সেদিন সেন্ট জর্জ গির্জার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ দর্শকে ভরে গেল। সবারই লক্ষ্য টেম্পলস্টো মঠের প্রধান তোরণের দিকে, কখন সেখান দিয়ে রেবেকাকে নিয়ে সবাই মল্লভূমিতে আসবেন।

সর্বাধ্যক্ষের জন্য একটি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর চার পাশে বিশিষ্ট নাইট এবং আচার্যদের আসন। মল্লভূমির এক কোণে স্তূপাকৃতি কাঠ সাজানো। তার দুপাশে দুইটি শক্ত খুঁটির সাথে দুটি শিকল বাঁধা। রেবেকার পক্ষের যোদ্ধা যদি পরাজিত হন, তবে তাকে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাকে তখন কাঠের স্তুপের উপর শুইয়ে দুই দিকের শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হবে, যাতে সে নড়চড়া করতে না পারে। তারপর কাঠের স্তূপে আগুন দেওয়া হবে। জাদুকরীদের মৃত্যুদণ্ড এই ভাবেই দেওয়া হয়।

অবশেষে শোভাযাত্রা করে সর্বাধ্যক্ষ মল্লভূমিতে উপস্থিত হলেন। প্রথমে মঠের পতাকা হাতে একজন নাইট, তাঁর পিছনে পাশাপাশি দু'জন করে নাইট এবং আচার্য, সর্বশেষে সর্বাধ্যক্ষ। তাঁর পিছনে নাইট টেম্পলার ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্ট। তাঁর চোখমুখ বসা, মনে হয় কয়েক রাত তাঁর ঘুম হয়নি, এমনই বিবর্ণ চেহারা।

কাঠের স্তূপের কাছে একটি কালো চেয়ারে রেবেকাকে বসান হল। মৃত্যুর এই আয়োজন দেখে তিনি প্রথমে ভয়ে চোখ বুজে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

সর্বাধ্যক্ষ ইতিমধ্যে আসন গ্রহণ করলেন। অন্যান্য সকলেও যথাযোগ্য আসনে বসলেন। তখন একজন ঘোষক ঘণ্টাধ্বনি করে ঘোষণা করল যে, বিচার সভার কাজ এখনই শুরু হবে।

ম্যালভইসিন তখন রেবেকার হাতের দস্তানাটি সর্বাধ্যক্ষের পায়ের কাছে রাখলেন। আজকের যুদ্ধের এইটি হচ্ছে পণ। তারপর বললেন, "মহামান্য সর্বাধ্যক্ষ! মঠের পক্ষ থেকে নাইট ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্ট অপর পক্ষের যে কোন নাইটের সাথে লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।"

একটু পরই বাজনা থেমে গেল। মল্লভূমি একবারে নিস্তব্ধ। সর্বাধ্যক্ষ তখন বললেন, "রেবেকার পক্ষে এখনও কোন নাইট উপস্থিত নেই। সে বলুক এখনও কোন নাইট তার পক্ষে দাঁড়াবার আশা আছে কিনা?"

একজন প্রতিহারী রেবেকাকে সে কথা বলতেই তিনি বললেন, "আমি নির্দোষ। কাজেই আমাকে যতটুকু সময় দেওয়া সম্ভব, ততটুকু সময় দেওয়া হোক। দেখা যাক ভগবানের দয়া হয় কিনা, আমার প্রাণরক্ষার জন্য তিনি কোন নাইটকে পাঠান কিনা। আর নেহাতই যদি কেউ না আসেন, তবে ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

তাই শুনে সর্বাধ্যক্ষ রেবেকাকে উদ্দেশ করে বললেন, "আমরা তোমার প্রতি যথাসাধ্য সুবিচার করবারই চেষ্টা করব। কাজেই আমরা বিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি কোন নাইট হাজির হন ভাল, নইলে তোমাকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে।"

রেবেকা তখন চোখ বন্ধ করে বিপদবারণ ভগবানকে ডাকতে লাগলেন। ব্রায়েন তখন রেবেকার পাশে গিয়ে চুপি চুপি বললেন, "আমার এই কথা শুনবে?"

"পাষাণহৃদয় নিষ্ঠুর! আপনার কোন কথাই আমার শোনবার আগ্রহ নেই।"

"কথাটা আগে শোনই না! সামনে ওই দেখ তোমার চিতা-শয্যা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেখানে না উঠে, আমার পিছনে আমার ঘোড়ার পিঠে ওঠো। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা

তুজনে কোথাও গিয়ে স্বর্গলোক রচনা করব। সেখানে মৃত্যুর এই বিভীষিকা থাকবে না, এই দুঃখকষ্ট অত্যাচার থাকবে না। থাকবে শুধু অনাবিল শান্তি, আর অনন্ত সুখ। জানি সবাই আমায় কাপুরুষ বলবে, আমার নামে ধিক্কার দেবে। কিন্তু তুমি পাশে থাকলে আমার তাতে কিছু যাবে আসবে না।"

"শয়তান! এই প্রলোভন দেখিয়ে কোন লাভ নেই। আমি জানি, আমার চারদিকে শত্রু, আমার সম্মুখে মৃত্যু। তবু আপনি আমাকে এখান থেকে এক চুল সরাতে পারবেন না। আপনি এখান থেকে দূর হোন।"

এমন সময় রণক্ষেত্রে একজন যোদ্ধার আবির্ভাব হল। তাই দেখে দর্শকরা চিৎকার করে তাদের উল্লাস জানাতে লাগলেন। —ইহুদী কন্যার পক্ষের যোদ্ধা এসে গেছেন, এসে গেছেন।

কিন্তু প্রথম উল্লাস শান্ত হতেই তারা যোদ্ধা ও তাঁর ঘোড়ার চেহারা দেখে একবারে নিরাশ হয়ে গেল। অনেক দূর থেকে ছুটে আসার ফলে ঘোড়াটি অত্যন্ত শ্রান্ত, মনে হয় এখনই পড়ে যাবে। আরোহীর অবস্থাও তদ্রূপ। পরিশ্রম বা দুর্বলতা, যে জন্যই হোক আরোহীর মুখেও সতেজ ভাব নেই। ঘোড়ায় বসে থাকতেও যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছে! তবু তিনি ব্রায়েন ছ বোঁ-গিলবার্টকে শুধুমাত্র অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলেই যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

এই যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী যোদ্ধাকে যখন তাঁর নাম, পরিচয় ও যুদ্ধের উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন, "আমার নাম উইলফ্রেড আইভ্যানহো। ইয়র্কের ইহুদী আইজাকের কন্যা রেবেকা সম্পূর্ণ নির্দোষ। ব্রায়েন ত্ব বোঁ-গিলবার্টই বিশ্বাসঘাতক, নরহন্তা, এবং মিথ্যাবাদী। আমি আমার এই তরবারি ও বর্শার জোরে তা প্রমাণ করব।"

তাঁর কথা শুনে ব্রায়েন বললেন, "আপনার ক্ষত সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাক, আপনি একটি ভালো ঘোড়া সংগ্রহ করুন। তার আগে

আমি আপনার সাথে লড়ব না। আপনার এই ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দেব না।"

"টেম্পলার! এখনও আপনার এত অহংকার? আপনি কি এরই মধ্যে ভুলে গেলেন যে, দু-দুবার আপনি আমার বর্শার আঘাতে ধরাশায়ী হয়েছিলেন?—একবার একারে, একবার অ্যাসবিতে? রদারউডে সেড্রিকের বাড়িতে এক রাত্রিতে যে বাজি রেখেছিলেন, তাও ভুলে গেলেন? আপনি যদি আমার সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন, তবে আমি সবার কাছে বলে বেড়াব, আপনি একজন ভীরু কাপুরুষ, যুদ্ধের নামে ভয় পান। আপনি নাইট নামের অযোগ্য।"

ব্রায়েন উদ্‌ভ্রান্তের মত একবার রেবেকার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "স্যাক্সন কুকুর! তোমার বর্শা নিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।"

"যুদ্ধ করবার জন্য আমি সর্বাধ্যক্ষের অনুমতি প্রার্থনা করছি।" আইভ্যানহো বললেন।

"যদি রেবেকা আপনাকে তার রক্ষাকর্তা বলে স্বীকার করে নেয়, তবে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার যা শরীরের অবস্থা, একটু সুস্থ হয়ে লড়তে এলেই বোধ হয় ভাল হত।"

"না, এই শরীর নিয়েই যুদ্ধ করি, ভগবানের তাই ইচ্ছা। রেবেকা! তুমি কি আমাকে তোমার রক্ষাকর্তা বলে স্বীকার করতে রাজী আছ?"

"নিশ্চয়ই রাজী আছি। ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আপনার শরীর ত এখনও সুস্থ হয় নি। কেন তবে এই বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন?"

ততক্ষণে আইভ্যানহো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। বাদ্যকররা বাজনা শুরু করেছে। দুই যোদ্ধা বর্শা হাতে পরস্পরকে প্রবল বেগে আক্রমণ করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই

ব্রায়েনের আঘাতে আইভ্যানহো তাঁর ঘোড়া সহ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এই যুদ্ধের ফল যে এই রকমই হবে, দর্শকরা আগে থেকেই তা অনুমান করেছিল। কিন্তু আইভ্যানহো মুহূর্তের মধ্যেই আবার উঠে দাঁড়ালেন।

মাটিতে পড়বার আগে আইভ্যানহোও ব্রায়েনকে বর্শার আঘাত করেছিলেন। সে আঘাত তেমন তীব্র নয়। অথচ আশ্চর্য কাণ্ড! ব্রায়েনও মাথা ঘুরে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন।

আইভ্যানহো তরবারি হাতে ভূপতিত শত্রুর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্ট আর উঠলেন না। দর্শকরা অবাক্ হলেন। আইভ্যানহো তাঁকে বললেন, "হয় পরাজয় স্বীকার করুন, নয়ত এখনই আমি আপনাকে বধ করব।"

কিন্তু টেম্পলার কোন জবাব দিলেন না। সর্বাধ্যক্ষ বললেন, "একে হত্যা করবেন না? আমি রায় দিচ্ছি, আপনিই বিজয়ী হয়েছেন।"

মঠের লোকজন ব্রায়েনকে তুলে আনতে গিয়ে দেখল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আইভ্যানহোর বর্শা বা তরবারির আঘাতে নয়, আপনার অমানুষিক উত্তেজনার ফলেই তিনি এই মৃত্যু ডেকে এনেছেন। সর্বাধ্যক্ষ তখন বললেন, "এই হচ্ছে ভগবানের বিচার!"

তারপর আইভ্যানহোকে উদ্দেশ করে বললেন, "আপনি আপনার কর্তব্য সুসম্পন্ন করেছেন। আমি ঘোষণা করছি, রেবেকা নির্দোষ। সে মুক্ত।"

এমন সময় রণক্ষেত্রে আর একজন নাইট হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। বললেন, "আমার একটু দেরি হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, ব্রায়েন দ্য বোঁ-গিলবার্টকে আমিই শিক্ষা দিব। সে কাজ তুমিই করেছ। কিন্তু আইভ্যানহো! তোমার এই শরীরে এতটা বিপদের ঝুঁকি নেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে।"

"আপনার হাতে তাঁর মরার সৌভাগ্য লাভ করা ভগবানের অভিপ্রেত নয়। তাই তিনিই তাঁকে টেনে নিয়েছেন।"

"ভগবান তাঁর শাস্তি বিধান করুন।···আমাদের আর নষ্ট করবার মত সময় নেই। বোহান! তুমি তোমার কাজ কর।"

বোহান এগিয়ে এসে ম্যালভইসিনের কাঁধে হাত রেখে বললেন, "আমি হেনরী বোহান, এসেক্সের আর্ল, ইংলণ্ডের লর্ড হাই কনস্টেবল—আপনাকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেফতার করছি।"

নবাগত নাইট তখন তাঁর মুখের আবরণ উন্মোচন করে বললেন, "আমার—রাজা রিচার্ডের আদেশে ম্যালভইসিনকে গ্রেফতার করা হল। সাত দিনের মধ্যেই আপনাকে এবং ফিলিপ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।"

"আমি বাধা দেব।" সর্বাধ্যক্ষ বললেন।

"সে ক্ষমতা আপনার নাই। উপরের দিকে চেয়ে দেখুন। এই মঠের চূড়ায় ইংলণ্ডের রাজার পতাকা উড়ছে। বৃথা বাধা দিবার চেষ্টা করবেন না। আপনি এখন সিংহের গহ্বরে আছেন।"

"আমি আপনার বিরুদ্ধে রোমের পোপের কাছে নালিশ করব। মঠবাসী আমাদের কোন অধিকারে আপনার হাত দেবার ক্ষমতা নেই।"

"সে যা হয় করবেন। আপাততঃ এই মঠ ছেড়ে অন্য কোথাও যান, যেখানে রাজদ্রোহের ষড়যন্ত্র নেই। ইচ্ছা করলে এখানেও থাকতে পারেন, তবে যা খুশী করা চলবে না।"

"যেখানে আমি একচ্ছত্রাধিপতি ছিলাম, সেখানে আমি অন্যের অনুগ্রহের দাস হয়ে থাকব? অসম্ভব।" এই বলে সর্বাধ্যক্ষ তাঁর দলবল নিয়ে মঠ ছেড়ে চলে গেলেন।

রেবেকা এতক্ষণ তাঁর বাবার কোলে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ছিলেন। তাঁর যেন সংবিৎ ছিল না। তারপর আইজাক যখন বললেন, "মা এবার উঠ, যে বীর তোমায় রক্ষা করেছেন, তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসি।"

"না না! শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, তাঁকে আরও—থাক সে কথা চলুন আমরা এখনই এ জায়গা ছেড়ে পালাই।"

"তা হয় না মা। তাহলে আমাদের তারা কুকুরের চেয়েও অধম মনে করবে।"

"কিন্তু বাবা, রাজা রিচার্ড এখানে রয়েছেন। আপনাকে দেখলেই তিনি মোটা টাকা দাবি করবেন। তাঁর এখন ভয়ানক টাকার দরকার। কাজেই এখান থেকে পালানোই শ্রেয়ঃ।"

আইজাক দেখলেন, কথাটা ঠিক। তাই তিনি তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন

সেড্রিকের ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডে পুনরায় স্যাক্সন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা, এথেলস্টেনের সাথে রোয়েনার বিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাঁর কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হল না।

একদিন মহা ধুমধামে আইভ্যানহোর সাথে রোয়েনার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা রিচার্ড সে বিয়েতে যোগ দিলেন। এ সময় তিনি স্যাক্সন অভিজাতদের যে সহৃদয় ব্যবহার করলেন, তাতে নরম্যানদের প্রতি সেড্রিকের বিদ্বেষ অনেকটা দূর হয়ে গেল। তাঁরা বুঝতে পারলেন, রাজা রিচার্ডের রাজত্বে তাঁরা সকল রকম অধিকারই স্বচ্ছন্দে ভোগ করতে পারবেন।

বিয়ের দুই দিন পর রোয়েনার এক সহচরী তাঁকে সংবাদ দিল, একটি তরুণী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর আদেশে তরুণী ঘরে প্রবেশ করেই নতজানু হয়ে রোয়েনার শাড়ির আঁচল চুম্বন করল।

"এ কি ব্যাপার?" বিস্মিত রোয়েনা প্রশ্ন করলেন।

"উইলফ্রেড আইভ্যানহোর কাছে আমার যে কৃতজ্ঞতার ঋণ, আজ আমি তা আপনার কাছে শোধ করতে এসেছি। আমিই সেই হতভাগ্য ইহুদী তরুণী যার তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা করবার জন্য আপনার স্বামী টেম্পলস্টোতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতেও দ্বিধা করেন নি।"

"আইভ্যানহোর রোগশয্যায় এবং তাঁর বিপদের সময় তুমি তাঁর যে পরিচর্যা করেছ, তার কণা মাত্র ঋণ শোধ করবার জন্যই তিনি সেদিন টেম্পলস্টোতে ছুটে গিয়েছিলেন। তার সে ঋণ শোধ করবার জন্য আমি বা আমার স্বামী তোমার কি করতে পারি বল।"

"কিছুই নয়। শুধু আপনি তাঁকে আমার সকৃতজ্ঞ বিদায় নমস্কার জানাবেন।"

"তুমি কি তাহলে ইংলণ্ড ছেড়ে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, পক্ষকালের মধ্যেই আমি চলে যাচ্ছি।"

"ইংলণ্ডে ত তোমার কোন ভয় নেই। আইভ্যানহো থাকতে কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।"

"তবুও আমার আর এখানে থাকার উপায় নেই। বিদায়।" তাঁর দু চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "যখন টরকুইলস্টোন বা টেম্পলস্টোর কথা মনে হয় তখন আমি আর আমাতে থাকি না। আমার সমস্ত বুক যেন ভয়ে উঠে।" এই বলে তিনি রোয়েনার সামনে একটি ছোট্ট পেটিকা রেখে বললেন, "অনুগ্রহ করে এইটি গ্রহণ করুন। সামান্য বলে উপেক্ষা করবেন না। অবাক্ও হবেন না।"

রোয়েনা পেটিকা খুলে দেখেন, ভেতরে একটি বহুমূল্য হীরক-খচিত নেকলেস।

"এ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"দয়া করে এটি গ্রহণ করুন। এ আর আমি পরব না। আমার জীবনে হীরা মুক্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।"

"তোমার মনে এত কি দুঃখ, আমায় বলো না। দেখি আমি বা আমার স্বামী তা দূর করতে পারি কিনা।"

"ভগবান ছাড়া সে দুঃখ দূর করার ক্ষমতা কারো নেই।"

"তাই যদি হয়, তবে এখানে থেকেই সত্যধর্ম গ্রহণ কর, খ্রীষ্টের

শরণ নাও। তোমার দুঃখ দূর হবে, জীবনে শান্তি আসবে। তুমি আর আমি দুজনে বোনের মত থাকব।"

"আপনার এ অনুগ্রহ চিরদিন আমার মনে থাকবে। কিন্তু তা হয় না। ধর্ম ঠুনকো জিনিস নয় যে পুরানো জামা কাপড়ের মত তা ছেড়ে দিয়ে নূতন কাপড় পরব। যে ধর্মে যার বিশ্বাস, তাই তার কাছে সত্য। আমার বাপ ঠাকুর্দা যে ধর্মে বিশ্বাস করে গেছেন, আমিও তাই আঁকড়ে থাকব। তাতেই আমার শান্তি আসবে। আমি যাঁর পায়ে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে শান্তি দেবেন।"

"তুমি কি তাহলে কোন মঠে যোগ দিচ্ছ, সন্ন্যাসিনী হচ্ছ?"

"না, সন্ন্যাস আমি নেব না। আমি সংসারেই থাকব, সংসারে থেকেই যারা দুঃস্থ তাদের সেবা করব, যারা ক্ষুধার্ত তাদের মুখে অন্ন তুলে দিব, যারা ক্লিষ্ট তাদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করব। এই হবে আমার জীবনের ব্রত। যদি কোনদিন আপনার স্বামী আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাঁকে এই কথাই বলবেন। যে ভগবান ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সকলকেই সৃষ্টি করেছেন, তিনি আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনারা সুখে থাকুন।"

এই বলে রেবেকা বিদায় নিলেন।

—শেষ—